॥ শ্রীশ্রীরাধাদামোদরৌ বিজয়েতেতমাম্ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিলিখিতং

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

পরমপূজ্যপাদ-শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবকুল-মুকুটমণি-

শ্রীল-শ্রীযুক্ত-সনাতন-গোস্বামি-কৃতয়া

দিগ্দর্শিনী-নাম্নী-টীকয়া সহিতম্

সান্বয়ং সানুবাদং টীকানুবাদ-সহিতম্

[পরিশিষ্টে শ্রীদামবন্ধন-লীলা-যুক্তং
বিষয়াশ্রয়বিগ্রহ-বন্দনা-সমেতঞ্চ]

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতেঃ প্রতিষ্ঠাপকবরাণাং
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-ওঁ-বিষ্ণুপাদ-পরমহংস-স্বামিনাং

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজানাং

পরমপ্রেষ্ঠ-নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-বৈষ্ণবাচার্য্যভাস্কর-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-বামন-গোস্বামি-মহারাজানাম্

অনুসৃতধারাবস্থিতেন পরিব্রাজকাচার্য্যেণ ত্রিদণ্ডিস্বামিনা

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-পর্য্যটক-মহারাজেন

সম্পাদিতম্

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের

শ্লোকসূচী

পরিশিষ্ট

"দামোদরাষ্টকং নাম স্তোত্রং দামোদরার্চ্চনম্।
নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬।৯৬)

সত্যব্রত মুনিবর ভগবদ্ভজন-পর
'দামোদরাষ্টক' প্রকাশিলা।
সেই সিদ্ধ স্তোত্র-সুধা, নিত্য পাঠ্য হৈলে তথা,
আকর্ষিত হন নন্দলালা॥

শ্রীশ্রীরাধাদামোদরৌ বিজয়েতেতমাম্

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দ-রূপং
লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদা-ভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যং ততোদ্রুত্য গোপ্যা॥ ১॥

অন্বয় ঃ—লসৎ-কুণ্ডলং (লোলতয়া গণ্ডয়োঃ লসন্তী ক্রীড়ন্তী কুণ্ডলে কর্ণ-ভূষণে যস্য তং) গোকুলে (গোকুলাখ্যে অপ্রাকৃত-চিন্ময়ধামে—গোপ-গোপী-গোবৎসাদি-নিবাসে) ভ্রাজমানং (শোভমানং) যশোদা-ভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং (যশোদায়াঃ মাতুঃ সকাশাৎ ভিয়া দধিভাণ্ড-ভেদনাদ্য-পরাধকৃত-ভীত্যা উলূখলাৎ উদূখলাৎ অর্থাৎ তণ্ডুল-ভেদন-পাত্রাৎ ধাবমানং ত্বরয়াপসরন্তং) অত্যং (অত্যন্তং) ততোদ্রুত্য (কৃষ্ণাৎ বেগেন ধাবিত্বা) গোপ্যা (শ্রীযশোদয়া) পরামৃষ্টং (পৃষ্ঠতোধৃতং) সচ্চিদানন্দরূপং (পূর্ণাবতারং সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহং শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপং) ঈশ্বরং (সর্ব্বশক্তিমন্তং) [অহং] নমামি (নমস্করোমি)॥১॥

মূলানুবাদ ঃ—যাঁহার গণ্ডদ্বয়ে দোদুল্যমান কুণ্ডলদ্বয় ক্রীড়া করিতেছে, যিনি গোকুল-নামক (অপ্রাকৃত চিন্ময়) ধামে শোভমান, যিনি (দধিভাণ্ড ভগ্ন করার অপরাধ-হেতু) মাতা যশোদার ভয়ে ভীত হইয়া উদূখল হইতে (লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক) অতিবেগে ধাবমান, মাতা যশোদাও তদপেক্ষা অধিক বেগে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া যাঁহার পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ (সর্ব্বশক্তিমান্) শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি॥১॥

'দিগ্‌দর্শিনী'-টীকা ঃ—

শ্রীরাধা-সহিতং নত্বা শ্রীদামোদরমীশ্বরম্।
'দামোদরাষ্টক'-ব্যাখ্যা দিগেষা দর্শ্যতেঽধুনা॥

তত্রাগ্রে কিমপি প্রার্থয়িতুমাদৌ তস্য 'তত্ত্ব'-'রূপ'-'লীলা'-'গুণাদি'-বিশেষেণোৎকর্ষ-বিশেষং, 'গোকুল-প্রকটিত-নিজ-ভগবত্তা-সার'-'সর্ব্বস্ব-ভূতং' বর্ণয়ন্ ভক্ত্যাদৌ নমস্করোতি **নমামীতি**। তচ্চ মঙ্গলার্থং সর্ব্বকর্ম্মসু প্রাগেব দাস্য-বিশেষেণ বিধানাদাদৌ নির্দ্দিষ্টম্। কং—**ঈশ্বরং,** সর্ব্বশক্তিমন্তং, জগদেকনাথং, নিজ-প্রভুং বা। তত্রাদ্যপক্ষঃ—স্তুত্যাদিশক্ত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ঃ—পরমবন্দ্যতার্থঃ। অন্ত্যশ্চ—ভক্তিবিশেষেণেতি দিক্। কথম্ভূতং? **সচ্চিদানন্দ-রূপং,** সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহমিত্যর্থ;—ইতি 'তত্ত্ব'-বিশেষেণোৎকর্ষ-বিশেষ উক্তঃ।

[রূপ]-সৌন্দর্য্য-বিশেষেণোৎকর্ষ-বিশেষমাহ (লসৎকুণ্ডলম্)। **লসন্তী**—শ্রীযশোদা-ভিয়া ধাবমানাৎ সতত-বাল্য-ক্রীড়া-বিশেষপরত্বাদ্বা নিরন্তরং লোলতয়াগণ্ডয়োঃ ক্রীড়ন্তী কুণ্ডলে যস্য তং;—ইতি শ্রীমুখশোভাবিশেষ উক্তঃ। যদ্বা—শ্রীগণ্ড-চুম্বন-মহাসৌভাগ্যতঃ কুণ্ডলয়োঃ সর্ব্বভূষণেষু মুখ্যত্বাত্তাভ্যাং তানি সর্ব্বাণ্যেবোপলক্ষ্যন্তে। ততশ্চ লসন্তী শোভমানে কুণ্ডলে যস্মাৎ তং; ভূষণ-ভূষণাঙ্গমিত্যর্থঃ। অতএবোক্তং শ্রীগোপীভির্দ্দশম-স্কন্ধে—"**ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং, যদ্গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥**" (ভাঃ ১০।২৯।৪০) ইতি, উদ্ধবেন চ তৃতীয়স্কন্ধে (ভাঃ ৩।২।১২)—"**বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্॥**" ইতি।

পরিবার-বিশেষেণোৎকর্ষ-বিশেষমাহ, **গোকুলে**—গোপ-গোপী-গোবৎসাদি-নিবাসে, **ভ্রাজমানং**—যোগ্য-স্থান বিশেষে পূর্ব্বতোঽপ্যুৎকর্ষবিশেষ-প্রকটনেন, গোকুলস্য স্বাভাবিক-শোভা-বিশেষেণ বা শোভমানম্। তচ্চ শ্রীদশম-স্কন্ধাদৌ (ভাঃ ১০।৩২।১৪)—"**চকাস গোপী-পরিষদ্গতোঽর্চ্চিত-স্ত্রৈলোক্য-লক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দ্দধৎ॥**" ইত্যাদিনোক্তম্।

লীলা-বিশেষেণোৎকর্ষ-বিশেষমাহ, যশোদেতি সার্দ্ধেন। যশোদায়াঃ মাতুঃ সকাশাৎ, **ভিয়া**—দধি-ভাণ্ড-ভেদনাদ্যপরাধ-কৃত্য-ভীত্যা, **উদূখলাৎ**—শিক্যস্থিত-নবনীত-চৌর্য্যার্থমুদ্বর্ত্ত্য তলে সমারূঢ়াদুদূখলতঃ, **ধাবমানং**—ত্বরয়াপসরন্তং। অত্র চ বিশেষাপেক্ষৈর্দ্দশমস্কন্ধ-নবমাধ্যায়োক্তং—"**উলূখলাঙ্ঘ্রেরুপরি ব্যবস্থিতং মর্কায় কামং দদতং শিচি স্থিতম্। হৈয়ঙ্গবং চৌর্য্য-বিশঙ্কিতেক্ষণং নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ॥**

তামাত্তযষ্টিং প্রসমীক্ষ্য সত্বরস্ততোঽবরুহ্যাপসসার ভীতবৎ। গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ॥"—(ভাঃ১০।৯।৮-৯) ইত্যাদ্যনুসন্ধেয়ম্।

ততশ্চ অত্যন্তং **ততোদ্রুত্য**—বেগেন ধাবিত্বা; সমাসৈকপদ্যেন যবাদেশঃ। **গোপ্যা**—শ্রীযশোদয়া, **পরামৃষ্টং**—পৃষ্ঠতো ধৃতম্। অত্র চ অত্যন্ততোদ্রুত্যেত্যনেন শ্রীযশোদায়া অপি স্তন-নিতম্ব-গৌরবাদি-সৌন্দর্য্য-বিশেষঃ স্নেহ-বিশেষশ্চ সূচিতঃ। গোপ্যেতি—প্রেমভক্তি-পরিপাট্যা গোপ-জাতীনামেব তাদৃশং মহাসৌভাগ্যমিতি ধ্বনিতম্। পরামৃষ্ট-মিত্যনেন তস্যাং ভগবতঃ স্নেহ-বিশেষো ধ্বনিত ইতি দিক্। অত্র চ—**"অন্বঞ্চমানা জননী বৃহচ্চল-চ্ছ্রোণীভরাক্রান্ত-গতিঃ সুমধ্যমা। জবেন বিস্রংসিত-কেশ-বন্ধন-চ্যুত-প্রসূনানুগতিঃ পরামৃশৎ॥"** (ভাঃ ১০।৯।১০) ইত্যর্থোঽনুসন্ধেয়ঃ॥ ১॥

ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকে প্রথমশ্লোকে শ্রীশ্রীল-সনাতন-গোস্বামিকৃতা দিগ্‌দর্শিনী-নাম্নী টীকা সমাপ্তা।

টীকানুবাদ ঃ—শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীদামোদর-ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া অধুনা এই দামোদরাষ্টকের দিগ্‌দর্শিনী ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতেছি—

অষ্টকটীতে অগ্রেই কিছু প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমেই তাঁহার তত্ত্ব-রূপ-লীলা-গুণাদির বৈশিষ্ট্যদ্বারা উৎকর্ষ-বিশেষতা, গোকুলে প্রকটিত নিজভগবত্তার সার ও সর্ব্বস্বভূত বিশেষণগুলি বর্ণনমুখে ভক্তির সহিত নমস্কার করিতেছেন—**'নমামীতি'**।

'নমামি'-শব্দে নমস্কার মঙ্গলার্থ। সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই ইষ্ট-নমস্কারের বিধি আছে। তাহাতে ভগবানের প্রতি দাস্য-ভক্তি-বিশেষও প্রকাশ পায়; সেইহেতু প্রথমেই তাঁহার নমস্কারের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এক্ষণে কাঁহাকে নমস্কার? ঈশ্বরকে। অর্থাৎ যিনি (১) সর্ব্বশক্তিমান্, (২) জগতের একমাত্র ঈশ্বর, অথবা (৩) আমার প্রভু—তাঁহাকে নমস্কার। তন্মধ্যে প্রথম পক্ষে—'সর্ব্বশক্তিমান্'—এই বাক্য বলার হেতু স্তুতি করিবার শক্তিলাভ; দ্বিতীয় পক্ষে—'জগতের একমাত্র ঈশ্বর' অর্থাৎ তাঁহার পরম বন্দনীয়তা জ্ঞাপন এবং সর্ব্বশেষ-পক্ষে—'আমার প্রভু', ইহার তাৎপর্য্য—তাঁহার প্রতি বিশেষ ভক্তি জ্ঞাপন। সেই ঈশ্বর কি প্রকার? **'সচ্চিদানন্দ-রূপম্'** অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন-মূর্ত্তি। এই তত্ত্ববিশেষ-দ্বারা ইষ্টদেবের উৎকর্ষ-বিশেষ উক্ত হইল।

(এক্ষণে রূপ সম্বন্ধে) সৌন্দর্য্য-বিশেষদ্বারা তাঁহার উৎকর্ষ-বিশেষ দেখাইতেছেন;'**লসৎকুণ্ডলং**'—মাতা শ্রীযশোদার ভয়ে ধাবিত হওয়াতে অথবা সতত বাল্যক্রীড়া-বিশেষপর বলিয়া নিরন্তর লোলতা (চঞ্চলতা) হেতু যাঁহার গণ্ডযুগলে মকর-কুণ্ডলদ্বয় সর্ব্বদা ক্রীড়াশীল,—ইহাদ্বারা শ্রীমুখের শোভা-বিশেষ বলা হইল। '**লসৎ-কুণ্ডলং**' বাক্যের অন্য অর্থ, এই যে—মকরকুণ্ডল-দ্বয়ের শ্রীগণ্ড-চুম্বন রূপ মহাসৌভাগ্য-হেতু সকল ভূষণের মধ্যে তাহা শ্রেষ্ঠ;এইজন্য কুণ্ডলদ্বয়-দ্বারা সকল অঙ্গস্থিত সমস্ত ভূষণেরই সৌভাগ্য-বিশেষ উপলক্ষিত হইতেছে। সেই সৌভাগ্য-হেতু 'লসন্তী'—অর্থাৎ যাঁহা হইতে (অর্থাৎ যাঁহার অঙ্গ-শোভা হইতে) কুণ্ডলদ্বয় শোভমান হইয়াছে; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ—ভূষণেরও ভূষণ এই অর্থ। অতএব ভাগবত-দশমে (১০।২৯।৪০) গোপীগণ বলিয়াছেন,—

"ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং,
যদ্গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥"

"হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার ত্রিজগতের মানসাকর্ষী এই রূপদর্শনে গো, পশু, পক্ষী এবং বৃক্ষগণ পর্য্যন্ত পুলকিত হয়, (আমরা যে মোহিত হইব, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?)" শ্রীউদ্ধবও বিদুরের নিকট শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে তৃতীয়-স্কন্ধে বলিয়াছেন,—"**বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্॥**"

"শ্রীকৃষ্ণের রূপ এতই মনোরম যে, তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময় উৎপাদন হয়; তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণেরও ভূষণ।"

এখন পরিবার-বিশেষ দ্বারা উৎকর্ষ-বিশেষ বলিতেছেন; '**গোকুলে**' অর্থাৎ গোপ-গোপী গো-বৎসাদির বাসস্থানে, যিনি '**ভ্রাজমানং**'—যোগ্যস্থান-বিশেষে পূর্ব্ব হইতেও (অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলা হইতেও) উৎকর্ষবিশেষ প্রকাশের দ্বারা শোভমান, অথবা গোকুলেরই স্বাভাবিক শোভা-বিশেষ হেতু যিনি শোভমান। তাহা দশম স্কন্ধাদিতে (১০।৩২।১৪) বর্ণিত হইয়াছে—"**চকাস গোপী-পরিষদ্গতোঽর্চ্চিত-স্ত্রৈলোক্য-লক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দ্দধৎ॥**" "ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মীর (শোভার) আশ্রয়-স্বরূপ যে কলেবর, তাহা প্রকটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপী-প্রদত্ত আসনে উপবেশন-পূর্ব্বক গোপীগণের সভায় তাঁহাদের দ্বারা পূজিত এবং শোভিত হইয়াছিলেন।"

এক্ষণে **'যশোদা'** ইত্যাদি অর্দ্ধশ্লোকে লীলা-বিশেষ দ্বারা উৎকর্ষ-বিশেষ বলিতেছেন; 'যশোদা মাতার নিকট হইতে, **'ভিয়া'**—দধি-ভাণ্ড ভগ্ন করা ও নবনীত চুরি করা প্রভৃতি অপরাধজনিত তাড়ন-ভয়ে, **'উদূখলাৎ'**—শিকায় তুলিয়া রাখা নবনীত চুরি করিবার জন্য (নিকটস্থ) উদূখলকে উল্টাইয়া তাহার তল-দেশে আরোহণ করিয়াছিলেন, তথা হইতে, **'ধাবমানং'**—(যিনি) বেগে পলায়ন করিয়াছিলেন (তিনিই আমার ঈশ্বর, এই অর্থ)। এই বিষয়ে যিনি বিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের শ্লোক বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিবেন। যথা—

"উলূখলাঙ্ঘ্রেরুপরি ব্যবস্থিতং মর্কায় কামং দদতং শিচি স্থিতম্।
হৈয়ঙ্গবং চৌর্য্য-বিশঙ্কিতেক্ষণং নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ॥
তামাত্তযষ্টিং প্রসমীক্ষ্য সত্বরস্ততোঽবরুহ্যাপসসার ভীতবৎ।
গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ॥"

"শ্রীকৃষ্ণ তখন অধোমুখী উদূখলে উপবিষ্ট হইয়া শিকায় তুলিয়া রাখা নবনীত প্রভৃতি দ্রব্য বানরগণকে যথেচ্ছভাবে বিভাগ করিয়া দিতেছিলেন। চৌর্য্য-বশতঃ তাঁহার দুই নয়ন ভয়ে সর্ব্বদা চঞ্চল ছিল। যশোদা তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাদ্‌ভাগে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মাতাকে লাঠিহাতে উপস্থিত দেখিয়া সত্বর উদূখল হইতে অবতরণ করিয়া ভয়ার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় পলায়ন করিলেন। যোগিগণের তপস্যায় নিয়োজিত চিত্ত ব্রহ্মে লীন হইবার যোগ্য হইলেও যাঁহাকে পাইতে পারে না, সেই পুত্র কৃষ্ণকে ধরিবার জন্য যশোদাদেবী তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিতা হইলেন।"

শ্রীকৃষ্ণ পলায়ন করিতেছেন—দেখিয়া, মাতা যশোমতীও তখন **'ততোদ্রুত্য'**—কৃষ্ণ অপেক্ষা অত্যন্ত দ্রুতবেগে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিতা হইয়া **'পরামৃষ্টং'**—তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ধরিয়া ফেলিলেন। এস্থলে **'ততোদ্রুত্য'**-পদে সমাস-হেতু একপদ হওয়ায় 'যপ্'-প্রত্যয় হইয়াছে। এখানে **'অত্যং'** অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ হইতে অত্যন্ত দ্রুতবেগে', এই উক্তিদ্বারা মাতা যশোমতীরও স্তন-নিতম্ব-স্থূলত্বাদি-সৌন্দর্য্যবিশেষ এবং পুত্রপ্রতি স্নেহবিশেষই সূচিত হইতেছে। **'গোপ্যা'**, এই প্রেমোক্তি পরিপাটি দ্বারা গোপ-জাতিরই এরূপ মহাসৌভাগ্য ঘটিয়াছিল—ইহা

ধ্বনিত হইতেছে। **'পরামৃষ্টং'** অর্থাৎ কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশে ধৃত হইয়াছিলেন,—ইহাদ্বারা, সেই যশোদা-মাতার প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ-বিশেষ (ভক্ত-বাৎসল্য) ধ্বনিত হইতেছে। এস্থলেও বিশেষ জিজ্ঞাসুর পক্ষে ভাগবতের (১০।৯।১০) শ্লোকের অর্থ অনুসন্ধেয়। যথা—

"অন্বঞ্চমানা জননী বৃহচ্চল-চ্ছ্রোণীভরাক্রান্ত-গতিঃ সুমধ্যমা।
জবেন বিস্রংসিত-কেশ-বন্ধন-চ্যুত-প্রসূনানুগতিঃ পরামৃশৎ॥"

"কৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাবমানা ক্ষীণকটি যশোদাদেবীর গতি স্থূল নিতম্ব-ভারে মন্থর হইল। দ্রুত-গমন-হেতু কেশবন্ধন হইতে পুষ্পসকল স্খলিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। এইরূপে গমন করিতে করিতে তিনি কৃষ্ণকে ধরিয়া ফেলিলেন।" ॥১॥

ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের প্রথমশ্লোকের শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিকৃত দিগ্‌দর্শিনী-নামক টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।
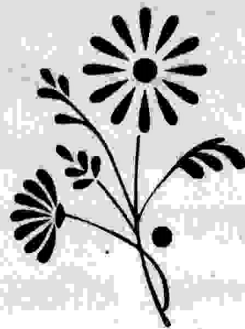
রুদন্তং মুহুর্নেত্র-যুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজ-যুগ্মেন সাতঙ্ক-নেত্রম্।
মুহুঃ শ্বাস-কম্পৎত্রিরেখাঙ্ক-কণ্ঠ-
স্থিতগ্রৈবং দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্॥ ২॥

অন্বয় ঃ—[মাতৃ-হস্তে যষ্টিং দৃষ্ট্বা] রুদন্তং (ক্রন্দন্তং) [অতএব] করাম্ভোজ-যুগ্মেন (কমল-সদৃশ-হস্ত-দ্বয়েন) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) নেত্রযুগ্মং (নয়ন-দ্বয়ং) মৃজন্তং (যুগপদ্-মার্জ্জয়ন্তং) সাতঙ্কনেত্রং (সাতিশয়-ভীত-নিরীক্ষণ-নেত্র-যুগং) মুহুঃ শ্বাস-কম্পৎত্রিরেখাঙ্ক-কণ্ঠ-স্থিত-গ্রৈবং (মুহুঃ পুনঃ পুনঃ রোদনাবেশ-কৃতেন কম্পৎ কম্পমানং ত্রিরেখাঙ্কে কম্বুবৎ-রেখাত্রয়-চিহ্নে কণ্ঠে স্থিতং গল-দেশে শোভিতমিতি ভাবঃ, গ্রৈবং মুক্তা-হারাদি গ্রীবা-ভূষণং যস্য তং) দামোদরং (দাম উদরে যস্য তং) ভক্তি-বদ্ধং (মাতুঃ বাৎসল্যভক্ত্যৈব বদ্ধং স্বীকৃত-বন্ধনং, ন তু রজ্জ্বা)॥২॥

মূলানুবাদ ঃ—(মাতৃ হস্তস্থিত দণ্ডদ্বারা প্রহৃত হইবার ভয়ে) যিনি ক্রন্দন করিতে করিতে হস্তকমলদ্বয়-দ্বারা পুনঃ পুনঃ চক্ষুদ্বয় যুগপৎ মার্জ্জন করিতেছিলেন, যাঁহার নেত্রযুগল সাতিশয় ভীতিপূর্ণ নিরীক্ষণযুক্ত, যাঁহার রোদনাবেগে মুহুর্মুহুঃ শ্বাসের দ্বারা (শঙ্খের ন্যায়) রেখাত্রয়-শোভিত কণ্ঠে বিরাজিত (মুক্তা-হারাদি) গ্রীবাভূষণ কম্পমান, এবং যিনি মাতার বাৎসল্যভক্তি-হেতু আবদ্ধ (আমি সেই দামোদরকে বন্দনা করি)॥২॥

দিগ্‌দর্শিনী টীকা ঃ—তদনন্তর-লীলা-বিশেষং বদন্—"কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী কর্ষন্তমঞ্জন্মসিণী স্ব-পাণিনা। উদ্বীক্ষমাণং ভয়-বিহ্বলেক্ষণং হস্তে গৃহীত্বা ভিষয়ন্ত্যবাগুরৎ॥ (১০।৯।১১)।"

ইত্যর্থমাহ—রুদন্তমিতি—মাতৃ-হস্তে যষ্টিং দৃষ্ট্বা তয়া তাড়নমাশঙ্ক্য ভীতত্বাদি-

প্রদর্শনেন তৎপরিহরণায় ক্রন্দন্তম্। অতএব করাম্ভোজ-যুগ্মেন নেত্র-যুগ্মং মৃজন্তং—যুগপন্মার্জ্জয়ন্তম্। এতচ্চ বাল্য-লীলা-বিশেষ-স্বভাবতঃ। যদ্বা—ভয়াবেশেন সদ্যোঽনুগচ্ছতোঽশ্রুণো নিষ্কাসনার্থং। যদ্বা—অশ্রুধারাপসরণার্থমিতি দিক্। যতঃ সাতঙ্কে—সশঙ্কে নেত্রে অপি কিম্পুনর্ম্মনো যস্য তম্। যদ্বা—সভয়-নিরীক্ষণ-নেত্র-যুগমিত্যর্থঃ। ততশ্চ তাড়ন-পরিহারার্থমিদমপি লীলান্তরমূহ্যম্। কিঞ্চ—মুহুঃশ্বাসেন—রোদনাবেশ-কৃতেন, কম্পৎ—কম্পমানং, ত্রিরেখাঙ্কে—কম্বুবদ্রেখাত্রয়-চিহ্নে, কণ্ঠে স্থিতং গ্রৈবং—গ্রৈবেয়কং সর্ব্বং গ্রীবা-ভূষণং মুক্তাহারাদির্যস্য। [দামোদরং]—দাম উদরে যস্য। অনেন চ (ভাঃ ১০।৯।১৪) "**গোপীকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥**" ইত্যুক্তম্।

দাম্নোদরে উলুখলে চোভয়তো বন্ধনযুক্তং তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ ভক্তবশ্যতা-বিশেষেণোৎকর্ষ-বিশেষমাহ। ভক্ত্যৈব—মাতুঃ স্ব-বিষয়কয়া তস্য বা মাতৃ-বিষয়কয়া, বদ্ধং স্বীকৃত-বন্ধনং, ন তু পাশবর্গ-বলাৎ। সর্ব্বতঃ সমুচ্চিতৈরপ্যন্তৈঃ পাশৈর্ন্ন্যূনং নদ্ব্যঙ্গুলাপূরণাৎ। তচ্চোক্তং (ভাঃ ১০।৯।১৫-১৭)—"**তদ্দাম-বধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ। দ্ব্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেঽন্যচ্চ গোপিকা॥ যদাসীত্তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে। তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্যদাদত্ত বন্ধনম্॥ এবং স্বগেহ-দামানি যশোদা সন্দধত্যপি**"—ইত্যাদি।

যদ্বা—দামোদরত্বে হেতুঃ, ভক্ত্যৈব বদ্ধং—বশীকৃতং, তথাপি স এবার্থঃ পর্য্যবস্যতি। কিঞ্চ (ভাঃ ১০।৯।১৮-২১)—"**স্ব-মাতুঃ স্বিন্ন-গাত্রায়া বিস্রস্ত-কবর-স্রজঃ। দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ব-বন্ধনে॥ এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্য-বশ্যতা। স্ব-বশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে॥ নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গ-সংশ্রয়া। প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥ নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকা-সুতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চাত্ম-ভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥**" ইত্যেষামর্থঃ।

তথা (ভাঃ ১০।১০।২৫)—"**দেবর্ষির্মে প্রিয়তমো যদিমৌ ধনদাত্মজৌ। তত্তথা সাধয়িষ্যামি যদ্গীতং তন্মহাত্মনা॥**"—ইত্যাদেরর্থোঽপি শ্রীনারদভক্ত্যপেক্ষয়া, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জনাদি-তত্তল্লীলা-রূপোঽনেন সূচিতঃ॥২॥

ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকে দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীশ্রীল-সনাতন-গোস্বামিকৃতা দিগ্দর্শিনী নাম্নী টীকা সমাপ্তা।

টীকানুবাদ ঃ—তদনন্তর লীলা-বিশেষ বর্ণন-মুখে ভাগবতের (১০।৯।১১) শ্লোকের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতেছেন, যথা—

'কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী কর্ষন্তমঞ্জন্মসিণী স্ব-পাণিনা।
উদ্বীক্ষমাণং ভয়-বিহ্বলেক্ষণং হস্তে গৃহীত্বা ভিষয়ন্ত্যবাগুরৎ॥

"(মাতা যশোদা দেখিলেন যে), অপরাধী বালক তখন রোদন করিতে করিতে নিজ হস্তে নয়ন-যুগল ঘর্ষণ করিতেছে, (রোদনাবেগে) তাহার চোখের কাজল অশ্রুজলে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে, (এবং মাতা যশোদাকে লাঠি হাতে দেখিয়াই) তাহার দুই চোখ ভয়ে বিহ্বল হইয়াছে—এরূপ অবস্থায় যশোদা পুত্রের হস্ত ধারণপূর্ব্বক ভয় প্রদর্শন সহকারে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।"

ভাগবতের এই লীলা গ্রহণ করিয়াই (দ্বিতীয় শ্লোকটি) বলিতেছেন,— '**রুদন্তম্**—মাতৃ-হস্তে লাঠি দেখিয়া তদ্দ্বারা মাতা তাড়ন করিবেন—এই আশঙ্কা করিয়া, ভীত হইবার লক্ষণ প্রদর্শনদ্বারা সেই তর্জ্জন-ভর্ৎসন হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন। অতএব হস্তকমল দুইটির দ্বারা নয়নদ্বয় যুগপৎ বারংবার মার্জ্জন করিতেছিলেন,—ইহা বালকগণের স্বভাবোচিত লীলা-বিশেষ।

'**করাম্ভোজ-যুগ্মেন নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং**'—এই বাক্যের অন্যপ্রকার অর্থ এই যে,—ভয়ের আবেশদ্বারা চক্ষুতে সদ্য-সদ্যই অশ্রুর উদ্গম হইয়া থাকে; সেই অশ্রু নিষ্কাসনের জন্য যিনি পুনঃ পুনঃ চক্ষু দুইটী মার্জ্জন করিতেছিলেন; অথবা, অশ্রু-ধারাসমূহকে বলপূর্ব্বক অপসারণের জন্য—এরূপ অর্থ।

'**সাতঙ্কনেত্রং**'—(মাতার তাড়নভয়ে) যাঁহার নয়ন-যুগল শঙ্কাযুক্ত হইয়াছিল, এমনকি আবার, যাঁহার মনও শঙ্কিত হইয়াছিল। অথবা—ভীতিযুক্ত হইয়া দর্শন করিতছে এরূপ যাঁহার নেত্রদ্বয়; তদ্দ্বারা মাতার তাড়ন পরিহারের জন্যও গুপ্তরূপে ইহা অপর একটী লীলা-বিশেষ।

পুনরায় কিরূপ? '**মুহুঃ শ্বাসেন**'—বারবার রোদনাবেশদ্বারা, '**কম্পৎ**'—কম্পমান, '**ত্রিরেখাঙ্ক**'—শঙ্খের মত রেখাত্রয়-যুক্ত, '**কণ্ঠস্থিত-গ্রৈবং**'—কণ্ঠে অবস্থিত সমস্ত মুক্তাহারাদি গ্রীবাভূষণ যাঁহার, এবং যাঁহার উদরে দাম অর্থাৎ

রজ্জু (সেই দামোদরকে বন্দনা করি)। ইহাদ্বারা—**"গোপীকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥"** অর্থাৎ, "যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ বালকের ন্যায় তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা উদূখলের সহিত বন্ধন করিয়াছিলেন।"—ভাগবতের (১০।৯।১৪) শ্লোকের অর্থও বলা হইল।

রজ্জুদ্বারা উদরে এবং উদূখলে উভয়দিকেই বন্ধনটি উক্ত হইতেছে, (অর্থাৎ রজ্জুর একদিকে উদরে, অপরদিকে উদূখলের সহিত বন্ধন করিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য এই যে, গোপালকে আবদ্ধ করিয়া রাখা; যেহেতু এত ভারী উদূখল লইয়া ক্ষুদ্র বালক পলায়ন করিতে পারিবে না)—এইরূপ বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবশ্যতা-বিশেষের দ্বারা তাঁহার উৎকর্ষ-বিশেষ দেখাইতেছেন। **'ভক্তিবদ্ধং'**—যিনি ভক্তি-দ্বারাই অর্থাৎ মাতার পুত্র-বাৎসল্যময়ী ভক্তিদ্বারা অথবা কৃষ্ণের ভক্ত-বশ্যতারূপ মাতৃ-ভক্তিদ্বারাই, **'বদ্ধং'**—বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু রজ্জুসমূহের শক্তিতে তিনি বন্ধন স্বীকার করেন নাই। যেহেতু মাতা গৃহের সমস্ত রজ্জু একত্র যোজনা করিলেও সব সময়েই—দুই অঙ্গুলি করিয়া কম পড়িয়া যাওয়ায় তাহা পূরণ করিতে পারেন নাই। তাহাই ভাগবতের (১০।৯।১৫-১৭) শ্লোকে কথিত হইয়াছে।—

> **"তদ্দাম-বধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ।**
> **দ্ব্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেঽন্যচ্চ গোপিকা॥**
> **যদাসীত্তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে।**
> **তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্যদাদত্ত বন্ধনম্॥**
> **এবং স্বগেহ-দামানি যশোদা সন্দধত্যপি।"**

"অপরাধী বালকের বন্ধন-সময়ে সেই বন্ধন-রজ্জু দুই অঙ্গুলি পরিমাণ কম হওয়ায় যশোদা-মাতা তাহার সহিত অন্য রজ্জু যোগ করিলেন। সেই রজ্জুও দুই অঙ্গুলি কম পড়িল। এইরূপে যত রজ্জু গ্রহণ করিতেছিলেন, সেই সমস্তই দুই অঙ্গুলি পরিমাণে অভাব হইতে লাগিল। এইরূপে নিজ-গৃহের সমস্ত রজ্জু গ্রহণ করিয়াও মাতা যশোদা তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারিলেন না। (তখন গোপীগণ হাস্য করিতে লাগিলেন এবং মাতা যশোদাও হাস্য করিতে করিতে বিস্ময়াপন্ন হইলেন)।"

অথবা, দামোদরত্বের হেতু এই যে,—একমাত্র ভক্তি দ্বারাই 'বদ্ধং'—বশীভূত। তাহাতেও বস্তুতঃ পূর্ব্বের অর্থই পর্য্যবসিত হইতেছে—তৎসম্বন্ধে (ভাঃ ১০।৯।১৮-২১)—

"স্ব-মাতুঃ স্বিন্ন-গাত্রায়া বিস্রস্ত-কবর-স্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ব-বন্ধনে॥
এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্য-বশ্যতা।
স্ব-বশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে॥
নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গ-সংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥
নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকা-সুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্ম-ভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥"

"(মাতা যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন-কালে) পুনঃ পুনঃ রজ্জু-যোজনাদি পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইতেছিল এবং কবরীর মালা খসিয়া পড়িতেছিল। বালক শ্রীকৃষ্ণ তখন মাতাকে পরিশ্রান্তা দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং বন্ধন স্বীকার করিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আধিকারিক দেবগণের সহিত—এই নিখিল বিশ্ব যাঁহার বশীভূত, সেই সর্ব্বস্বতন্ত্র শ্রীহরি এইরূপে নিজের ভক্তবশ্যতা প্রদর্শন করিলেন। গোপী যশোদা জগতের মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যেরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন,—ব্রহ্মা, মহেশ্বর, এমন কি সর্ব্বদা ভগবানের অর্দ্ধাঙ্গ-বিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও তাদৃশ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন নাই। গোপিকা-সুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের পক্ষে যেরূপ সুলভ, দেহাভিমানী তাপস (অষ্টাঙ্গ-যোগসাধকগণের) কিম্বা আত্মদর্শী জ্ঞানিগণের পক্ষে সেরূপ নহেন।"—এই সমস্ত শ্লোকের দ্বারা পূর্ব্বেকার অর্থই বুঝাইতেছে।

ভাগবতের অন্যত্র (১০।১০।২৫) শ্লোকেও বলিতেছেন,—"**দেবর্ষির্মে প্রিয়তমো যদিমৌ ধনদাত্মজৌ। তত্তথা সাধয়িষ্যামি যদ্গীতং তন্মহাত্মনা॥**"—"যেহেতু দেবর্ষি নারদ আমার প্রিয়তম ভক্ত এবং ইহারা দুইজনও কুবেরের পুত্র, সেইজন্য মহাত্মা নারদ পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপেই আমি ইহাদের উদ্ধার সাধন করিব।" শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির তাৎপর্য্যও শ্রীনারদের

ভক্তিকে অপেক্ষা করিয়াই (অর্থাৎ নারদের ভক্তিতে বদ্ধ হইয়াই) যমলার্জ্জুন-ভঞ্জনাদি সেই সেই লীলা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—এই অর্থও 'ভক্তিবদ্ধ'-বিশেষণদ্বারা সূচিত হইতেছে॥২॥

ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের দ্বিতীয়শ্লোকের শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিকৃত দিগ্‌দর্শিনী-নামক টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে॥৩॥

অন্বয় ঃ—ইতিদৃক্ (ইতি অনয়া দামোদর-লীলয়া, ঈদৃশীভিশ্চ দামোদর-লীলা-সদৃশীভিঃ পরম- মনোহরাভিঃ শৈশবীভিঃ) স্ব-লীলাভিঃ (স্বস্য অসাধারণীভিঃ লীলাভিঃ ক্রীড়াভিঃ) স্ব-ঘোষং (নিজগোকুলবাসি-প্রাণিসমূহং, নিজ-লীলাশক্তি-প্রকটিত-প্রাণিগণমিত্যর্থঃ) [সর্ব্বমেব] আনন্দকুণ্ডে (হ্লাদ-রসময়-অতল-জলাশয়বিশেষে) নিমজ্জন্তং (নিতরাং মজ্জয়ন্তং) [তাভিরেব] তদীয়েশিতজ্ঞেষু (ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানপরেষু, ভগবতঃ অতিমর্ত্ত্য-লীলাময়ত্বাদি-জ্ঞানপরেষু ভক্তেষু বা) ভক্তৈর্জ্জিতত্বং (আত্মনো ভক্ত-বশ্যতাং) আখ্যাপয়ন্তং (ভক্তিপরাণামেব বশ্যোঽহং, ন তু কর্ম্ম-জ্ঞানাদ্যনর্থ-পরাণামিতি জ্ঞাপয়ন্তং) [অতঃ] পুনঃ প্রেমতঃ (ভক্তি-বিশেষেণ) শতাবৃত্তি (শতম্ ইতি সংখ্যায়াঃ পুনঃ পুনরাবৃত্তি যথা স্যাৎ তথা, শতশতবারান্) তং (ঈশ্বরং দামোদরং) [অহং] বন্দে (নমস্করোমি)॥৩॥

মূলানুবাদ ঃ—(এই প্রকার দামবন্ধনাদি-রূপ বাল্য-লীলা-সমূহদ্বারা) যিনি (নিজ-লীলাশক্তি-প্রকটিত) গোকুলবাসিগণকে আনন্দ-কুণ্ডে নিত্যকাল নিমজ্জিত করিয়াছেন, যিনি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানপর ভক্তগণের নিকট "আমি আমার নিজ (ঐশ্বর্য্য-ভাবমুক্ত) প্রেমিক ভক্তগণের দ্বারা জিত হইয়াছি"—এইরূপ ভাব জ্ঞাপন করিতেছেন, সেই দামোদর কৃষ্ণকে আমি প্রেমভক্তিভরে পুনরায় শত-শতবার বন্দনা করি)॥৩॥

দিগ্দর্শিনী টীকা ঃ—গুণ-বিশেষেণোৎকর্ষ-বিশেষমাহ ইতীতি। এবং ভক্তবশ্যতয়া। যদ্বা—ইত্যনয়া দামোদর-লীলয়া, ঈদৃশীভিশ্চ—দামোদর-লীলা-সদৃশীভিঃ পরম-মনোহরাভিঃ শৈশবীভিঃ, স্বস্য—স্বাভির্ব্বা অসাধারণীভিঃ, লীলাভিঃ—ক্রীড়াভিঃ।

"**গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদ্ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ। উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধস্তদ্বশো দারু-যন্ত্রবৎ॥ বিভর্ত্তি ক্বচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠকোন্মান-পাদুকম্। বাহু-ক্ষেপঞ্চ কুরুতে স্বানাং প্রীতিং সমুদ্বহন্॥**" (ভাঃ ১০।১১।৭-৮) ইত্যাদ্যুক্তিভিঃ।

স্ব-ঘোষং—নিজ-গোকুলবাসি-প্রাণি-জাতং সর্ব্বমেব, **আনন্দকুণ্ডে**—আনন্দ-রসময়-গভীর- জলাশয়-বিশেষে, নিতরাং মজ্জন্তং—মজ্জয়ন্তম্। এতদেবোক্তং স্বানাং প্রীতিং সমুদ্বহন্নিতি। যদ্বা, **ঘোষঃ**—কীর্ত্তিঃ মাহাত্ম্যোৎকীর্ত্তনং বা। স্বস্য স্বানাং বা,—গোপ-গোপ্যাদীনাং ঘোষো যথা স্যাত্তথা, স্বয়মেবানন্দ-কুণ্ডে **নিমজ্জন্তং**—পরম-সুখ-বিশেষমনুভবন্তমিত্যর্থঃ।

কিঞ্চ—তাভিরেব **তদীয়েশিতজ্ঞেষু** ভগবদৈশ্বর্য্য-জ্ঞানপরেষু, **ভক্তৈর্জ্জিতত্বং**—আত্মনো ভক্ত-বশ্যতাং, **আখ্যাপয়ন্তং**—ভক্তিপরাণামেব বশ্যোঽহং, ন তু জ্ঞান-পরাণামিতি প্রথয়ন্তম্। অনেন চ—"**দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোকে আত্মনো ভৃত্যবশ্যতাম্।**" (ভাঃ ১০।১১।৯) ইত্যস্যার্থো দর্শিতঃ। তস্যার্থঃ। তং—ভগবন্তং, বিদন্তীতি তথা তেষাং, তজ্জ্ঞান-পরাণামিত্যর্থঃ; তান্ প্রতি দর্শয়ন্নিতি।

যদ্বা—তদীয়ানাং—ভাগবতানাং প্রভাবাভিজ্ঞেষ্বেব, ন চান্যেষ্বাখ্যাপয়ন্তম্। বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য-বিশেষানাভিজ্ঞেষু কেবলজ্ঞান-পরেষু ভক্তৈর্বিশেষতস্তন্মাহাত্ম্যস্য চ পরম-গোপ্যত্বেন প্রকাশনাযোগ্যত্বাৎ। এবঞ্চ তদ্বিদামিতি ভৃত্য-বশ্যতা-বিদামিত্যর্থো দ্রষ্টব্যঃ। অতঃ **প্রেমতঃ**—ভক্তিবিশেষেণ **শতাবৃত্তি** যথা স্যাত্তথা—শত-শত-বারান্ তমীশ্বরং পুনর্ব্বন্দে। অতো ভক্তানামবশ্যকৃত্যং ভক্তিপ্রকার-বিশেষরূপং বন্দনমেব মম প্রার্থ্যং, ন ত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানাদীতি ভাবঃ ॥৩॥

ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকে তৃতীয় শ্লোকে শ্রীশ্রীল-সনাতন-গোস্বামিকৃতা দিগ্‌দর্শিনী-নাম্নী-টীকা সমাপ্তা।

টীকানুবাদ ঃ—গুণবিশেষের দ্বারা উৎকর্ষ-বিশেষ বলিতেছেন, 'ইতীতি'। এইপ্রকার ভক্তবশ্যতাহেতু অথবা, **'ইতি'**—এই দামোদর-লীলার দ্বারা, **'ঈদৃক্‌'** অর্থাৎ 'ঈদৃশীভিশ্চ'—এবং এই দামোদর-লীলার তুল্য শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য যে পরম মনোহর বাল্যলীলা-সমূহ, তদ্দ্বারা, **'স্বলীলাভিঃ'**—স্বস্য লীলাভিঃ, অর্থাৎ—নিজের অসাধারণী ক্রীড়াসমূহ দ্বারা (গোকুলবাসী সমস্ত প্রাণীগণকেই যিনি আনন্দে নিমগ্ন করেন)। যেমন শ্রীভাগবতে (ভাঃ ১০।১১।৭-৮) যথা—

"গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদ্ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ।
উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধস্তদ্বশো দারু-যন্ত্রবৎ॥
বিভর্ত্তি ক্বচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠকোন্মান-পাদুকম্।
বাহু-ক্ষেপঞ্চ কুরুতে স্বানাং প্রীতিং সমুদ্বহন্॥"

"যদি তুমি নৃত্য কর, তাহা হইলে এই লাড্ডু তোমাকে প্রদান করিব—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা, অথবা করতালিদ্বারা, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে উৎসাহিত করিতেন। তখন তিনি অখিল ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন ভগবান্ হইয়াও সামান্য বালকের ন্যায় মুগ্ধ হইয়া গান করিতেন। কখনও বা সূত্র-বদ্ধ কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় গোপীদিগের বশীভূত হইয়া নৃত্য করিতেন। কখনও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পাদুকা, পীড়ি, দাঁড়ী বাট্‌কারা প্রভৃতি দ্রব্য আনয়ন করিতে আদেশ করিতেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ ঐসকল দ্রব্য যেন আনিতে অসমর্থ—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া ঐ দ্রব্যগুলি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেন, এবং আত্মীয়বর্গের হর্ষোৎপাদন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ ভুজদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন করিতেন।"

ভাগবতের উক্ত বাক্যসমূহ অবলম্বন করিয়াই বলিতেছেন যে—**'স্ব-ঘোষং'**—নিজ গোকুলবাসী সর্ব্ব প্রাণিসমুহকেই, **'আনন্দ-কুণ্ডে'**—আনন্দ রসময় গভীর জলাশয়-বিশেষে, **'নিমজ্জন্তং'**—অত্যন্ত নিমগ্ন করাইতেন। ইহাতেই বলা হইল, আত্মীয়বর্গের সম্যক্ প্রীতি জন্মাইতেন। অথবা 'ঘোষঃ'-শব্দে কীর্ত্তি বা মাহাত্ম্যের উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন বুঝায়। অতএব 'স্ব-ঘোষ'—অর্থাৎ নিজের বা গোপ-গোপীদের

যাহাতে কীর্ত্তি প্রভৃতি ঘোষিত হয় (প্রকাশ পায়), সেইভাবে যিনি নিজেই আনন্দ-কুণ্ডে, '**নিমজ্জন্তং**',—পরম-সুখ-বিশেষ অনুভব করিতেন।

পুনরায় ভগবানের গুণবিশেষ বলিতেছেন,—(পূর্ব্বোক্ত) সেইসব লীলাদ্বারাই '**তদীয়েশিতজ্ঞেষু**'—ভগবানের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানপর উপাসকগণের মধ্যে, '**ভক্তৈর্জ্জিতত্বং**'—নিজের ভক্তবশ্যতা, '**আখ্যাপয়ন্তং**'—জ্ঞাপন করাইতেছেন, অর্থাৎ 'ভক্তিপর সেবকগণের নিকটেই মাত্র আমি বশ্যতা স্বীকার করি; জ্ঞানপর জনগণের নিকট বশীভূত হই না', ইহাই বিস্তার করাইতেছেন। ইহাদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের (ভাঃ ১০।১১।৯) শ্লোকের অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—"**দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোকে আত্মনো ভৃত্যবশ্যতাম্।**"—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতে তত্ত্ববিদ্ জনগণকে নিজ ভৃত্যবশতা দেখাইতেছেন।" ইহার অর্থ—'**তদ্বিদাং**'—তং বিদন্তি ইতি তেষাং,—ভগবান্‌কে যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগের প্রতি অর্থাৎ সেই ভগবদৈশ্বর্য্য-জ্ঞানপর জনগণের প্রতি ভগবান্ নিজ ভৃত্যবশ্যতা দেখাইতেছেন (অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জ্ঞানী বা জ্ঞানমিশ্র বা গৌরব-মিশ্রিত ঐশ্বর্য্যমার্গের ভক্তগণ অপেক্ষা যে তিনি ব্রজের শুদ্ধমাধুর্য্য-পর উন্নত-রসের সেবকগণের নিকটই সর্ব্বতোভাবে বশীভূত হইয়া থাকেন, ইহাই দেখাইতেছেন)।

অন্য প্রকার অর্থ যথা—ভগবানের প্রিয় শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের প্রভাব যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের নিকটেই মাত্র (নিজের ভক্তবশ্যতা-ধর্ম্ম) জ্ঞাপন করেন, অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। কারণ, যাহারা বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য সবিশেষ অবগত নহেন, কেবল জ্ঞানেরই চর্চ্চা করেন, তাহাদের নিকট 'ভক্তির এবং বিশেষতঃ ভক্তিমাহাত্ম্যের পরম গোপনীয়ত্ব হেতু' তাহা প্রকাশের অযোগ্য। এই তাৎপর্য্যেই '**তদ্বিদাং**'—এই পদে 'ভৃত্য-বশ্যতাবিদাং'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের 'ভক্তবশ্যতা' গুণসম্বন্ধে যাঁহারা অবহিত—এই অর্থবিচার করিতে হইবে। অতএব '**প্রেমতঃ**'—ভক্তি-বিশেষের সহিত, '**শতাবৃত্তি**'—শত শত বার—সেই ঈশ্বরকে আমি পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি।

সুতরাং ভক্তগণের অবশ্য আচরণীয় ভক্তির প্রকার-বিশেষরূপ (অর্থাৎ নববিধা ভক্তির অন্তর্গত) বন্দনাই আমার প্রার্থনীয়, কিন্তু ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানাদি নহে—ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য ॥৩॥

বরং দেব! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ! গোপাল-বালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ॥৪॥

অন্বয় ঃ—দেব! (হে পরম-দ্যোতমান!) বরেশাৎ (সকল-বর-প্রদান-সমর্থাৎ) [ত্বত্তঃ] অপি মোক্ষং (চতুর্থ-পুরুষার্থং) মোক্ষাবধিং বা (পরম-কাষ্ঠারূপং ঘনসুখ-বিশেষাত্মকং শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকং বা) অন্যঞ্চ (শ্রবণাদি-ভক্তিপ্রকারং চ) অহং বরং (বরতয়া) ইহ (বৃন্দাবনে) ন বৃণে (ন প্রার্থয়ামি) [তর্হি কিং বৃণুষে তদাহ] নাথ! (হে স্বামিন্!) [ইহ বৃন্দাবনে] ইদং গোপালবালং (বর্ণিতং গোপাল-বালরূপং) তে (তব) বপুঃ (শ্রীমূর্ত্তিঃ) সদা মে মনসি (নিত্যং মম হৃদয়ে) আবিরাস্তাং (প্রকটং ভূয়াৎ), অন্যৈঃ কিং (মোক্ষাদিভির্ম্মম প্রয়োজনং নাস্তি)॥ ৪॥

মূলানুবাদ ঃ—হে (পরমদ্যোতমান) দেব! আপনি সর্ব্বপ্রকার বরপ্রদানে সমর্থ হইলেও আমি কিন্তু (আপনার নিকট চতুর্থ পুরুষার্থ) মোক্ষ অথবা মোক্ষাবধি (অর্থাৎ ঘনসুখ-বিশেষাত্মক শ্রীবৈকুণ্ঠলোক), এমন কি, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তির প্রকার-রূপ অন্য কোনও বর প্রার্থনা করি না। হে নাথ! আপনার এই বাল-গোপাল-রূপই যেন আমার হৃদয়ে নিত্যকাল প্রকটিত থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্য কিছুতে আমার প্রয়োজন নাই॥৪॥

দিগ্‌দর্শিনী-টীকাঃ—এবমুৎকর্ষবিশেষ-বর্ণনেন স্তুত্বা প্রার্থয়তে—বরমিতি দ্যাভ্যাম্। দেব—হে পরম-দ্যোতমান! হে মধুরক্রীড়া-বিশেষ-পরেতি বা। বরেশাৎ—সকল-বর-প্রদান-সমর্থাৎ, অপি ত্বত্তঃ মোক্ষং চতুর্থ-পুরুষার্থং, মোক্ষস্যাবধিং বা—পরমকাষ্ঠারূপং ঘনসুখ-বিশেষাত্মকং শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকং; অন্যঞ্চ—শ্রবণাদিভক্তি-

প্রকারমহং বরং—প্রার্থ্যং, যদ্বা—অন্যৈর্বরণীয়মপি, যদ্বা—বরতয়া, ইহ—বৃন্দাবনে ন বৃণে। ইহেতস্য পরেণাপি সম্বন্ধঃ। অত্র চ মোক্ষাদি-ত্রয়স্য যথোত্তর-শ্রৈষ্ঠ্যমূহ্যম্। তত্র মোক্ষাদ্ বৈকুণ্ঠ-লোকস্য শ্রৈষ্ঠ্যং 'শ্রীভাগবতামৃতোত্তর-খণ্ডে' [১।১৪-১৫] ব্যক্তমেবাস্তি। বৈকুণ্ঠ-লোকাচ্ছ্রবণাদি প্রকারস্য চ শ্রৈষ্ঠ্যং—

"**কামং ভবঃ স্ব-বৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তাৎ**" (ভাঃ ৩।১৫।৪৯), ইত্যাদি-বচনতঃ শ্রবণাদি-সিদ্ধ্যা নরকাদিষ্বপি যত্র তত্র সর্ব্বত্রৈব বৈকুণ্ঠ-বাস-সিদ্ধেরিতি দিক্।

তর্হি কিং বৃণুষে? তদাহ,—হে নাথ! ইহ বৃন্দাবনে ইদং বর্ণিতং 'গোপাল-বাল-রূপং' তে বপুঃ, সদা মে মনসি আবিরাস্তাং; অন্তর্যামিত্বাদিনা স্থিতমপি সাক্ষাদিব সর্ব্বাঙ্গ-সৌন্দর্য্যাদি-প্রকাশনেন প্রকটং ভূয়াৎ।

ননু, মোক্ষাদয়োঽপি পরমোপাদেয়াস্তানপি বৃণু? তত্রাহ—কিমন্যৈরিতি। [অর্থাৎ] অন্যৈর্মোক্ষাদিভির্মম প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ। তস্য সর্ব্বানন্দ-কদম্বাত্মকত্বাত্তৎসিদ্ধ্যৈব সর্ব্ব-সিদ্ধেঃ। তথা তদলাভে, নিজেপ্সিতাসিদ্ধ্যা বিশেষতশ্চ তুচ্ছ-লাভেন শোক-বিশেষোৎপাদনাদন্যৈরপি কিমিতি ভাবঃ।

যদ্বা—ননু, মোক্ষাদয়ো ন ব্রিয়ন্তাং নাম, পরমাপেক্ষ্যাণি মদীয়-শ্রীচতুর্ভুজাদি-মূর্ত্তি-দর্শন-সম্ভাষণাদীনি ব্রিয়তাং? তত্রাহ কিমন্যৈরিতি চিত্তে ত্বদেতচ্ছ্রীমদ্বপুঃ সদা স্ফূর্ত্তাবেব মমাত্যন্ত- প্রীতির্নান্যত্রেতি ভাবঃ। অন্তর্দর্শন-মাহাত্ম্যঞ্চ 'শ্রীভাগবতামৃতোত্তর-খণ্ডে' [২।৮৬-৯৬] তপোলোকে শ্রীপিপ্পলায়নেন বিবৃত্যোক্তমস্তি। এবং তস্য [সত্যব্রতস্য] প্রার্থনাপি স্তুতাবেব পর্য্যবস্যতি, অস্যৈব সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বেন প্রার্থনাৎ। এবমগ্রেঽপি ॥৪॥

ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকে চতুর্থ-শ্লোকে শ্রীশ্রীল-সনাতন-গোস্বামিকৃতা দিগ্দর্শিনী নাম্নী টীকা সমাপ্তা।

টীকানুবাদ ঃ—এইপ্রকার উৎকর্ষবিশেষ-বর্ণনদ্বারা স্তুতি করিয়া নিজের অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা করিতেছেন,—'বরং' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকের দ্বারা। '**দেব**'!—হে পরম দীপ্তিশীল! অথবা হে মধুর-ক্রীড়া-বিশেষ-পর! আপনি সকল প্রকার বর-প্রদানে সমর্থ হইলেও আপনার নিকট হইতে আমি (১) চতুর্থপুরুষার্থ-রূপ মোক্ষ; অথবা (২) মোক্ষের অবধি অর্থাৎ পরাকাষ্ঠারূপ নিরবিচ্ছিন্ন ঘনীভূত সুখবিশেষ-স্বরূপ সেই শ্রীবৈকুণ্ঠলোক, (৩) 'অন্যঞ্চ'—এবং

অন্য যাহা কিছু শ্রবণাদি ভক্তির প্রকার,✶ সেইরূপ 'বরং'—বর অর্থাৎ যাহা প্রার্থনীয়, অথবা অন্যের পক্ষে বরণীয় হইলেও অথবা বর (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) হইলেও 'ইহ'—এই বৃন্দাবনে আমি কিন্তু তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহি। 'ইহ'—এই শব্দের সহিত শ্লোকের পরবর্ত্তী অংশেরও সম্বন্ধ রহিয়াছে।

এখানে মোক্ষাদি তিনটি বরের পর পর শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃই প্রমাণিত হইতেছে। মোক্ষ হইতে বৈকুণ্ঠ-লোকের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের উত্তর খণ্ডে (১।১৪-১৫ শ্লোকে) ❊ স্পষ্টরূপেই কথিত হইয়াছে। এবং বৈকুণ্ঠলোক হইতেও শ্রবণাদি

✶ পূর্ব্বশ্লোকে দিগ্‌দর্শিনী টীকার শেষভাগে "**অতো ভক্তানামবশ্যকৃত্যং ভক্তিপ্রকার-বিশেষরূপং বন্দনমেব মম প্রার্থ্যং ন ত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানাদীতি ভাবঃ**" অর্থাৎ ভক্তগণের অবশ্যকৃত্য ভক্তিপ্রকার-বিশেষ 'বন্দনা'ই আমার প্রার্থনীয়, কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদি নহে,—বলিয়া এস্থলে, পুনরায় উক্ত শ্রবণাদি ভক্তিপ্রকারও বাঞ্ছনীয় নহে, বলা হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, —শ্রবণাদি ভক্তি—ভজনবিষয়; ভগবৎস্ফূর্ত্তি, ভগবদ্দর্শন, তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা প্রভৃতি—ভজনীয় বিষয়; 'রুচি' পর্য্যন্ত ভজন-বিষয়ের প্রাধান্য এবং 'আসক্তি'-কালে ভজনীয় বিষয়ের প্রাধান্য। তজ্জন্য শ্রবণাদি ভক্তির সাধনে ব্রতী হইয়াও তীব্র সেবোৎকণ্ঠাবশতঃ ভগবৎস্ফূর্ত্তি-বিহীন উক্ত সাধনও তাঁহার কাম্য নহে,—বলিয়া তৎসাধ্য-স্বরূপে চিত্তে ভগবৎ-রূপাদির সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তির জন্য সেই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-অবলম্বনেই বিশেষ প্রার্থনা করিতেছেন, যেহেতু, ভগবৎকৃপা বিনা উক্ত স্ফূর্ত্তিলাভ অসম্ভব।

❊ শ্রীভাগবতামৃতের উত্তরখণ্ড প্রথম অধ্যায়ের ১৪-১৫ শ্লোক নিম্নে অনুবাদ-সহ প্রদত্ত হইল। যথা—

"**বৈকুণ্ঠং দুর্ল্লভং মুক্তেঃ সান্দ্রানন্দ-চিদাত্মকম্। নিষ্কামা যে তু তদ্ভক্তা লভন্তে সদ্য এব তৎ॥ ১৪॥ তত্র শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জ-সাক্ষাৎসেবা-সুখং সদা। বহুধানুভবন্তস্তে রমন্তে ধিক্কৃতামৃতম্**॥ ১৫॥

অর্থাৎ যাঁহারা কামনাশূন্য হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, সেইসকল নিষ্কাম ভক্তগণ সদ্যই বৈকুণ্ঠ-পদ লাভ করিয়া থাকেন। এই বৈকুণ্ঠধাম ঘনীভূত আনন্দ ও চিৎস্বরূপ; অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মঘন-মূর্ত্তি। সেই বৈকুণ্ঠ মুক্তগণেরও দুর্ল্লভ। (তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মৈকবাদী মুক্তাভিমানিগণ কখনই সেই বৈকুণ্ঠ-ধাম প্রাপ্ত হন না)॥১৪॥ নিষ্কাম-ভক্তগণ সেই বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবা-সুখ সর্ব্বদা নানা প্রকারে অনুভব করিয়া থাকেন। এবং তাঁহার সহিত বিবিধ ক্রীড়া করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হন। পরমানন্দঘন-হেতু এই সেবা-সুখের নিকট অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ-সুখ অতীব তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।১৫॥

নবধা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব✶ '**কামং ভবঃ স্ব-বৃজিনৈঃ**'—ইত্যাদি ভাগবতের (৩।১৫।৪৯) শ্লোকের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"(সনৎকুমারাদি চতুঃসন প্রার্থনা করিতেছেন,—হে ভগবন্! আমরা আপনার ভক্ত জয়-বিজয়কে অভিসম্পাত করায় যে অপরাধ করিয়াছি তাহাতে) আমাদের যদি অত্যন্ত নিকৃষ্ট যোনিতে, এমন কি, নরকেও জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই,—যদি আপনার অপ্রাকৃত গুণগ্রাম-দ্বারা আমাদের কর্ণরন্ধ্র নিত্যকাল পরিপূরিত থাকে। অর্থাৎ আমরা যদি নিত্যকাল আপনার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সৌভাগ্যলাভ করিতে পারি।"—এই বচনদ্বারা ইহাই স্থির হইতেছে যে, (নিজকর্ম্মফলে) নরকাদি যে-কোনও স্থানে অবস্থান হউক না কেন, শ্রবণাদি নবধা ভক্তির সিদ্ধি (কৃতার্থতা বা প্রেমভক্তি) লাভ করিলে পর যে-কোন স্থানেই তাঁহার পক্ষে বৈকুণ্ঠবাস সিদ্ধ হয়।

তাহা হইলে কি বর চাহিতেছ?—তদুত্তরে বলিতেছেন,—হে '**নাথ!**' এই বৃন্দাবনে বর্ণিত যে আপনার এই গোপাল-বালক-রূপ, তাহা যেন সর্ব্বদাই আমার মনে আবির্ভূত থাকে। আপনি অন্তর্যামী সর্ব্বগুহাশয় প্রভৃতিরূপে (আমার) অন্তরে থাকিলেও, বাহিরে সাক্ষাৎ দর্শনের মত আপনি অন্তরেও যেন সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্যাদি প্রকাশের দ্বারা প্রকটিত থাকেন।

(ইহাতে কৃষ্ণ স্বয়ং যেন তাঁহার ভক্তকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন)—ওহে! উক্ত মোক্ষাদি (তিনটি বরও সামান্য নহে অতএব) পরম উপাদেয়-রূপেই সকলে গ্রহণ করিয়া থাকে, অতএব তুমিও তাহাই গ্রহণ কর। তদুত্তরে বলিতেছেন,—'**কিমন্যৈঃ**'—অন্য মোক্ষাদি বর-ত্রয়ে আমার প্রয়োজন কি? অর্থাৎ, অন্যের অভীপ্সিত হইলেও আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। যেহেতু এই শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত আনন্দ-সমূহের সার (নির্য্যাস); অতএব তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে

✶"**নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥**" (পাদ্মবচন)—অর্থাৎ, হে নারদ আমি বৈকুণ্ঠে অথবা যোগিগণের হৃদয়ে বাস করি না, আমার ভক্তগণ যেস্থানে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করেন, সেস্থানেই বাস করি। অতএব বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রবণাদি ভক্তি শ্রেষ্ঠ।

সকল প্রাপ্তিই সিদ্ধ হয়। আর তাঁহাকে লাভ না করিলে, নিজের অভীষ্ট বিষয়ের অসিদ্ধিতে (অলাভে) বিশেষতঃ তুচ্ছ-বস্তু-লাভের দ্বারা দুঃখ-বিশেষেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে; সেই জন্যই অন্য বরের প্রয়োজন নাই—ইহা বলা হইয়াছে।

'কিমন্যৈঃ'—এই বাকের অন্য অর্থ দেখাইতেছেন,—মোক্ষাদি বর প্রার্থনা না করিলেও, পরম প্রার্থনীয় আমার চতুর্ভুজাদি (ঐশ্বর্য্যময় শ্রীনারায়ণাদি) মূর্ত্তির দর্শন ও তাঁহার সহিত সম্ভাষণাদিরূপ বর গ্রহণ কর। তদুত্তরে বলিতেছেন,— অন্য বরে আমার প্রয়োজন নাই। তাৎপর্য্য এই যে, আমার চিত্তে আপনার এইসকল শোভার শিরোমণি শ্রীমূর্ত্তিটী সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকিলেই আমার অত্যন্ত আনন্দ অনুভব হয়, অন্য কিছুতেই তাহা হয় না। অন্তর্দ্দর্শনের মাহাত্ম্য শ্রীভাগবতামৃতের উত্তর খণ্ডে তপোলোক-স্থিত শ্রীপিপ্পলায়নের বাক্যদ্বারা (২।৮৬-৯৬ শ্লোকে)✶ বিস্তৃতভাবেই বিবৃত রহিয়াছে। এইপ্রকারে, বালগোপাল-রূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এই রূপে প্রার্থনা করায়, সেই সত্যব্রত মুনির উক্ত প্রার্থনাও ভগবৎ-স্তুতিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। এইরূপে অগ্রেও ব্যক্ত হইবে॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের চতুর্থ শ্লোকের শ্রীশ্রীল-সনাতন-গোস্বামিকৃত দিগ্‌দর্শিনী নামক টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

✶ শ্রীভাগবতামৃতের উত্তরখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮৬-৯৬ শ্লোক নিম্নে অনুবাদ ও তাৎপর্য্য- সহ প্রদত্ত হইল। যথা—শ্রীপিপ্পলায়ন উবাচ—

"ইদং মহৎপদং হিত্বা কথমন্যদ্ যিযাসসি। কথং বা ভ্রমসি দ্রষ্টুং দৃগ্‌ভ্যাং তং পরমেশ্বরম্॥৮৬॥ সমাধৎস্ব মনঃ স্বীয়ং ততো দ্রক্ষ্যসি তং স্বতঃ। সর্ব্বত্র বহিরন্তশ্চ সদা সাক্ষাদিব স্থিতম্॥৮৭॥ পরমাত্মা বাসুদেবঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। নিতান্তং শোধিতে চিত্তে স্ফুরত্যেষ ন চান্যতঃ॥৮৮॥ তদানীঞ্চ মনোবৃত্ত্যন্তরাভাবাৎ সুসিধ্যতি। চেতসা খলু যৎ সাক্ষাচ্চক্ষুষা দর্শনং হরে॥ ৮৯॥ মনঃসুখেঽন্তর্ভবতি সর্ব্বেন্দ্রিয়সুখং স্বতঃ। তদ্বৃত্তিষ্বপি বাক্-চক্ষুঃ-শ্রুত্যাদীন্দ্রিয়-বৃত্তয়ঃ॥ ৯০॥ মনোবৃত্তিং বিনা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়োঽফলাঃ। কৃতাপীহাঽকৃতৈব স্যাদাত্মন্যনুপলব্ধিতঃ॥৯১॥ কদাচিদ্ভক্তবাৎসল্যাদ্যাতি চেদ্দৃশ্যতাং দৃশোঃ। জ্ঞান-দৃষ্ট্যেব তজ্জাতমভিমানঃ পরং দৃশোঃ॥ ৯২॥ তস্য কারুণ্য-শক্ত্যা বা দৃশোঽস্বপি বহির্দৃশোঃ। তথাপি দর্শনানন্দঃ স্ব- যোনৌ জায়তে হৃদি॥৯৩॥ অনন্তরঞ্চ তত্রৈব বিলসন্

পর্য্যবস্যতি। মন এব মহাপাত্রং তৎসুখ-গ্রহণোচিতম্॥৯৪॥ তৎপ্রসাদোদয়াদ্‌যাবৎ সুখং বর্দ্ধেত মানসম্। তাবদ্‌বর্দ্ধিতুমীশীত ন চান্যদ্ বাহ্যমিন্দ্রিয়ম্॥৯৫॥ অন্তর্ধ্যানেন দৃষ্টোঽপি সাক্ষাদ্-দৃষ্ট ইব প্রভুঃ। কৃপাবিশেষং তনুতে প্রমাণং তত্র 'পদ্মজঃ'॥৯৬॥"

ঋষভদেবের পুত্র শ্রীপিপ্পলায়নঋষি, গোপকুমারকে বলিলেন—"হে গোপকুমার, তুমি ঊর্দ্ধরেতা যোগীন্দ্রগণের স্থান এই তপোলোক পরিত্যাগ করিয়া কিহেতু অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিতেছ? আর কি জন্যই বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে চক্ষুদ্বারা দেখিবার জন্য নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছ?॥৮৬॥ তুমি তোমার মন অন্তর্নিহিত করিয়া সমাধিস্থ কর। সেই সমাধিস্থ মনে স্বতঃই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। স্বয়ং ভগবান্ অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র নিত্যকাল প্রত্যক্ষের ন্যায় অবস্থিত আছেন॥৮৭॥ তিনি পরমাত্মা বাসুদেব অর্থাৎ চিত্তাধিষ্ঠাতা, অতএব তিনি বিশুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা নিতান্ত শোধিত চিত্তেই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অন্যত্র চক্ষুরাদিতে প্রকাশিত হন না; কারণ তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ (অর্থাৎ তিনি স্বপ্রকাশ ও অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া বাহ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহার গ্রহণ সম্ভবপর নহে)॥৮৮॥

(চিত্তে ভগবদ্দর্শন হইলে, তাহাকে ধ্যান বলা হয়, তাহাতে চাক্ষুষ-দর্শন হইল না। সুতরাং চাক্ষুষ দর্শনের জন্য এই তপোলোক হইতে অন্যত্র যাওয়া প্রয়োজন—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন),—চক্ষুদ্বারা শ্রীহরির যে সাক্ষাৎ দর্শন, তাহাও মনের দ্বারাই নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ, যখন ভগবান্ স্ফূর্ত্তিলাভ করেন, তখন মনে আর অন্য কোনও বৃত্তি প্রকাশ পায় না। অর্থাৎ শ্রীভগবন্মূর্ত্তিতে মনোনিবেশ-কালে মনের দ্বারা যে দর্শন, তাহাই চাক্ষুষ-দেখা বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে॥৮৯॥ (ইহা স্বীকার করিলেও, চক্ষুদ্বারা দর্শনে অধিক সুখ হয়; এইরূপ যদি কেহ বলেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন)—মনে সুখের উদয় হইলে, কেবল চক্ষু নহে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণই সুখী হইয়া থাকে। কারণ, সকল ইন্দ্রিয়সুখই মনঃসুখের অন্তর্ভুক্ত। একমাত্র মনের বৃত্তি বা ক্রিয়াদ্বারাই বাক্-চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকলের বৃত্তি বা ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, 'মন' রূপ-রসাদি বিষয় গ্রহণ না করিলে ইন্দ্রিয়গণ স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না॥৯০॥ মনোবৃত্তি ব্যতীত সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিই নিষ্ফল। আর যদিও ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়গ্রহণ করে, সেস্থলে মনোবৃত্তির অভাব হইলে জীবাত্মাতে সেই সেই বিষয়ের অনুভব হয় না। অতএব বিশুদ্ধ-চিত্ত-বৃত্তি-বিশেষে যে ভগবানের আবির্ভাব, তাহাই প্রকৃত দর্শন। চক্ষু দ্বারা যে প্রত্যক্ষ দর্শন, তাহা দর্শন নহে—যেহেতু তিনি ইন্দ্রিয়-বৃত্তির অগোচর॥৯১॥

(তাহা হইলে, শ্রীধ্রুব-প্রহ্লাদাদি ভক্তগণের যে চাক্ষুষ ভগবৎদর্শন হইয়াছিল, শুনা যায়—তাহা কিরূপ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন),—শ্রীভগবান্ ভক্তবাৎসল্য-গুণে যদি কাহারও নয়নগোচর বা দর্শনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হন, তাহা কদাচিৎ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ তাহা

নিয়ম বা রীতি নহে; পরন্তু সেই দর্শনও চিত্ত-বৃত্তি-রূপ জ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে—চক্ষুইন্দ্রিয়ের দ্বারা নহে। (যে-হেতু ইন্দ্রিয়গণ সীমাযুক্ত বলিয়া পরম অসীম বস্তু কখনই গ্রহণ করিতে পারে না। তবে উক্ত চাক্ষুষ-দর্শনের প্রসিদ্ধির কারণ এই যে) বিশুদ্ধসত্ত্ব-চিত্তে ভগবৎদর্শন হইলে জীবের তাহা চাক্ষুষ দর্শন বলিয়া অভিমান হয় মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা চাক্ষুষ দর্শন নহে॥৯২॥ (যদি বল), ভগবান্ তাঁহার করুণা-শক্তি দ্বারা কখন কখনও জীবের বাহ্য চক্ষুর গোচরীভূত হইয়া থাকেন; কারণ তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভাবে কি না সম্ভব হয়!—তাহা হইলেও তাঁহার ঐপ্রকার দর্শনে যে আনন্দ, তাহা হৃদয়েই প্রকাশিত হয়। যেহেতু হৃদয় বা মনই আনন্দের উৎপত্তি স্থান॥৯৩॥

ভগবানের দর্শনলাভ করার পর যখন তিনি অন্তর্হিত হন, তখন তাঁহার দর্শনজনিত আনন্দ হৃদয়েই বিলসিত হইয়া বহু প্রকারে উত্তরোত্তর স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। অতএব ভগবদ্দর্শন মনেই পর্য্যবসিত হয় এবং মনই দর্শন-সুখ গ্রহণের একমাত্র যোগ্যতম পাত্র বা অধিকারী। অতএব চক্ষুদ্বারা দর্শনের চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন॥৯৪॥

(যদি বল—চক্ষু প্রভৃতি বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহের ন্যায় মনও পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং তাহার পক্ষেও পরম অপরিচ্ছিন্ন ভগবন্মূর্ত্তি দর্শন অসম্ভব। তদুত্তরে বলিতেছেন)—মন পরিচ্ছিন্ন হইলেও, তাহার নির্ম্মলতা হইলে অথবা ভগবৎ-প্রসাদের উদয় হইলে মনে ভগবদ্দর্শন-জনিত সুখ যে-পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মনও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মন ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয়ই বর্দ্ধিত হইতে পারে না; কারণ তাহারা সমস্তই বাহ্য। (অর্থাৎ শুদ্ধ চিত্তের সূক্ষ্ম-রূপতা-হেতু আত্মাকারতা প্রাপ্তির যোগ্যতা আছে। মন দৃশ্যবস্তু-বিষয়ের আকারতা প্রাপ্ত হইলেই তদ্-বিষয়ে জ্ঞানের উদয় হয়—ইহা প্রসিদ্ধ আছে। অন্য ইন্দ্রিয়গণের তাহা নাই। যে-হেতু তাহারা বাহ্য, স্থূল ও সীমাবদ্ধ)॥৯৫॥

(চাক্ষুষ-দর্শন অপেক্ষা মানস-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেও শ্রীভগবানের সহিত বর-প্রার্থনাদি কথোপকথনের পরমসুখ কেবলমাত্র চাক্ষুষ দর্শন-কালেই হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন)—ধ্যানের দ্বারা অন্তরে ভগবদ্দর্শন হইলে তাহাও সাক্ষাৎ অর্থাৎ চাক্ষুষ দর্শনের ন্যায়ই হইয়া থাকে। এবং সর্ব্বশক্তিমান প্রভুও তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া কৃপা বিশেষ বিস্তারপূর্ব্বক জ্ঞানী-ভক্তগণকে বর-প্রদানাদি করিয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ স্বয়ং পদ্মজ ব্রহ্মা। (ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টির জন্য ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া সমাধি লাভ করিলে ভগবান্ তাঁহাকে দর্শন দান করেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে নিজ সমাধি যোগে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইলে স্বয়ং ভগবান তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিলেন,—'আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি,—বর প্রার্থনা কর। তৎপর ব্রহ্মা বর প্রার্থনা করিয়া ভগবানের নিকট চতুঃশ্লোকী ভাগবত লাভ করেন। ইহাদ্বারা সমাধি-দশায় ভগবদ্দর্শনের পর বর-লাভ, সম্ভাষণ ও স্পর্শনাদি-রূপ পরম কারুণ্যই ব্যক্ত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ, নবম অধ্যায় এবং তৃতীয় স্কন্ধ, অষ্টম অধ্যায় আলোচ্য)॥৯৬॥

ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্ত-নীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ব-রক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষ-লাভৈঃ॥ ৫॥

অন্বয় ঃ—[তত্র চ] তে (তব) ইদং (পরম-মনোহরং) মুখাম্ভোজং (মুখমেব অম্ভোজং পদ্মং) অব্যক্ত-নীলৈঃ (অত্যন্ত-নীলৈঃ পরম-শ্যামলৈঃ ইত্যর্থঃ) স্নিগ্ধ-রক্তৈঃ (স্নিগ্ধৈঃ কোমলৈঃ রক্তৈঃ লোহিতাভবর্ণৈঃ) চ কুন্তলৈঃ (কুটিল-কেশ-সমূহৈঃ) বৃতং (আচ্ছাদিতং) গোপ্যা (শ্রীযশোদয়া) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) চুম্বিতং বিম্ব-রক্তাধরং (বিম্ববৎ রক্তৌ অধরৌ যস্মিন্ তৎ) মে (মম) মনসি (হৃদয়ে, বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-চিত্তে ইত্যর্থঃ) আবিরাস্তাং (প্রকটং ভূয়াৎ) লক্ষ-লাভৈঃ (অন্যৈর্লক্ষ-সংখ্যকৈঃ বরৈঃ লব্ধৈরপি) অলং (মম প্রয়োজনং নাস্তি)॥৫॥

মূলানুবাদ ঃ—হে দেব! তোমার মুখপদ্ম, অত্যন্ত শ্যামল ও লোহিতাভ-বর্ণযুক্ত কুটিল কেশসমূহদ্বারা আচ্ছাদিত, এবং মাতা যশোদাকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ চুম্বিত; বিম্বফলের মত রক্তবর্ণ অধরযুক্ত পরম মনোহর সেই বদন-কমল আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুক। অপর লক্ষ-লাভেও আমার প্রয়োজন নাহি॥ ৫॥

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা ঃ—তত্র চ তব শ্রীমুখং পরম-মনোহরং বিশেষেণ দিদৃক্ষ ইত্যাহ—ইদমিতি। কদাচিদ্ধ্যানেঽনুভূয়মানমনির্ব্বচনীয়-সৌন্দর্য্যাদিকং তদেব নির্দ্দিশতি, মুখমেবাম্ভোজং—প্রফুল্লকমলাকরত্ব-নিখিলসন্তাপহারিত্ব-পরমানন্দরসবত্ত্বাদিনা। তন্মে মনসি মুহু-রাবিরাস্তাম্।

কথম্ভূতং?—(অব্যক্তৈঃ) অত্যন্ত-নীলৈঃ—পরমশ্যামলৈঃ, স্নিগ্ধৈশ্চ রক্তৈশ্চ কুন্তলৈঃ—কেশৈরলকৈর্বা, বৃতং—কমলং ভ্রমরৈরিবোপরি বেষ্টিতং। গোপ্যা—শ্রীযশোদয়া,

শ্রীরাধয়া বা চুম্বিতং। মুহুরিত্যস্যাত্রাপি সম্বন্ধঃ। যথা পাঠক্রম-মাত্রৈব সম্বন্ধঃ। ততশ্চ তয়া মহাধন্যয়া মুহুশ্চুম্বিতমপি মম মনসি সকৃদপ্যাবিরাস্তামিত্যর্থঃ। যদ্বা—সদেতি পূর্ব্বগতস্যাত্রাপ্যর্থ-বলাদন্বয় এব স্যাৎ। বিম্ববদ্রক্তৌ অধরৌ যস্মিন্ তৎ। ততশ্চ লক্ষ-লাভৈঃ—অন্যৈর্লক্ষ-সংখ্যৈর্লব্ধৈরপি [অলং]—প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ। লিখিতার্থমেবৈতৎ॥৫॥

ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকে পঞ্চম শ্লোকে শ্রীশ্রীল-সনাতন-গোস্বামিকৃতা দিগ্‌দর্শিনী নাম্নী টীকা সমাপ্তা।

টীকানুবাদ ঃ—'তত্র চ'—শ্রীবিগ্রহ-মধ্যেও আপনার পরম মনোহর শ্রীমুখকমলই বিশেষরূপে দেখিতে ইচ্ছুক, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন—'ইদন্তে' ইত্যাদি। কদাচিৎ নিজ ধ্যানযোগে (ইষ্টের স্ফূর্ত্তিদ্বারা) তাঁহার যে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যাদি অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন,—আপনার **'মুখাম্ভোজ'** অর্থাৎ শ্রীমুখই পদ্ম-স্বরূপ, তাহা প্রফুল্ল-কমলের আকর, নিখিল সন্তাপ-হারী এবং পরমানন্দ-রসময় প্রভৃতি ধর্ম্মসহ আমার মনে মুহুর্ম্মুহুঃ প্রকট হউক।

সেই মুখপদ্ম কি প্রকার? তাহা **'অব্যক্ত-নীলৈঃ'** অর্থাৎ পরম শ্যামল এবং স্নিগ্ধ ও লোহিতাভ কুন্তল অর্থাৎ কেশ কিম্বা অলকদ্বারা আবৃত,—যেমন ভ্রমরগণ কমলের উপর ব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ। সেই মুখকমল গোপীকর্ত্তৃক অর্থাৎ শ্রীযশোদা-কর্ত্তৃক অথবা শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক মুহুর্ম্মুহুঃ চুম্বিত। এস্থলেও **'মুহুঃ'**-শব্দের সহিত সম্বন্ধ। আবার উক্ত 'মুহুঃ'-শব্দের, শ্লোকে যেরূপ পাঠক্রম, সে-অনুসারেই সম্বন্ধ হইলে, এইরূপ অর্থ হয়,—সেই মুখপদ্ম মহাসৌভাগ্য-শালিনী শ্রীযশোদা বা শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক মুহুর্ম্মুহু চুম্বিত হইলেও আমার মনে যেন তাহা একটিবারও প্রকাশিত হয়। অথবা পূর্ব্বশ্লোকস্থ **'সদা'**-শব্দটিকে এই শ্লোকেও অর্থপ্রসঙ্গে অন্বয় করিয়া 'সেই মুখপদ্ম সর্ব্বদাই যেন আমার মনে প্রকট থাকে'—এইরূপ তাৎপর্য্যও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সেই মুখকমলের অপর এক বিশেষণ বলিতেছেন—**'বিম্বরক্তাধরং'** অর্থাৎ বিম্ব-ফলের (পাকা তেলাকুচা ফলের) রক্তবর্ণের ন্যায় ওষ্ঠযুগল যাঁহাতে, সেই

মুখপদ্ম। (তাহা আমার মনে প্রকট হউক তাহা হইলেই, আমি কৃতার্থ হইব।) নচেৎ, 'লক্ষ-লাভৈঃ'—অন্য লক্ষ সংখ্যক লাভেও আমার কোনও প্রয়োজন নাই॥ ৫॥ ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের পঞ্চম শ্লোকের শ্রীশ্রীল-সনাতন-গোস্বামিকৃত দিগ্‌দর্শিনী নামক টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

নমো দেব! দামোদরানন্ত! বিষ্ণো!
প্রসীদ প্রভো! দুঃখ-জালাব্ধি-মগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষি-দৃশ্যঃ॥ ৬॥

অন্বয় ঃ—দেব! (হে দিব্যরূপ!) [তুভ্যং] নমঃ (অহং প্রণমামি) প্রভো! (হে মদীশ্বর!) দামোদর! (হে ভক্ত-বৎসল!) অনন্ত! (হে অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি-যুক্ত!) বিষ্ণো! (হে সর্ব্বব্যাপক!) ঈশ! (হে পরমস্বতন্ত্র!) প্রসীদ (প্রসন্নো ভব) দুঃখ-জালাব্ধি মগ্নং (দুঃখং সাংসারিকং তস্য জালং সমূহঃ তদেব অব্ধিঃ সমুদ্রঃ তস্মিন্ মগ্নং নিমজ্জিতং) অতিদীনং (পরমার্ত্তং জীবন্মৃতং বা) অজ্ঞং (তৎ প্রতিকারাদ্যনভিজ্ঞং) মাং বত (বত ইতি খেদে দুঃখে বা অহো ইত্যর্থঃ) কৃপা-দৃষ্টি-বৃষ্ট্যা (কৃপয়া অনুগ্রহেণ দৃষ্টিঃ নিরীক্ষণং তস্যাঃ বৃষ্ট্যা অমৃতময়-প্রস্রবনেন) অনুগৃহাণ (সমুদ্ধৃত্য জীবয়) অক্ষিদৃশ্যঃ (মল্লোচন-গোচরঃ) এধি (ভব)॥৬॥

মূলানুবাদ ঃ—হে (দিব্যরূপ-বিশিষ্ট) দেব! আপনাকে নমস্কার। হে (ভক্তবৎসল) দামোদর! হে (অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিযুক্ত) অনন্ত! হে (সর্ব্বব্যাপক) বিষ্ণো! হে (মদীয় ঈশ্বর) প্রভো! হে (পরম-স্বতন্ত্র) ঈশ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমার ন্যায় বহুবিধ সংসার-দুঃখ-সমুদ্রে

নিমজ্জিত, অতিদীন, অজ্ঞ ব্যক্তিকে (অনুগ্রহ করিয়া) উদ্ধার করুন এবং কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া আপনি আমার নয়নের গোচরীভূত হউন॥৬॥

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা ঃ—এবং স্তুতি-প্রভাবাৎ সদ্যঃ সমুদিতেন প্রেম-বিশেষেণ সাক্ষাদ্দিদৃক্ষমানস্তত্র চৈকং নাম-সঙ্কীর্ত্তনমেব পরম-সাধনং—মন্যমানস্তথৈব সকাতর্য্যং প্রার্থয়তে—নম ইতি। তুভ্যমিত্যধ্যাহার্য্যমেব। তচ্চ ভয়-গৌরবাদিনা প্রেম-বৈকল্যেন বা সাক্ষান্ন প্রযুক্তং।

হে প্রভো!—হে মদীশ্বর! প্রসীদ—প্রসাদমেবাহ, দুঃখং—সাংসারিকং ত্বদদর্শনজং বা, তস্য জালং—পরম্পরা, তদেবাব্ধিঃ—আনন্ত্যাদিনা, তস্মিন্মগ্নং মাং, অতএব অতিদীনং—পরমার্ত্তং। যদ্বা—তত্র সৎ-সহায়-সাধনাদি-হীনত্বাৎ পরমাকিঞ্চনং। যদ্বা—মুমূর্ষুং জীবন্মৃতং বা তত্র চাজ্ঞং তৎ-প্রতিকারাদ্যনভিজ্ঞং।

কৃপয়া দৃষ্টির্নিরীক্ষণং, তস্য বৃষ্ট্যা—পরম্পরয়া কৃপা-দৃষ্টি-রূপামৃতবৃষ্ট্যা বা, অনুগৃহাণ—সমুদ্ধৃত্য জীবয়েত্যর্থঃ। তদেবাভিব্যঞ্জয়তি। অক্ষিদৃশ্যো—মল্লোচন-গোচরঃ, এধি—ভব।

এবং প্রার্থনা-ক্রমেণ প্রার্থনং কৃতং, প্রার্থ্যস্য পরম-দৌর্ল্লভ্যেন সহসা প্রাগেব নির্দ্দেশানর্হত্বাৎ। অন্তর্দর্শনাৎ সাক্ষাদ্দর্শন-মাহাত্ম্যঞ্চ শ্রীভগবৎ-পার্ষদৈঃ সন্যায়মুক্তং শ্রীভাগবতামৃতোত্তর-খণ্ডতো (৩।১৭৯-১৮২) বিশেষতো জ্ঞেয়ং।

তত্র দেব!—হে দিব্য-রূপেতি, দিদৃক্ষায়াং হেতুঃ। দামোদরেতি—ভক্তবাৎসল্য-বিশেষেণাক্ষি- দর্শন-যোগ্যতায়াম্। অতো নান্তো যস্মাদিত্যনন্তেতি কৃপা-দৃষ্ট্যনুগ্রহণে। প্রভো!—হে অচিন্ত্যানন্তাদ্ভুত মহাশক্তিযুক্তেতি, ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যস্যাপ্যক্ষি-দৃশ্যতা-সম্ভাবনায়াম্। ঈশ!—হে পরম-স্বতন্ত্রেতি, অযোগ্যং প্রতি তাদৃশানুগ্রহ-করণে কস্যচিদনপেক্ষতায়াং জ্ঞেয়ঃ। কিঞ্চ—বিষ্ণো!—হে সর্ব্বব্যাপক! যদ্বা—হে বৃন্দাবন-নিকুঞ্জকুহরাদি-প্রবেশশীল!—ইতি চাক্ষি-দৃশ্যতার্থং দূরাগমন-শ্রমাদিকং নাস্তীতি। অথবা, হে অনন্ত!—অপরিচ্ছিন্ন! বিষ্ণো!—সর্ব্বব্যাপিন্! তথাপি হে দামোদরেত্যেবং পরম-বাৎসল্য-বিশেষেণ তবাকৃতং কিমপি নাস্তীতি ধ্বনিতম্। অন্যৎ সমানমিত্যেযা দিক্॥৬॥

ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকে ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীশ্রীল-সনাতন-গোস্বামিকৃতা দিগ্‌দর্শিনী নাম্নী টীকা সমাপ্তা।

টীকানুবাদ ঃ—এরূপ স্তুতির প্রভাবে সদ্য-উদিত প্রেম-বিশেষের দ্বারা সাক্ষাৎ-ভাবে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। এবং সেই সাক্ষাৎ-দর্শন-বিষয়ে একমাত্র শ্রীনাম- সংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ উপায়—ইহা মনে স্থির করিয়া, সেই প্রকারেই, অর্থাৎ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-মুখেই (প্রণত হইয়া) কাতরতার সহিত প্রার্থনা করিতেছেন,—'**নমঃ**' ইত্যাদি। এস্থলে 'তুভ্যং'-পদটি অধ্যাহার-রূপেই অর্থাৎ অস্পষ্ট অর্থকে অন্য পদের যোজনাদ্বারা স্পষ্ট করিতে যোগ করিতে হইবে। '**তুভ্যং নমঃ**'—তোমাকে নমস্কার, এস্থলে '**তুভ্যং**'—পদটি ভয়, গৌরবাদি-হেতু অথবা প্রেম-বিকলতা (অর্থাৎ প্রেমের উদ্রেকে বিবশতা) হেতু সাক্ষাৎ-ভাবে প্রযুক্ত হয় নাই।

হে **প্রভো** অর্থাৎ হে মদীয় ঈশ্বর! '**প্রসীদ**'—তুমি প্রসন্ন হও অর্থাৎ এস্থলে ভগবৎ-প্রসাদই বলা হইতেছে। যে-হেতু আমি '**দুঃখ-জালাব্ধি-মগ্নং**'—দুঃখ অর্থাৎ সাংসারিক দুঃখসমূহ অথবা তোমার অদর্শনজনিত যে দুঃখ, উহার 'জাল' অর্থাৎ পরম্পরা, তাহাই অশেষ বলিয়া সমুদ্রস্বরূপ—তাহাতে আমি নিমগ্ন, অতএব '**অতিদীনং**' অর্থাৎ পরমার্ত্ত—অত্যন্ত পীড়িত।

'**অতি-দীনং**' এই শব্দের অন্যপ্রকার অর্থ দেখাইতেছেন,—আমি সাধুসঙ্গ-রূপ সহায়-হীন এবং সাধন-ভজন-শূন্য বলিযা পরম অকিঞ্চন—অত্যন্ত নিঃস্ব, দরিদ্র; অথবা আমি (তোমার অদর্শনজন্য) মুমূর্ষু—মৃতপ্রায় বা জীবিত থাকিয়াও মৃত-তুল্য; তাহাতে আবার '**অজ্ঞং**' অর্থাৎ সেই দুঃখসমূহের প্রতিকারাদি-বিষয়েও আমি অনভিজ্ঞ।

অতএব '**কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্টি**' অর্থাৎ কৃপাপূর্ব্বক নিরীক্ষণের বৃষ্টি-রূপ অবিচ্ছিন্ন ধারা দ্বারা অথবা তোমার কৃপা-দৃষ্টিরূপ অমৃত-বর্ষণদ্বারা '**অনুগ্রহাণ**'—আমাকে সম্যক্‌রূপে উদ্ধার করিয়া জীবিত কর। তাহা কিরূপ, উহাই সম্যক্ প্রকাশ করিতেছেন—'**অক্ষিদৃশ্যঃ এধি**'—'তুমি আমার নয়ন-গোচর হও'।

এইরূপে পরপর প্রার্থনার ক্রমদ্বারা (অর্থাৎ এ-শ্লোকে প্রথমে 'প্রসীদ'—আমার প্রতি প্রসন্ন হও, দ্বিতীয়ে 'অনুগ্রহাণ'—দুঃখসাগর হইতে কৃপাদৃষ্টি-বর্ষণদ্বারা উদ্ধার কর, তৃতীয়ে 'অক্ষিদৃশ্যঃ এধি'—আমার নয়নগোচর হও, এইরূপে ক্রম-অনুসারে অথবা এই অষ্টকের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ভক্তপ্রেমাধীন

শ্রীহরিকে প্রণাম, তৃতীয় শ্লোকে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বন্দনা, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে মোক্ষ প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনের প্রতি ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক শ্রীহরির বালগোপাল-রূপেরই সর্ব্বদা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তির জন্য প্রার্থনা এবং ষষ্ঠ শ্লোকে সাক্ষাদ্ভাবেই ভগবদ্দর্শন লাভের জন্য প্রার্থনা—এইপ্রকারে ক্রম অনুসারে) প্রার্থনা করা হইয়াছে—কারণ, প্রার্থিত বস্তু পরম দুর্ল্লভ বলিয়া সহসা প্রথমেই তাঁহার সাক্ষাৎদর্শনের প্রার্থনা উচিত নহে। (অর্থাৎ ব্যস্ততার দ্বারা অধিকার উল্লঙ্ঘন না করিয়া সাধনভজনের সঠিক ক্রমপন্থাই সাধকভক্তগণের অবলম্বনীয়। সাধুসঙ্গে শুদ্ধভজনক্রিয়া যাজনের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি- ক্রমে 'নিষ্ঠা', 'রুচি', 'আসক্তি'—এই ক্রমপন্থায় অবশেষে সাধক 'ভাব'াবস্থায় উন্নীত হইলে তাঁহার ভগবৎস্ফূর্ত্তি লাভ হয় এবং 'প্রেম'াবস্থায় তীব্র উৎকণ্ঠাবশতঃ ভগবৎ-দর্শন হইয়া থাকে।)

অন্তরে দর্শন হইতে সাক্ষাৎ-দর্শনের মাহাত্ম্য শ্রীভগবৎ-পার্ষদগণই যুক্তির সহিত বর্ণন করিয়াছেন। তাহা শ্রীভাগবতামৃতের উত্তর খণ্ড (৩।১৭৯-১৮২) শ্লোক✶ হইতে বিশেষভাবে জানা যাইবে।

এক্ষণে শ্লোকের প্রথমেই কথিত 'দেব!' ইত্যাদি সম্বোধনাত্মক পদগুলির তাৎপর্য্য দেখাইতেছেন—**'দেব!'** অর্থাৎ হে দিব্যরূপ (সুন্দর)!—দর্শনের ইচ্ছাতে এই সম্বোধন। **'দামোদর!'**—অর্থাৎ ভক্ত-বাৎসল্য বিশেষ ধর্ম্মদ্বারা (যেরূপ তুমি দাম-বন্ধন পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলে, তদ্রূপ) তুমি ভক্তের চাক্ষুষদর্শন-যোগ্য। অনন্তর যাঁহা হইতে অন্ত (নাশ) নাই, সেহেতু **'অনন্ত'**—ইহা তাঁহার কৃপাদৃষ্টিরূপ

✶ শ্রীভাগবতামৃতের উত্তরখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ের ১৭৯-১৮২ শ্লোক নিম্নে অনুবাদ ও তাৎপর্য্য-সহ প্রদত্ত হইল। যথা—

"দৃগ্‌ভ্যাং প্রভোর্দর্শনতো হি সর্ব্বতস্তত্তৎ-প্রসাদাবলি-লব্ধিরীক্ষতে। সর্ব্বাধিকং সান্দ্রাসুখঞ্চ জায়তে সাধ্যন্তদেব শ্রবণাদি-ভক্তিতঃ॥ ১৭৯॥ সর্ব্বেষাং সাধনানাং তৎ-সাক্ষাৎকারো হি সৎফলম্। তদৈবামূলতো মায়া নশ্যেৎ প্রেমাপি বর্দ্ধতে॥ ১৮০॥ কায়াধবাদেহর্হ্দি পশ্যতোঽপি প্রভুং সদাক্ষ্ণা কিল তদ্দিদৃক্ষা। তত্র প্রমাণং হি তথাবলোকনাদনন্তরং ভাব-বিশেষ-লাভঃ॥ ১৮১॥ কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি জায়তে যৎ কেষাঞ্চিদক্ষিদ্বয়-মীলনাদি। ধ্যানং ন তৎ কিন্তু মুদাং ভরেণ কম্পাদিবৎ প্রেম-বিকার এষঃ॥ ১৮২॥"

অনুগ্রহে সম্বোধন। **'প্রভো!'**—অর্থাৎ হে অচিন্ত্য, অনন্ত ও অদ্ভুত মহাশক্তিসম্পন্ন! তুমি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বস্তু হইলেও তোমার চাক্ষুষ দর্শন তোমার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবেই সম্ভব। **'ঈশ'**!—অর্থাৎ হে পরম স্বতন্ত্র! অযোগ্য জনের প্রতিও তোমার এরূপ অনুগ্রহ-প্রকাশে কোন কিছুর অপেক্ষা নাই—এই অর্থ। **'বিষ্ণো!'**—হে সর্ব্বব্যাপক! অথবা হে বৃন্দাবনের নিকুঞ্জ-কন্দরাদিতে প্রবেশশীল! অতএব তোমার দর্শন- লাভের জন্য দূরাগমন-জনিত পরিশ্রমাদি নাই।

(পূর্ব্বে শ্রীল সনাতন-গোস্বামি-কৃত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তপোলোক-নিবাসী শ্রীপিপ্পলায়নের উক্তিতে চাক্ষুষ-দর্শন অপেক্ষা মানস-দর্শনেরই সার্থকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলোকবাসী শ্রীমদ্‌ভগবৎ-পার্ষদগণ শাস্ত্র ও যুক্তিমুখে মানস-সমাধি বা ধ্যানাপেক্ষা প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ-দর্শনেরই শ্রেষ্ঠত্ব ও পরম সফলতা প্রদর্শন করিতেছেন)—

চক্ষুদ্বারা যে দর্শন, সেই দর্শনেই সর্ব্বতোভাবে প্রভুর প্রসাদাবলি (কৃপাসমূহ) নিশ্চয়রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়—(যেহেতু কর্দ্দম ঋষি, ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তগণ স্ব-স্ব চক্ষুদ্বারা ভগবানকে দর্শন করিয়া প্রচুর পরিমাণ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন,) তাহার দ্বারাই চাক্ষুষ-দর্শনের পরম সাফল্যের বিষয় সাক্ষাৎ অনুভূত হইতেছে। এবং ঐ প্রকার দর্শনেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রগাঢ় সুখ প্রাপ্তি হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিদ্বারাই সেই চাক্ষুষ-দর্শন সাধ্য হইয়া থাকে॥ ১৭৯॥

(কারণ) ভগবৎ-সাক্ষাৎকারই সকল প্রকার সাধনের প্রকৃষ্ট ফল। তাহার দ্বারাই সর্ব্বতোভাবে মায়া আমূল অর্থাৎ বীজ-সমেত বিনষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেমাও বর্দ্ধিত হইতে থাকে॥ ১৮০॥

(এক্ষণে প্রাচীন দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রত্যক্ষ-দর্শনের পরম উপাদেয়ত্ব প্রমাণ করিতেছেন)—হিরণ্যকশিপু-পত্নী কয়াধুর পুত্র শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ প্রভৃতি ভক্তগণ নিজ নিজ হৃদয়ে ভগবদ্দর্শন করিলেও তাঁহারা সর্ব্ব-শক্তিমান প্রভুকে সর্ব্বদা চক্ষু-ইন্দ্রিয়দ্বারাই দেখিতে ইচ্ছা করিতেন—ইহা সুনিশ্চিত। তাহার প্রমাণ—প্রহ্লাদ মহারাজ সমুদ্র-তীরে একদিন ভগবানের দর্শন লাভ করিবার পর তিনি প্রেম-বিশেষ লাভ করিয়াছিলেন। (এই সম্বন্ধে 'হরিভক্তিসুধোদয়' নামক গ্রন্থ বিশেষভাবে আলোচ্য)॥ ১৮১॥

(শ্রীমদ্ভাগবতের 'তে বা অমুস্য' (৩।১৫।৪৪) ইত্যাদি শ্লোক অবলম্বন করিয়া যদি কেহ বলেন যে, সনকাদি ঋষিগণ ভগবানের সাক্ষাৎ-কালে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সহাস্য বদনকমল দর্শন করিয়াছিলেন এবং পুনরায় নিম্ন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার পদ-নখ শোভা অবলোকন করেন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল সীমাযুক্ত বলিয়া যেহেতু

অথবা হে **'অনন্ত!'**—অর্থাৎ তুমি অপরিচ্ছিন্ন (সীমা-রহিত), **'বিষ্ণো'**—অর্থাৎ তুমি সর্ব্বব্যাপী, তথাপি তুমি **'দামোদর!'**—অর্থাৎ এইরূপ পরম বাৎসল্য-বিশেষ-হেতু তোমার অকরণীয় কিছুই নাই—ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। অন্য সম্বোধন-পদগুলির অর্থ পূর্ব্ববৎ॥৬॥

ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের ষষ্ঠ শ্লোকের শ্রীশ্রীল-সনাতন-গোস্বামিকৃত দিগ্‌দর্শিনী নামক টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

তদ্দ্বারা ভগবানের যুগপৎ সর্ব্বাঙ্গীন শোভা অনুভব করা অসম্ভব—সেহেতু তাঁহারা নয়ন মুদ্রিত করিয়া আপাদ-মস্তক ধ্যান করিতে লাগিলেন।—ইহাদ্বারা চাক্ষুষ দর্শনের পর মুনিগণের ধ্যানাবিষ্টের কথা জানা যায়। সুতরাং চাক্ষুষ দর্শন অপেক্ষা ধ্যানই কি শ্রেষ্ঠ নহে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন)—

শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন-লাভ করার পর আনন্দভরে কাহারও যদি চক্ষুদ্বয় নিমীলিত ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহ চেষ্টা-রহিত হয়, তাহা হইলেও সেই চক্ষু-মুদ্রনাদিকে 'ধ্যান' বলা যাইবে না। কিন্তু তাহাকে কম্পাশ্রু-পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের ন্যায় প্রেম-বিকার-বিশেষ বলিয়া জানিবে। (অর্থাৎ ধ্যানদ্বারা মানস- দর্শন অপেক্ষা চক্ষুদ্বারা দর্শন বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়-সান্নিধ্যে অধিক গাঢ়-সুখলাভ হইয়া থাকে—ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত)॥ ১৮২॥
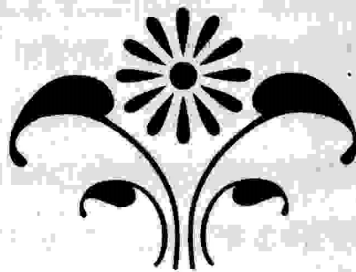
কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ॥৭॥

অন্বয় ঃ—বদ্ধ-মূর্ত্ত্যা এব (বদ্ধয়া গোপ্যা শ্রীযশোদয়া পাশৈঃ উদূখলে শৃঙ্খলিতয়া মূর্ত্ত্যা শ্রীবিগ্রহেণ এব) ত্বয়া কুবেরাত্মজৌ (নলকূবর-মণিগ্রীবৌ) যদ্বৎ মোচিতৌ (নারদ-শাপাৎ যমলার্জ্জুন-জন্মনঃ সংসারাচ্চ মুক্ত-কৃতৌ) ভক্তি-ভাজৌ চ (ভক্তিং ভজতঃ পরম-সাধ্যত্বেন আশ্রয়তঃ ইতি ভক্তিভাক্ তৌ চ) কৃতৌ, দামোদর! (হে ভক্তবৎসল!) তথা স্বকাং (স্বকীয়াং) প্রেম-ভক্তিং মে (মহ্যং) প্রযচ্ছ (প্রকর্ষেণ দেহি) ইহ (অস্যাং প্রেম-ভক্তৌ এব) মে (মম) গ্রহঃ (আগ্রহঃ) অস্তি, ন মোক্ষে (ন পুনর্মোক্ষে মুক্তৌ গ্রহঃ অস্তি)॥৭॥

মূলানুবাদ ঃ—হে দামোদর! আপনি যে-প্রকার (মাতা যশোদা কর্ত্তৃক রজ্জুদ্বারা উদূখলে) শৃঙ্খলিত থাকিয়াও (শ্রীনলকূবর ও মণিগ্রীব নামক) কুবের-পুত্রদ্বয়কে (নারদ-শাপহেতু যমলার্জ্জুন-বৃক্ষজন্ম হইতে) মুক্তি ও (পরম-প্রয়োজনরূপ) ভক্তিভাজন করিয়াছিলেন, সেই প্রকার আমাকেও আপনার নিজস্ব প্রেম-ভক্তি প্রচুর-পরিমাণে দান করুন—ইহাতেই আমার (একমাত্র) আগ্রহ; (অন্য কোনও প্রকার) মোক্ষে আগ্রহ নাই॥৭॥

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা ঃ—ইত্থং প্রেম-বিশেষেণ পরমোৎকণ্ঠয়া সহ সাক্ষাদ্দর্শনং প্রার্থ্য তত এব সদ্যোজাত-প্রেমভক্তি-বিশেষেণ তস্য পরম-দৌর্ল্লভ্যং মন্যমানস্তত্র চ পরমোপায়-ভূতাং প্রেম-ভক্তিমভিজ্ঞায়। যদ্বা—সকৃদ্দর্শনে মনোহতৃপ্তিং বিরহ-দুঃখোত্তরতাঞ্চাশঙ্ক্য সদা তদ্বশীকরণায় প্রেম-ভক্তিমেবৈকমুপায়মভিজ্ঞায়। তত্র চ

পরমাপরাধিনো মম কথং সা সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্য শ্রীভগবদ্বাৎসল্য-মহিম্না চাসম্ভাব্যমপি সর্ব্বমেব সম্ভবেদিতি নিশ্চিত্য, মোক্ষত্যাগেন প্রেম-ভক্তিমেব প্রার্থয়তে—কুবেরেতি।

বদ্ধয়া—গোপ্যা পাশৈরুদূখলে শৃঙ্খলিতয়া, মূর্ত্ত্যা—শ্রীবিগ্রহেণৈবেতি, তয়োর্ম্মধ্যে স্বয়ং প্রবেশাৎ পরম-সুন্দর-লীলাদি-বিশিষ্টস্য ভগবতঃ সাক্ষাদ্দর্শন-স্পর্শনাদিকং সূচিতং। [কুবেরাত্মজৌ] মোচিতৌ—শ্রীনারদ-শাপাৎ সংসারাচ্চ। ন কেবলং তাবদেব, পরম-ভক্তিশ্চ তাভ্যাং দত্তেত্যাহ—[ভক্তিভাজৌ]—ভক্তিং ভজতঃ, পরম-সাধ্যত্বেনাশ্রয়তঃ ন কথঞ্চিদপি ত্যজত ইতি তথা তৌ। এবঞ্চ প্রেম-ভক্তিরেব দত্তেত্যভিপ্রেতং। তথা চ শ্রীভগবদ্বচনং (ভাঃ ১০।১০।৪২)—**"সংজাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোঽভবঃ।"**—ইতি। অস্যার্থঃ—বাং—যুবয়োরীপ্সিতোঽপেক্ষিতঃ, পরমো ভাবঃ—প্রেমা, ময়ি সম্যগ্ জাত এব। ন ভবঃ পুনর্জ্জন্ম সংসার-দুঃখং বা যস্মাৎ স ইতি। হে দামোদর! তথা তদ্বৎ স্বকাং—ত্বচ্চরণারবিন্দৈকাশ্রয়াং এতদ্রূপৈক-বিষয়াং বা [প্রেম-ভক্তিং] মে—মহ্যং, প্রকর্ষেণ যচ্ছ—দেহি।

ননু কিমত্রাগ্রহেণ কুবেরাত্মজবন্মোক্ষেঽপি গৃহ্যতাং, অন্যথা জন্ম-মরণাদি-সংসারাপত্তেঃ। তত্রাহ—নেতি। ইহ—অস্যাং প্রেম-ভক্তাবেব, মম গ্রহ—আগ্রহোঽস্তি, ন চ মোক্ষে গ্রহোঽস্তি।

অয়মর্থঃ—প্রেম-ভক্ত্যা সংসার-ধ্বংসো ভবতি চেত্তর্হি ভবতু নাম। ন স্যাচ্চেত্তর্হি মাস্তু নাম। তত্র মমাপেক্ষা নাস্তীতি। অত্র গূঢ়োঽয়ং ভাবঃ—চিন্তামণৌ করস্থে, সর্ব্বমেব স্বয়ং সেৎস্যতি; কিং তদেকমাত্র-তুচ্ছ-দ্রব্য-গ্রহণেনেতি।

যদ্বা—হে দামোদর! স্বকাং প্রেম-ভক্তিং প্রযচ্ছেত্যেবং পাশ-বদ্ধোদর-ভগবদ্বিষয়ক-প্রেমভক্তি- প্রার্থনয়া নিত্যমুদরে পাশ-বন্ধনাগ্রহমাশঙ্ক্যাহ—মোক্ষে পাশ-বন্ধনাত্তব মোচনে মমাগ্রহো নাস্তি কিং? কাক্বা অস্ত্যেবেত্যর্থঃ। কিন্তু ইহ অস্মিন্নেব রূপে স্বকাম সাধারণাং প্রেম-ভক্তিং প্রযচ্ছেতি।

যদ্বা—ইহ বৃন্দাবনে প্রেম-ভক্তিং প্রযচ্ছেত্যন্বয়ঃ। ততশ্চ তত্রৈব তস্যাঃ সুখ-বিশেষাবির্ভাবকত্বাৎ প্রাদুর্ভাব-বিশেষাচ্চ তথা তস্য সাক্ষাদ্দর্শন-বিশেষাকারত্বাচ্চ তথা তত্রৈব তদ্বিহারি-শ্রীভগবদ্দিদৃক্ষা- বিশেষাচ্চ তত্র সদা নিবাসোঽপি প্রার্থিতঃ ইত্যূহ্যং। অন্যচ্চ পূর্ব্ববদেব॥৭॥

ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকে সপ্তম-শ্লোকে শ্রীশ্রীল-সনাতন-গোস্বামিকৃতা দিগ্দর্শিনী নাম্নী টীকা সমাপ্তা।

টীকানুবাদ ঃ—এইপ্রকার প্রেম বিশেষের দ্বারা পরম উৎকণ্ঠা সহকারে সাক্ষাৎ-দর্শনের প্রার্থনা করিয়া সেই প্রার্থনারূপ আকাঙ্ক্ষা-বিশেষ হইতেই সদ্যজাত প্রেমভক্তির (প্রেমাঙ্কুরের) বলে সেই সাক্ষাৎদর্শনের পরম দুর্ল্লভতা বুঝিতে পারিলেন। এবং প্রেমভক্তিই সেই দর্শন লাভ করিবার একমাত্র উপায়-স্বরূপ স্থির করিয়া তাহারই প্রার্থনা করিতেছেন। অথবা, একবারমাত্র ভগবৎ-দর্শনে মনের অতৃপ্তি এবং পরক্ষণেই অদর্শন-জন্য বিরহদুঃখ আশঙ্কা করিয়া, সর্ব্বদা তাঁহাকে বশীকরণের একমাত্র উপায় যে প্রেমভক্তিই, তাহা জানিয়া উক্ত প্রেমভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু সেস্থলেও সেই দুর্ল্লভ প্রেমভক্তিই বা কিরূপে পরম অপরাধী আমার পক্ষে সম্ভব—এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন। তথাপি শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য-মহিমা এইপ্রকার যে, তদ্দ্বারা সমস্ত অসম্ভব বিষয়ও সম্ভব হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চয় করিয়া মোক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রেমভক্তিই প্রার্থনা করিতেছেন—'**কুবেরাত্মজৌ**' ইত্যাদি।

'**বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব**'—গোপী (শ্রীযশোদা) কর্ত্তৃক রজ্জুদ্বারা উদূখলে বন্ধন-বিশিষ্ট যে-মূর্ত্তি অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ, তদ্দ্বারাই (অর্থাৎ সেই বদ্ধ-অবস্থাতেই উদূখল আকর্ষণপূর্ব্বক) যমলার্জ্জুন-নামক বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে তিনি যে স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহাতে উক্ত বৃক্ষরূপী দুই ভ্রাতার পরমসুন্দর লীলাবিশিষ্ট শ্রীভগবানের সাক্ষাৎদর্শন-স্পর্শনাদিরূপ পরম সৌভাগ্য-লাভই সূচিত হইতেছে। তাহাতে কুবেরের সেই দুই পুত্র নলকূবর এবং মণিগ্রীব, তাঁহারা '**মোচিতৌ**'— শ্রীনারদের শাপ ও সংসার—উভয় হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কেবল মুক্তই করিয়াছিলেন, এরূপ নহে,—তাঁহাদিগকে পরম ভক্তি পর্য্যন্তও দিয়াছিলেন, ইহাই বলা হইতেছে—'**ভক্তিভাজৌ**'। অর্থাৎ 'ভক্তিং ভজতঃ'—যিনি ভক্তিকে পরম সাধ্যরূপে আশ্রয় করেন, কোনও প্রকারেই ত্যাগ করেন না, তাঁহাকেই 'ভক্তি-ভাক্' বলা হয়—তিনি তাঁহাদিগকে সেইরূপ করিয়াছিলেন। এইপ্রকারে প্রেমভক্তিই দুই ভাইকে তিনি দান করিয়াছিলেন—ইহাই অভিপ্রায়।

সেই দুই ভ্রাতার প্রতি স্বয়ং ভগবানের বাক্যই ইহার প্রমাণ,—"**সঞ্জাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোঽভবঃ॥**" (ভাঃ ১০।১০।৪২); শ্লোকের অর্থ—

'বাং'—হে নলকূবর মণিগ্রীব তোমাদের, 'ঈপ্সিতঃ'—আকাঙ্ক্ষিত, 'পরমঃ ভাবঃ' অর্থাৎ প্রেম, 'ময়ি সঞ্জাতঃ'—আমাতে সম্যক্ জাত হইয়াছে; তাহা 'অভবঃ'—যাহা হইতে আর পুনর্জ্জন্ম বা সংসার-দুঃখ লাভ হয় না অর্থাৎ, হে নলকূবর ও মণিগ্রীব! আমার প্রতি তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত প্রেম সম্যক্‌রূপে লাভ হইয়াছে, যাহা হইতে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

হে **দামোদর**! (কুবের-পুত্রদ্বয়কে যেরূপ তুমি অহৈতুকভাবে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়াছিলে) **'তথা'**—সেইরূপে **'স্বকাং'**—একমাত্র তোমার চরণারবিন্দ-আশ্রয়-রূপা যে প্রেমভক্তি, অথবা তোমার এই দামবদ্ধ বাল্যরূপ-বিষয়কই যে প্রেমভক্তি, তাহা আমাকে প্রচুররূপে দান কর। যদি বল,—'ওহে! প্রেমভক্তির জন্য আগ্রহ করিতেছ কেন? কুবেরের পুত্রদ্বয়ের মত মোক্ষই গ্রহণ কর, নচেৎ জন্ম-মরণাদি সংসার লাভ হইবে।' তদুত্তরে জানাইতেছেন না; **'ইহ'** অর্থাৎ এই প্রেমভক্তিতেই আমার আগ্রহ বর্ত্তমান, মোক্ষ-বিষয়ে আমার আগ্রহ নাই।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—প্রেম-ভক্তিতে যদি সংসার (পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ) নাশ হয়, তবে হউক্; আর যদি তাহা না হয়, তবে না হউক্। সে বিষয়ে আমার কোন অপেক্ষা (আকাঙ্ক্ষা) নাই। ইহাতে নিগূঢ় ভাব এই যে,—চিন্তামণি করতলগত হইলে সমস্তই আপনা হইতে সিদ্ধ হয়; অতএব সেই মুক্তিরূপ একমাত্র তুচ্ছদ্রব্য গ্রহণের প্রয়োজন কি?

অথবা, '**হে দামোদর**! তোমার **'স্বকাং প্রেমভক্তিং প্রযচ্ছ'** নিজ প্রেমভক্তি আমাকে প্রদান কর'—এস্থলে 'দামোদর'-শব্দে উদরে রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ যে ভগবান্, তাঁহারই 'স্বকাং প্রেমভক্তিং' অর্থাৎ সেই আবদ্ধ-বিষয়কই প্রেমভক্তি প্রার্থনার দ্বারা নিত্যই ভগবানের উদরে পাশ বন্ধনের আগ্রহটিও সম্ভাবিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়াই বলিতেছেন,—**'ন মোক্ষে গ্রহ মে অস্তি'**—'মোক্ষে' অর্থাৎ মাতার সেই পাশবন্ধন হইতে তোমার মোচন-বিষয়ে আমার কি আর আগ্রহ নাই? কাকুভাবে বলিতেছি, নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু **'ইহ'**—এই রূপেই অর্থাৎ মা যশোদার প্রেমে আবদ্ধ এই বিশেষরূপেই আমার বাঞ্ছিত সেই সাধারণ-প্রেমভক্তিটি প্রদান কর।

অথবা, 'ইহ' অর্থাৎ বৃন্দাবনে, নিজ প্রেমভক্তি প্রদান কর, এরূপ অন্বয়। তদনুসারে সেই শ্রীবৃন্দাবনেই সেই প্রেমভক্তির সুখবিশেষের আবির্ভাব-হেতু এবং তথায় উক্ত ভক্তির প্রাবল্য-বিশেষ থাকায় ও সেইস্থানে তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শনযোগ্য বিশেষ আকৃতি (ত্রিভঙ্গ-রূপ তথা মাধুর্য্যময় রূপ) হেতু এবং সেই বৃন্দাবনেই বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীভগবান্‌কে দর্শনের বিশেষ ইচ্ছা হেতু সেস্থানে সর্ব্বদা নিজের নিবাসও প্রকারান্তরে প্রার্থনা করিতেছেন। অন্যান্য বিষয় পূর্ব্ববৎ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের সপ্তম শ্লোকের শ্রীশ্রীল-সনাতন-গোস্বামিকৃত দিগ্‌দর্শিনী নামক টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তি-ধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্ত-লীলায় দেবায় তুভ্যম্॥ ৮॥

অন্বয় ঃ—তে (তব) দাম্নে (উদর-বন্ধ-মহাপাশায়) নমঃ অস্তু, স্ফুরদ্দীপ্তি-ধাম্নে (স্ফুরন্ত্যা দীপ্তেস্তেজসো ধাম্নে আশ্রয়ায়) ত্বদীয়োদরায় (ত্বদীয়ায় উদরায়) অথ বিশ্বস্য (চরাচর-প্রপঞ্চ- সমূহস্য) ধাম্নে (আধারায়) [নমঃ অস্তু] ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ রাধিকায়ৈঃ নমঃ, অনন্ত-লীলায় (অশেষ-লীলা-বিলাসায়) দেবায় (লোকোত্তরায়) তুভ্যং নমঃ॥ ৮॥

মূলানুবাদ ঃ—(হে দামোদর!) আপনার উদর-বেষ্টনকারী মহারজ্জুকে নমস্কার। নিখিল ব্রহ্মতেজের আশ্রয় ও চরাচর বিশ্বের আধার-স্বরূপ আপনার উদরকে নমস্কার। আপনার প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাকে এবং অনন্ত লীলা-বিলাস-শীল ও লোকাতীত আপনাকে নমস্কার॥ ৮॥

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা ঃ—এবং স্তুতিং সমাপয়ন্ স্বপ্রার্থিত-সিদ্ধয়ে ভক্তি-বিশেষেণ বা তদীয়াসাধারণ-পরিকরাবয়ব-পরিবারাদীনপি প্রত্যেকং পৃথক্ প্রণমতি—নমস্তেঽস্ত্বিতি। তে—তব, দাম্নে—উদর-বন্ধন-মহাপাশায় নমোঽস্তু। কথম্ভূতায়?—স্ফুরন্ত্যা দীপ্তেস্তেজসো ধাম্নে—আশ্রয়ায়। এবং তস্যাপি ব্রহ্ম-ঘন-রূপতাভিপ্রেতা।

অথানন্তরং ত্বদীয়ায়—উদরায় নমোঽস্তু। পাশ-বন্ধেন তেনৈব সৌন্দর্য্যাদের্বাৎসল্য-লীলাদেশ্চ বিশেষতঃ প্রকাশনাৎ। কথম্ভূতায়?—বিশ্বস্য—চরাচর-প্রপঞ্চ-জাতস্য, ধাম্নে—আধারায়। তত এব চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক-কমলোৎপত্তেঃ। তত্রৈব চ মাতরং প্রতি বারদ্বয়ং বিশ্বরূপ-প্রদর্শনাদিতি দিক্। এবমুদর-বন্ধনেন বিশ্বস্যাপি বন্ধনাপত্তেঃ। শ্রীযশোদয়া বিশ্বমপি বশীকৃতমিতি ধ্বনিতং।

তথা ঈশস্য বন্ধনাসম্ভবেঽপি বন্ধন-স্বীকারেণ ভক্ত-বাৎসল্য-বিশেষস্তথা বন্ধনেন প্রপঞ্চাসঙ্কো-চাবস্থিত্যাদি-সমাবেশস্য তর্কাগোচরত্বাদৈশ্বর্য্য-বিশেষশ্চ ধ্বনিত ইতি দিক্।

দাম-নমস্কারানন্তরমুদর-নমস্কারশ্চোদরোপরি দাম্নো বর্ত্তমানত্বাৎ। যথোত্তরমুৎকর্ষ-বিবক্ষয়া বা।

ইদানীং তদীয়-প্রিয়তম-জন-কৃপয়ৈব বাঞ্ছিতং বাঞ্ছাতীতমপি সর্ব্বমেব সুসিদ্ধ্যেদিত্যাশয়েন ভগবতীং শ্রীরাধাং প্রণমতি নম ইতি। তথা চ সর্ব্বা এব গোপিকা উপলক্ষ্যন্তে, কিম্বা তাসু মুখ্যতমাত্র সৈবৈকোক্তা। রাধিকেতি—সর্ব্বদৈব শ্রীভগবদারাধন-বিশেষাদন্বর্থ-সংজ্ঞা। অতএব ত্বদীয় প্রিয়েতি।

যদ্বা—রাধিকেতি রূঢ়ি-সংজ্ঞা। ততশ্চারাধনাদ্যনপেক্ষয়া সা নিত্য-প্রিয়েবেতি। তত্র চ ত্বদীয়া অপি সর্ব্বে জনাঃ প্রিয়াস্ত্বৎপ্রীত্যা যস্যাঃ কিমুত বক্তব্যং ত্বমিতি। এবং তস্যাস্তস্মিন্ প্রেম-বিশেষঃ সূচিতঃ। তস্মৈ নমঃ। যদ্বা—ত্বৎপ্রিয়ায়ৈ ইতি। ততশ্চ যস্য ত্বং প্রিয়োঽসি সোঽপি জগদ্বন্দ্যঃ স্যাৎ। এষা চ তবৈব প্রিয়া অতস্তস্যৈ নমোঽস্তু।

ততশ্চ তয়া সহ রাস-ক্রীড়াদিকং পরমস্তুতিত্বেনান্তে বর্ণয়িতুমিচ্ছন্ তচ্চ পরম-গোপ্যত্বেনানভিব্যঞ্জয়ন্—'মধুরেণ সমাপয়েদিতি'-ন্যায়েন কিঞ্চিদেব সঙ্কেতেনোদ্দিশন্ প্রণমতি।

দেবায়—লোকোত্তরায়েতি। লীলানামপি লোকোত্তরতাভিপ্রেতা। যদ্বা—শ্রীরাধিকয়া সহ নিরন্তর-ক্রীড়াপরায়, অতএবানন্ত-লীলায় তুভ্যং নম ইতি। এবং গোকুল-বিষয়িকা সর্ব্বাপি লীলোদ্দিষ্টা, তস্যৈ চ নম ইতি ভাব ইত্যেষা দিক্। ইতি শ্রীদামোদরাষ্টকে অষ্টমশ্লোকে শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামিকৃতা দিগ্‌দর্শিনী নাম্নী টীকা সমাপ্তা॥৮॥

টীকানুবাদ ঃ—এই প্রকার স্তুতি সমাপন-মুখে নিজের প্রার্থিত-বিষয় সিদ্ধির উদ্দেশ্যে, অথবা ভক্তিবিশেষের উদ্রেক-হেতু ভগবানের অসাধারণ পরিকর, অবয়ব ও পরিবারাদি প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রণাম করিতেছেন—**'নমস্তেঽস্তু'** ইত্যাদি। আপনার উদর-বন্ধনকারী এই মহাপাশকে নমস্কার করিতেছি। এই মহাপাশটী কি প্রকার? তাহা শোভমান **'দীপ্তি'** অর্থাৎ তেজের **'ধাম'**—আশ্রয় বা আধার স্বরূপ। এইপ্রকারে সেই মহাপাশেরও (অসীম জ্যোতির্ম্ময়ত্ব হেতু) ব্রহ্মঘন-রূপত্বই অভিপ্রেত হইতেছে।

তৎপর **'ত্বদীয়-উদরায়'**—আপনার উদরকে নমস্কার করি—যে-হেতু সেই পাশবদ্ধ উদর-দ্বারাই আপনার সৌন্দর্য্যাদি ও বাৎসল্যলীলাদি বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই উদর কি প্রকার? **'বিশ্বস্য ধাম্নে'**—তাহা বিশ্বের

অর্থাৎ প্রপঞ্চজাত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত কিছুর আধার, তাহাকে নমস্কার—যেহেতু সেই উদরের নাভিপদ্ম হইতেই চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক পদ্মের উৎপত্তি। এবং সেই বৃন্দাবনেই বাল্যলীলা-সময়ে মাতা-যশোদাদেবীকে দুইবার নিজের 'বিশ্বরূপ' দেখাইয়াছিলেন। এই প্রকার উদর-বন্ধনের দ্বারা সমগ্র বিশ্বেরই বন্ধন লাভ হওয়ায় মাতা-যশোদদেবী যে সমগ্র বিশ্বকেও বশীভূত করিয়াছিলেন—ইহা ঘোষিত হইতেছে।

আবার সর্ব্ব-ব্যাপক অসীম ভগবানের বন্ধন কখনও সম্ভব নহে; তথাপি তাঁহার সেই বন্ধন-স্বীকারে নিজের ভক্ত-বাৎসল্য-বিশেষ, তথা সেই বন্ধনদ্বারা জগতের অসঙ্কোচ অবস্থিতি, প্রভৃতি বিচারের সমাবেশ—যুক্তিতর্কের অগোচর হওয়ায় ইহাতে ঐশ্বর্য্যবিশেষই ধ্বনিত হইতেছে।

'দাম'-নমস্কারের পরই এস্থলে উদর নমস্কার—যেহেতু, উদরের উপরেই 'দাম'টী বিরাজমান। অথবা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার জন্য (অর্থাৎ আদি অন্তরহিত শ্রীভগবান্‌কে বেষ্টনকারী উক্ত 'দাম' বিশেষ মহিমাসম্পন্ন, তাহা অপেক্ষাও শ্রীউদর অধিক মহিমাময়—ইহা বুঝাইতে) প্রথমে দামের, পরে উদরের নমস্কার করা হইয়াছে।

এক্ষণে তাঁহার প্রিয়তম-জনের কৃপাতেই বাঞ্ছিত বস্তু, এমন কি, বাঞ্ছার অতীত বস্তুও সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়—এইপ্রকার অভিপ্রায়ে, তাঁহার প্রিয়তমা ভগবতী শ্রীরাধিকাকে প্রণাম করিতেছেন—**'নমো রাধিকায়ৈঃ'** ইত্যাদি। উক্ত 'রাধিকা'-শব্দে এস্থলে সকল গোপীকাই উপলক্ষিত হইতেছেন, অথবা তাঁহাদের মধ্যে মুখ্যতমারূপে এখানে কেবলমাত্র রাধিকাই উল্লিখিত হইয়াছেন। এক্ষণে **'রাধিকা'**-শব্দের তাৎপর্য্য বলা হইতেছে—যিনি সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের বিশেষ আরাধনা-যুক্তা বলিয়া উক্ত 'রাধিকা'-সংজ্ঞা অন্বর্থ (অর্থানুগত তথা সার্থক) হইয়াছে। এজন্যই শ্রীরাধিকা 'ত্বদীয়-প্রিয়া'—আপনার প্রেয়সী, ইহা বলা হইল।

অথবা, **'রাধিকা'**—এই নামটী রূঢ়ি-সংজ্ঞা✶। সুতরাং আরাধনাদির অপেক্ষা না করিয়াই সেই শ্রীরাধিকা আপনার নিত্যই প্রেয়সী। তাহাতে আবার, আপনার

✶—যে-শব্দদ্বারা শব্দের 'প্রকৃতি' ও 'প্রত্যয়'-গত অর্থ না হইয়া অন্য স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহাকে 'রূঢ়ি' বলে।

সমস্ত ভক্তজনই আপনাতে প্রীতিযুক্ত বলিয়া যাঁহার (যে রাধিকার) প্রিয় হন, আপনি যে তাঁহার প্রিয় হইবেনই, সে সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য? ইহাতে শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম-বিশেষই সূচিত হইতেছে। সেই শ্রীপ্রেমকে (অথবা সেই রাধিকা-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে) নমস্কার। অথবা আপনার প্রিয়া সেই রাধিকাকে নমস্কার কারণ, আপনি যাঁহার প্রিয় হন, তিনিও সর্ব্বজগতের বন্দনীয় হইয়া থাকেন। এই রাধিকাদেবী যেহেতু আপনারই প্রিয়া, অতএব তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি।

তদনন্তর সেই শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাস-ক্রীড়াদি পরম স্তুতিযোগ্য বলিয়া তাহা বর্ণন করিবার ইচ্ছা করিয়া, কিন্তু তাহাও আবার পরম গোপনীয় বলিয়া স্পষ্টভাবে ব্যক্ত না করিয়াই, "**মধুরেণ সমাপয়েৎ**"—'সমস্ত কার্য্যই মধুরতার সহিত সমাপন করা কর্ত্তব্য'—এই ন্যায়-অনুসারে, কিঞ্চিৎ-মাত্র সঙ্কেতের দ্বারা 'মধুর রসে'র উদ্দেশ করিয়াই প্রণাম করিতেছেন,—**'নমোঽনন্ত-লীলায়'**✳ ইত্যাদি।

✳—**'নমোঽনন্ত-লীলায়'**-বাক্যে, সাধারণতঃ যাঁহার লীলার অন্ত নাই, সেই অনন্ত-লীল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই নমস্কার বুঝায়। কিন্তু শ্রীল সনাতন গোস্বামী সত্যব্রত মুনির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এবং নিজ ভাবানুসারে উক্ত বাক্যের একটি নিগূঢ় অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—'শ্রীরাস-লীলাকেই নমস্কার।' 'অনন্ত'-শব্দে—যাহার অন্ত নাই বা শেষ নাই; অর্থাৎ নিত্য, অশেষ বা অসংখ্য ইতাদি। 'লীলায়'-শব্দটী 'লীল'-শব্দের চতুর্থীর একবচন (নমঃ-শব্দ-যোগে)। এবং 'লীলা'-শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে, 'লী'+'ল'='লীল'। 'লী'-শব্দের অর্থ—আলিঙ্গন করা—(লী-ধাতু কৃপ্ ভাবে 'লী') এবং 'ল'-শব্দের অর্থ 'গ্রহণ করা'—(লা-ধাতু ড=ল)। সুতরাং 'লীল'-শব্দের দ্বারা, গোপীগণের আলিঙ্গন গ্রহণ করা হয় যাহাতে, সেই রাস-ক্রীড়াদি লীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকেই নমস্কার বুঝাইতেছে। এইজন্যই 'অনন্ত-লীলায়' বলিতে টীকায়—"**গোকুল-বিষয়িকা সর্ব্বাপি লীলোদ্দিষ্টা, তস্যৈ চ নম ইতি ভাবঃ।**"—লিখিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামী নিজেও **'মধুরেণ সমাপয়েৎ'**-বাক্যের সার্থকতা করিয়াছেন।

আরও একটি বিষয় এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। দামোদরাষ্টকের অন্তিম শ্লোকে শ্রীগোস্বামিপাদ জানাইতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের রাস-ক্রীড়াদি-লীলা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও তাহা "**পরম-গোপ্যত্বেন অনভিব্যঞ্জয়ন্ * * কিঞ্চিদেব সঙ্কেতেনোদ্দিশন্**

'দেবায়'—দেবতাকে অর্থাৎ লোকোত্তর (লোকাতীত) সেই ভগবান্‌কে নমস্কার। ইহাদ্বারা তাঁহার লীলাসমূহেরও লোকাতীতত্ব তথা অপ্রাকৃতত্ব উদ্দিষ্ট হইতেছে। অথবা দিব্ (ক্রীড়া করা) ধাতুযোগে দেব-শব্দের উৎপত্তি হেতু, উহার অর্থ—আপনি শ্রীরাধিকা-সহ নিরন্তর ক্রীড়াশীল; অতএব অনন্ত লীলাকারী আপনাকে নমস্কার। এইপ্রকারে **'অনন্ত-লীলা'**-শব্দে গোকুল-বিষয়ক সমস্ত লীলাই উদ্দিষ্ট হইতেছে। আপনার সেই প্রত্যেক লীলাকেও আমি নমস্কার করিতেছি—এরূপ তাৎপর্য্যও প্রকাশ পাইতেছে॥ ৮॥

ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের অষ্টমশ্লোকের শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামি-কৃত দিগ্‌দর্শিনী নামক টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

প্রণমতি।"—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রাসলীলার পরমগোপনীয়ত্ব-হেতু (সত্যব্রতমুনি) কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কেত অথবা একটুমাত্র ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যেখানে-সেখানে যখন-তখন রাস-লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তন করা নিতান্ত অবিধি। এ সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'রসকীর্ত্তনে অধিকার'-প্রবন্ধে জানাইয়াছেন,—**'হে ভক্তবৃন্দ! স্বার্থপর গায়ক ও জড়ানন্দপর শ্রোতাদিগের সভায় আপনারা রসগান শ্রবণ করিবেন না। সর্ব্বপ্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা এবং দাস্যরসের গান (তথা কথা) হওয়া উচিত। ** ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায়, যাউক; তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে। অর্থলোভে ও ইন্দ্রিয়সুখের প্রত্যাশায় যেখানে সেখানে রসগানের (বা রসকথার) প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য।"** (সজ্জনতোষণী ৬।২)। সুতরাং অনধিকারী ব্যক্তি যদি কাম দূর করিবার ছলনা করিয়া রাস-লীলা মনে মনেও চিন্তা, আচরণ অথবা অনুকরণ করেন, তবে তিনি রাস-লীলার গৌরব-হানি করার অপরাধে নিশ্চয়ই অধঃপতিত হইবেন; এবং অকালপক্ক প্রাকৃত সহজিয়াদের ন্যায় কামুক ও গৃহাসক্ত হইয়া পড়িবেন।

রাস-লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনের কারণ ও অধিকারী নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের সেই রাস-লীলারই শেষে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে আলোচ্য। যথা—**"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্॥"** (ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 'ঈশ্বর' অর্থাৎ প্রকৃত যোগ্য, ক্ষমতা-সম্পন্ন, অধিকারী না হইলে মনের দ্বারাও কখনও রাসলীলা চিন্তা, আচরণ বা অনুশীলন করিবে না। সাক্ষাৎ শিব

সমুদ্রোত্থিত বিষ পানের একমাত্র অধিকারী। কিন্তু অনধিকারী অরুদ্র ব্যক্তি অর্থাৎ অপাত্র 'মহাপাত্র' সাজিয়া যদি রাস-লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ বিষ পান করেন, তাহা হইলে মৃত্যু অর্থাৎ আসন্ন-মৃত্যুরূপ সংসার-বদ্ধ-দশা অবশ্যম্ভাবী।

রাসলীলা সর্ব্বলীলা-চূড়ামণি এবং তাহার ফলও সর্ব্ব-চূড়ামণি; সুতরাং তাহার অধিকারীকেও সর্ব্ব- চূড়ামণিই হইতে হইবে। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ উক্ত অধিকারটী কিরূপ, তাহা বর্ণন করিয়াছেন,—**"আপনাকে যতদিন সম্পূর্ণরূপে ব্রজাঙ্গনা বলিয়া বিশ্বাস না হয়, ততদিন রাধাকৃষ্ণের বিলাস-কথায় অধিকার জন্মে না। পুরুষের কথা দূরে থাকুক্, কোন দেবীরও রাধাকৃষ্ণের কথায় অধিকার নাই।"** (জৈবধর্ম্ম ৩৩শ অঃ)। সুতরাং যে-কোন হৃদরোগ-গ্রস্ত, কামুক, অপাত্র ব্যক্তির পক্ষে রাসলীলা কোন প্রকারেই আলোচনীয় নহে। অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করা একান্ত আবশ্যক হইলেও যেরূপ প্রাথমিক বিদ্যার্থীকে অথবা অল্পজ্ঞ ব্যক্তিকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে দেওয়া হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াসক্ত স্বল্পজ্ঞ ব্যক্তিকে রাসলীলার সর্ব্বোত্তম শিক্ষা দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে।

পরিশিষ্ট
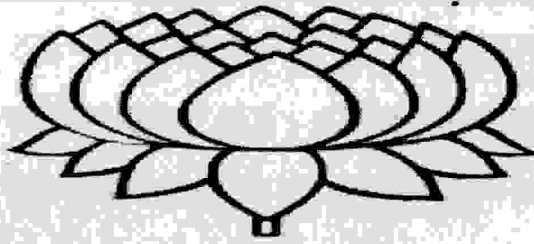
শ্রীদামবন্ধন-লীলা

দামোদর (কার্ত্তিক) মাসের শেষ অর্দ্ধভাগ[১]—দীপমালিকা মহোৎসবের দিন[২]—ঊষাকাল। মা যশোদা দেখিলেন, তাঁহার বালগোপাল নিদ্রিত—নীলপদ্মের মত চক্ষু দুইটী তাহার নিমীলিত। পুত্রের শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিয়া যশোমতী পরমানন্দে আপ্লুত হইয়া গেলেন। পালঙ্কের উপর বিছানায় গোপালকে নবপল্লবের মত কোমলস্পর্শে পরমাদরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। দেখিলেন, গোপাল তাঁহার সত্যই নিদ্রাসুখে নিমগ্ন। নিশ্চিন্ত হইয়া তখন শয্যা হইতে অত্যন্ত ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নির্গত হইলেন।

অলিন্দে আসিয়া মা যশোদা দেখিলেন, আজ চতুর্দ্দিক্ কেমন নিস্তব্ধ—কোথাও কোন কর্ম্মচাঞ্চল্য নাই। পরিচারিকাগণ সকলেই গৃহের বাহিরে অন্যকার্য্যে নিযুক্ত। মা যশোদা ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাদের অন্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। কারণ, তিনি দেখিয়াছেন, তাহারা যে নবনীত প্রস্তুত করে, তাহাতে যেন গোপালের পরিতৃপ্তি হয় না। তাহাদের অবশ্য কোন দোষ নাই—প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়ে তাহাদের অভিজ্ঞতাও কম। সেইজন্য ঘরে সুস্বাদু নবনীত না পাইয়া তাহার নবনীতপ্রিয় গোপাল অন্য সব গোপগৃহে গিয়া চুরি করে। প্রতিদিনই গোপবধূগণ আসিয়া কোন না কোন অভিযোগ করিয়া যায়। তাহাতেই মা যশোদা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। নিজেই নবনীত প্রস্তুত করিবেন, এরূপ একটী ইচ্ছা তাঁহার বহুদিন হইতেই মনে উদয় হইতেছিল। কিন্তু তিনি তো ব্রজেশ্বরী, রাজরাণী—পরিচারিকাগণ তাঁহাকে ঐ কার্য্য করিতে দিবেন কেন? অবশেষে একটী সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। কুলপ্রথা-ক্রমে বাৎসরিক

১। "কদাচিদ্দামোদর-মাসি দরাববসানে" (গোপালচম্পূ ১।৮।১);

২। "দীপমালিকা-মহোৎসব-দিন ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী" (ভাঃ ১০।৯।১ শ্লোকে শ্রীবিশ্বনাথ টীকা)।

ইন্দ্রপূজার দিন নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। সেই উপলক্ষেই মা যশোদা পরিচারিকাগণকে সেই পূজার আয়োজনে নিযুক্ত করিয়াছেন। ব্রজরাজ নন্দবাবাও সেই কারণে সমস্ত গোপগণকে লইয়া মহাব্যস্ত। অপরদিকে রোহিণীদেবী বলরামকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত (জেঠা) উপনন্দ মহাশয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে গিয়াছেন। নন্দালয় তাই আজ কার্য্যতঃই একপ্রকার জনশূন্য। মা যশোমতী ভাবিলেন, ভালই হইয়াছে, আজ তিনি তাঁহার গোপালের জন্য স্বয়ংই নির্ব্বিঘ্নে দধিমন্থন করিতে পারিবেন। নিজ বস্ত্রাঞ্চল কোমরে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া লইয়া তিনি সহসা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

গোপালের জন্য বিশেষভাবে ক্ষীর, নবনীত ইত্যাদি সব প্রস্তুত করিতে মা যশোদার পূর্ব্ব হইতেই সকল ব্যবস্থা রাখা ছিল। ব্রজরাজের অসংখ্য গাভীর মধ্যে সাত আটটী পদ্মগন্ধিনী গাভী আছে। এইসকল গাভী অত্যন্ত দুর্ল্লভ। ঘোড়ার মধ্যে যেমন, একটী কর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, এইপ্রকার ঘোড়া অতি দুর্ল্লভ, ঠিক তেমনই গাভীর মধ্যেও পদ্মগন্ধিনী গাভী। এই জাতীয় গাভী কেবল সুগন্ধি তৃণ মাত্র গ্রহণ করে—ইহাদের দুগ্ধ অতীব সুস্বাদু এবং সুগন্ধি। মা যশোদা সেই দুগ্ধ চুল্লীতে গরম করিতে দিয়া কিছু দূরে, গোপালকে দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ স্থানে বসিয়া দধিমন্থন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিধানে পীতবর্ণের সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র, বিশাল কটিতট—তাহাতে মনোহর কাঞ্চী (মেখলা), উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখমণ্ডল[৩]—তাহাতে সুরম্য দুইটী ভ্রূ। এইরূপ বাৎসল্য-রসের অপূর্ব্ব মূর্ত্তিমতী মাতা যশোদা পুত্রচিন্তায় বিভোর হইয়া দধিমন্থনে মত্ত হইয়া পড়িলেন।

মন্থনের পরিশ্রমে ক্রমশঃ মুখমণ্ডলে মুক্তার ন্যায় ঘর্ম্মবিন্দু উদিত হইতে লাগিল, মন্থনের তালে তালে কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় দুলিতে লাগিল, হস্তের কঙ্কনগুলি ঝঙ্কারময় হইয়া উঠিল, কবরী হইতে মালতীপুষ্প মেঘ হইতে জলবিন্দুধারার মত বিগলিত হইতে লাগিল, আর কণ্ঠ হইতে মধুস্রাবী-স্বরে তাঁহার প্রাণধন কৃষ্ণের অমিয় চরিত-গীতির ঝরণা প্রবাহিত হইতে লাগিল। পুত্রকে তিনি গান শুনাইয়া ঘুম পাড়াইয়া থাকেন, তাই চঞ্চল পুত্রকে আরও অধিকক্ষণ নিদ্রামগ্ন রাখিতেই মাতা যশোদা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।—

৩। ক্রমদীপিকা, রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা প্রভৃতি অনুসারে মাতা যশোদা শ্যামবর্ণা।

"গোকুলপতি-কুলতিলক ত্বমসীহ।
কৃতসুকৃতব্রজ-রচিত-সুখব্রজ নয়নানন্দিসমীহ॥ ১॥
আনন্দোভব-পরমমহোৎসব-নন্দিতগোপসমাজ।
পূতনিকামৃতি-নবমঙ্গলাকৃতি-বলয়িতগোকুলরাজ॥ ২॥
ধৈর্য্যনিবর্ত্তন-শকটবিবর্ত্তন-মনুভব্যেন পরীত।
সতৃণাবর্ত্তক-বায়ুনিবর্ত্তক-পরমেশেনানীত॥ ৩॥
মধুরপ্রাঙ্গন-বিরচিতরিঙ্গণ-জলজনয়ন সুপুণ্য।
নানাকেলিষু নৃত্যকলালিষু দর্শিতবরনৈপুণ্য॥ ৪॥
তর্ণকবালধি-শবলিত-তন্বধি-বলয়িত মঞ্জুলশোভ।
জরতীনিবহে কৌতুককলহে প্রবলিতমিথ্যালোভ॥ ৫॥
মাং মাতরমনু সুখমুদ্বিতনু প্রততং সততং কৃষ্ণ।
দ্রুতমরুরীকুরু তনুবৃদ্ধিং পুরু-খেলাবলিতকৃতদৃষ্ট॥ ৬॥
ত্রিভুবনদর্শন-বিস্ময়দর্শন-নিশ্চিতবৈষ্ণবমায়।
হরিবরিবস্যা-সুখদতমঃ স্যা বিগতজরামরকায়॥ ৭॥"

(গোপালচম্পূ ১।৮)

হে—

নন্দকূল-শিরোমণি! তোমার এ-ব্রজভূমি,
থাক তুমি সদা বিদ্যমান।
অনেক সুকৃতি-ধনে, লভে তোমা ব্রজজনে,
নয়নে আনন্দ মূর্ত্তিমান॥১॥
তুমি আনন্দ-সম্ভব, পরম-মহোৎসব,
আনন্দিত গোপের সমাজ।
অপূত পূতনা-নাশে, সর্ব্বত্র মঙ্গল ভাসে,
ব্যাপ্ত সর্ব্ব ব্রজ, ব্রজরাজ॥২॥
ধৈর্য্য হয় নিবারণ, দেখি শকট-উলটন,
তব কুশলেতে ধরি প্রাণ।

ঈশ্বর করুণাময়, তৃণাবর্ত্ত হত হয়,
তোমা আনি করে' ব্রজ ত্রাণ॥৩॥
মধুর প্রাঙ্গনোপরি, দেহ' যবে হামাগুড়ি,
সুপবিত্র! কমললোচন!
নর্ত্তনাদি যত আর, সর্ব্ব দৃশ্য-মধ্যে সার,
হৈলে এত কিরূপে নিপুণ॥৪॥
বৎস-সনে কর যবে, পুচ্ছ ধরি' ক্রীড়োৎসবে,
তা'তে শোভা বাড়য়ে প্রচুর।
বৃদ্ধা গোপীগণ প্রতি, কৌতুক-বিবাদে অতি,
মিথ্যা করি' হও লোভাতুর॥৫॥
এইরূপে তুমি মোরে, লক্ষ্য করি' জননীরে,
সুখরাশি করহ বিস্তার।
দ্রুত তুমি হয়ে বড়, কর ক্রীড়া বহুতর,
দেহ' দরশন চমৎকার॥৬॥
মুখমধ্যে ত্রিভুবন, দেখি' মোর বিস্মাপন,
বিষ্ণুমায়া হয় সুনিশ্চয়।
বিষ্ণুপূজা ফলে মোর, হও সুখদাতা-বর,
জরা মৃত্যু নাহি রহু তোয়॥৭॥

এইরূপে পুত্রের বাল্যলীলার সুখস্মৃতিতে মা যশোদার কণ্ঠ কৃষ্ণকীর্ত্তনে পরিপূরিত হইয়া গেল। অপরদিকে অনলস দধিমন্থনে মাতার অনন্য-কৌশল, ঘনস্নেহ ও পরম মমত্বের সংযোগে কৃষ্ণের নয়ন মন-লোভনীয় নবনীত প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া গর্ব্বে তাঁহার মুখশ্রী আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দধিভাণ্ড হইতে সহস্র দধিবিন্দু উচ্ছলিত হইয়া তাঁহার সমস্ত অঙ্গ এবং বস্ত্র সিক্ত করিয়া তুলিল। তাহাতে যেন মুক্তা-খচিত এক অপূর্ব্ব কমনীয় সেবা-সৌন্দর্য্যে মাতা দীপ্ত হইতে থাকিলেন।

এদিকে মাতা যশোদার কীর্ত্তনের তালে তালে হাতের কঙ্কনের ঝঙ্কার-ধ্বনি, কটিদেশের কাঞ্চির 'রুণ রুণ'-রব এবং দধি-মন্থনের ঘর্ঘর শব্দ

ঐকতান হইয়া সমগ্র নন্দালয় মুখরিত করিয়া তুলিল। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ জাগিয়া উঠিলেন—'মা, ও মা' বলিয়া মাতাকে প্রথমে ডাকিলেন। কিন্তু কোন উত্তর আসিল না—পরিবর্ত্তে দূর হইতে মাতার কীর্ত্তন-ধ্বনি ও দধিমন্থনের ঘর্ঘর-রব আসিয়া কর্ণগোচর হইল। দেখিলেন মাতা তাঁহার বিভোর হইয়া দধিমন্থনে নিমগ্ন হইয়া আছেন, সমস্ত অঙ্গ তাঁহার ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া 'মা, ও মা'—বলিতে বলিতে, রোদন করিতে করিতে, নেত্রযুগল মুছিতে মুছিতে, টলমল করিয়া চলিতে চলিতে মাতার নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। বলিলেন,—"মা, আর দেরি করিও না, তোমাকে আর দধিমন্থন করিতে হইবে না। আমার ভীষণ ক্ষুধা পাইয়াছে—এখনই স্তন পান করাও।" (তথাপি মাতাকে মন্থন-নিবিষ্টা দেখিয়া) "আমাকে আর কষ্ট দিও না বলিতেছি। নতুবা, তোমার এই সমস্ত দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া দিব, হ্যাঁ।" বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ দুই হাতে মন্থনদণ্ড ধারণ করিয়া বসিলেন। দধিমন্থন আর হইতে পারিল না। 'দেখ, এইটুকু ছেলের কেমন বুদ্ধি!'—যশোদার আনন্দের সীমা রহিল না। মন্থনকার্য্য বন্ধ করিতে মন্থনরজ্জু না ধরিয়া যে দণ্ড ধরিতে হয়, ইহা সে কিরূপে জানিল, কে বা শিখাইল—মাতা যশোমতী ভাবিয়াই উঠিতে পারিতেছেন না। পুত্রস্নেহে মাতার হৃদয় বিগলিত হইতে লাগিল, আর কৃষ্ণও মাতার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিজের অধিকারের সম্পত্তি খুঁজিয়া লইলেন। তৎক্ষণাৎ মেঘতুল্য যশোদার স্তন হইতে বর্ষার ন্যায় অজস্র স্তনদুগ্ধের ধারা বর্ষিত হইতে লাগিল, আর শ্রীকৃষ্ণও যেন তৃষিত চাতক পাখীর মত তাহা পরমানন্দে পান করিতে লাগিলেন✶। অপরদিকে যশোমতীও পরমস্নেহভরে পুত্রের সহাস্য মুখকমল-মাধুরী অপলক-নেত্রে পান করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে হঠাৎ বায়ু প্রবল হইয়া উঠিল—ফলে, কিছু দূরে যে চুল্লীতে দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া হইতেছিল, তাহাতে অগ্নি অধিকমাত্রায় জ্বলিয়া উঠিল। তখন

✶ "পয়ো বর্ষতি ধারাভির্বর্ষাবন্মেদুরশ্রিয়ঃ। তস্যাঃ পয়োধরে সুষ্ঠু কৃষ্ণশ্চাতকতাং গতঃ॥ (গোপালচম্পূ)

দুগ্ধ 'সোঁ সোঁ' শব্দে যেন অভিমানভরে ফুলিয়া ফুলিয়া উচ্ছলিত হইতে লাগিল। যেন এইপ্রকার—'মা যশোদার স্তনদুগ্ধ অফুরন্ত, আর কৃষ্ণেরও সেই স্তন্যপানে তৃষ্ণার শেষ নাই, অতএব, আমাদের কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা বুঝি আর নাই, তাহা হইলে এই অধন্য জীবনের আর কি প্রয়োজন, ধিক্!'—এই ভাবিয়াই যেন দুগ্ধ অত্যন্ত খেদের সহিত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে লাগিল। মা যশোদা, যাঁহার অপরকে যশঃ দান করাই স্বভাব, তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন। "সর্ব্বনাশ!"—মাতা অধীর হইয়া উঠিলেন। এদিকে পুত্র তাঁহার স্তন্যপানের আনন্দে নিমগ্ন, অপরদিকে দুগ্ধের এইরূপ দশা, যশোদা যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন। কিন্তু দুগ্ধ নষ্ট হইয়া গেলে পুত্রের জন্য ক্ষীর, দধি, সন্দেশ ইত্যাদি হইবে কি করিয়া—মাতা যশোদা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। অতএব দুগ্ধ সংরক্ষণ করিতেই হইবে—কিন্তু পুত্রকে কোলে করিয়া ছুটিলে যদি তাহার কোন আঘাত লাগে! তাই পুত্রকে অত্যন্ত আদরের সহিত চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"বাবা, তোমার মঙ্গল হউক্, তুমি এই দধিমন্থনের ভাণ্ডটা একটু দেখ। আমি ছুটিয়া গিয়া তোমার ঐ দুগ্ধটুকু রক্ষা করিয়াই ফিরিয়া আসিতেছি, কেমন?" বলিয়াই স্তনপান-নিবিষ্ট পুত্রকে কোল হইতে নামাইয়া মাতা ছুটিয়া চলিলেন। যাঁহাকে মাত্র তিন দিনের সেই বয়স্-কালেও অজস্রবলশালিনী পূতনা-রাক্ষসীর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও কোনক্রমেই স্তনচ্যুত করিবার সামর্থ্য হইল না, সেই তাঁহাকে মাতা যশোদা অবলীলাক্রমে স্তনচ্যুত করিয়া কোল হইতে নামাইয়া রাখিলেন! ভক্তির এইরূপ বল—যাহাতে অজিত ভগবানও সহসা জিত হইয়া থাকেন।

'ভক্তির এইরূপ মহিমাই বটে, কিন্তু মা যশোদা, যাঁহার তুল্য বাৎসল্যভক্তি ত্রিভুবনে আর কাহারও নাই, তাঁহার কেবল দুগ্ধরক্ষার জন্য পুত্ররূপী স্বয়ং ভগবান্‌কেও পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?'—এরূপ সংশয় করা যাইতে পারে না। কারণ, কৃষ্ণই যাঁহাদের গৃহ, ধন, সুহৃদ, প্রিয়, আত্মা, প্রাণ, আশ্রয়—সেই ব্রজবাসিগণের নিকট স্বয়ং কৃষ্ণ অপেক্ষাও কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণসেবার উপকরণ তথা কৃষ্ণের প্রিয়বস্তু অধিক অধিক মমতার বিষয়—প্রেমের এই বিচিত্র পরিপাটী কেবল প্রেমবান্-প্রেমবতীগণই অনুভব করিতে

পারেন, প্রেমশূন্য জ্ঞানি-যোগি-কর্ম্মীগণ উহা কিরূপে বুঝিতে পারিবেন? মা যশোদা সর্ব্ব-পরাৎপর তত্ত্ববস্তুকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া স্তন্যপান করাইতে যে অতুল প্রেমানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, ব্রহ্মা শিবাদিরও দুর্ল্লভ সেই প্রেমানন্দকে মুহূর্ত্তে ধিক্কার দিয়া তিনি তাঁহার প্রাণপুত্তলিকার পেয় দুগ্ধ সংরক্ষণের জন্য সবেগে ধাবমানা হইলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যে মা যশোদার স্নেহঘন স্তন্য, তাহা হইতে বঞ্চিত হওয়ায় ক্রোধের আর সীমা রহিল না। তখন অধর তাঁহার কাঁপিতে লাগিল, নেত্র অশ্রুময় হইয়া উঠিল—ক্রোধে দন্তদ্বারা অধরখানি চাপিয়া ধরিলেন, তাহাতে চন্দ্রের মত তাঁহার শুভ্র দন্তশ্রেণী অধরের রক্তিম আভায় রঞ্জিত হইয়া অপরূপ এক শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। ক্রোধে আবিষ্ট হইয়া 'কি করিব, কি করিব'—এরূপ ভাবিতে ভাবিতে একটী শিলাখণ্ড তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া মাতা যশোদার পরিত্যক্ত দধিভাণ্ডটীর উপরই তাঁহার সমস্ত ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হইলে উহার তলদেশে আঘাত করিলেন। অমনি পাত্র ভগ্ন হইয়া দধিপ্রবাহে সমস্ত প্রাঙ্গন প্লাবিত হইয়া গেল। তাহার পর তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ব-সংরক্ষিত নবনীত নির্জ্জনে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন,—ইহাতে ক্রমশঃ তাঁহার ক্রোধ শান্ত হইয়া গেল। সহজ বাল্য-চপলতায় তখন তিনি আবার মত্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু একই সাথে মাতার শাসন-দণ্ডের কথা মনে করিয়া একপ্রকার ভীতিও তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

অপরদিকে মা যশোদা চুল্লীর নিকট গিয়াই মাত্র দুগ্ধের উথলাইয়া পড়া বন্ধ করিলেন—কিছুক্ষণ মধ্যেই দুগ্ধ গাঢ় হইয়া স্থির হইলে পর তিনি তাহা চুল্লী হইতে নামাইয়া রাখিলেন। পুত্রচিন্তায় তিনি স্বভাবতঃই সর্ব্বদা ব্যাকুল, আর তাঁহাকে অতৃপ্ত অবস্থায় স্তন্যপান হইতে বঞ্চিত করায় মাতার ব্যাকুলতার আর সীমা নাই। তখনই সেই দধিমন্থনের স্থানে ধাবিত হইলেন। আর পুত্রচিন্তায় বাৎসল্য তাহার এরূপ উচ্ছলিত হইতে লাগিল যে, তাঁহার স্তনযুগল হইতে দুগ্ধধারা বস্ত্র সিক্ত করিয়া বর্ষিত হইয়া পথ পর্য্যন্ত পিচ্ছিল করিয়া তুলিল। কিছুদূর গিয়াই দেখিলেন—'সে কি!'—পুত্র তাঁহার যথাস্থানে নাই।

তৎক্ষণাৎ এক গভীর শঙ্কা ও বিষাদে তাঁহার উচ্ছলিত হৃদয় যেন অবরুদ্ধ হইয়া গেল। দেখিলেন, দধিমন্থনের ভাণ্ডটি ভগ্ন—ভগ্নখণ্ডগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে—আর দধির অগণিত ধারায় প্রাঙ্গনের মধ্যস্থল একেবারে সাদা ও পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে। 'হঠাৎ এ কি হইল, কে আসিয়া মন্থনভাণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল?'—মাতা কোন কারণই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। হঠাৎ একটী শিলাখণ্ড তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল—কিছুদূরে দধিমাখা ছোট ছোট চরণচিহ্নের সারিও তাহার দৃষ্টিপথে আসিল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন,—এটী নিশ্চয়ই তাঁহার গোপালেরই দুষ্কর্ম্ম। নিজের নাসিকার অগ্রে সুন্দর বাম-তর্জ্জনী রাখিয়া মাতা বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি কত সতর্ক হইয়া থাকি, তথাপি এত দ্রুত ও এত নিশ্চুপে কি করিয়া এমন ধৃষ্টতা সে করিতে পারিল —অথচ আমি একটুও টের পাইলাম না!' আবার ভাবিলেন,—'কি তাহার বুদ্ধি! দেখ, ভাণ্ডের তলদেশই কিনা আঘাত করিয়া নিঃশব্দে এমন দুষ্কর্ম্ম ঘটাইয়াছে! আবার ভর্ৎসনার ভয়ে কিনা সে কোথায় পলাইয়াও রহিয়াছে।'— মা যশোদা আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না।

এমন সময় একটী আকাশবাণী হইল—"পিপাসায় কাতর হইয়া এই শিশু-মধুকর (ভ্রমর) যখন পদ্মমুকুল মধুশূন্য দেখিল, তখন উহার তলদেশ ছিন্ন করিয়া অন্য পদ্মের নিকট গিয়া সে এখন মধু আস্বাদন করিতেছে। যশোদে, তুমি ক্ষুভিত দুগ্ধ উপশম করিতে যে দক্ষ, তাহা দেখা গিয়াছে। কিন্তু এখন যদি তোমার পুত্রের ক্ষোভ উপশম করিতে পার, তবে তুমি আরও অধিক প্রশংসার পাত্রী হইবে।" শুনিয়া মা যশোদা হাসিয়া উঠিলেন। 'আচ্ছা, দাঁড়াও'—কৃত্রিম কোপ ধারণ করিয়া প্রথমে একটী লাঠির অনুসন্ধান করিলেন, তারপর দধিমাখা চরণচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া একস্থানে গোপালের কিঙ্কিনী-শব্দ ও ভাণ্ড প্রভৃতি চালিত হওয়ার শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। বুঝিলেন, এই কক্ষের মধ্যেই 'ভ্রমর' 'পদ্মের মধু' আস্বাদন করিতেছে— মা যশোদা আর হাস্য নিবারণ করিতে পারিলেন না।

কিছুক্ষণ বিলম্ব করিয়া দরজা সামান্য খুলিতেই চতুর-শিরোমণির সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিল—চতুর্দ্দিকে একদল বানর-দ্বারা বেষ্টিত

হইয়া মধ্যে অধোমুখী একটী উদূখলের উপর খল-শিরোমণি দাঁড়াইয়া আছে—আর শিকায় রাখা নবনীত-ভাণ্ড হইতে নবনীত লইয়া তাহাদেরকে অকাতরে বিতরণ করিতে সে যেন মহাব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আবার সাথে সাথে কোন্ পথে মাতা সহসা আসিয়া পড়িবে, এই দুশ্চিন্তায় কর্ণ ও চক্ষু তাঁহার চঞ্চল হইয়া ঘুরিতেছে। সব দেখিয়া মা যশোদা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন,—পুত্রকে ধরিবার জন্য লাঠি লইয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু কথায় আছে,—'গৃহকর্ত্তার দুইটী চোখ, কিন্তু চোরের শত চোখ।' কৃষ্ণ তাঁহার শত চক্ষুতে হঠাৎ মা যশোদার দুইটী চক্ষু দেখিতে পাইলেন—দেখিলেন, একটী লাঠি হাতে তাঁহার মাতা নিঃশব্দে অগ্রসর হইতেছেন। 'সর্ব্বনাশ! আর রক্ষা নাই'—তৎক্ষণাৎ উদূখল হইতে লম্ফ দিলেন—আর বানরদলও তাহাদের প্রভুকে পলাইতে দেখিয়া বৃক্ষশাখায় গিয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু তাহাদের প্রভু কোথায় আশ্রয় লইবেন? **'যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্'** (ভাঃ ১।১।১৪)—ভয় যাঁহাকে ভয় পায়, সেই স্বয়ং ভগবান্ মাতার ভয়ে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন। মাতা তখন চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"অরে চোর-শিরোমণি! এখন কোথায় যাইতেছ? দাঁড়াও!" শুনিয়া কৃষ্ণ আরও ভীত হইয়া পড়িলেন—এক অস্ফুট ক্রন্দন ও হাস্যে তাঁহার ভীতিমণ্ডিত মুখমণ্ডল আরও সৌন্দর্য্যময় হইয়া উঠিল। পলায়মান পুত্রকে ধরিতে ব্রজেশ্বরী এখন স্বয়ংই লাঠি হাতে দ্রুতবেগে দৌড়াইতে লাগিলেন। **"ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়"**—সেই শ্রীহরি যশোমতীর নিকট ধরা পড়িয়া যাইবার ভয়ে পলাইতেছেন।

চঞ্চল পুত্রের পশ্চাতে মধ্যবয়সী মা যশোদা নিতম্বভারে যেন আর পারিয়া উঠিতেছেন না—গতি মন্থর হইয়া আসিতেছে—যেন, পশ্চিমদিগ্‌গতা এক মেঘমালা পূর্ব্বদিকে ধাবমান, অপর এক অল্পমেঘের* পশ্চাতে ধাবিত হইয়াও উহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। "দুষ্ট! তুমি আর কত দূর

---

*এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ ও মাতা যশোদা উভয়ই শ্যামবর্ণ বলিয়া মাতা যশোদাকে মেঘমালার সহিত ও শ্রীকৃষ্ণকে অল্পমেঘের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

যাইবে, কোথায় যাইবে? দাঁড়াও বলিতেছি।”—মধ্যে মধ্যে মাতা তর্জ্জন করিয়া চলিতেছেন। কিন্তু মাতার নিকট লাঠি দেখিয়া প্রহারের ভয়ে পুত্র কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। অবশেষে বাটীর প্রধান তোরণের নিকট উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ ভাবিতে লাগিলেন,—‘এই তোরণ দিয়া বাহিরের রাজপথে চলিয়া গেলে মাতা আর আমার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়াইবেন না। কারণ, পথে লোক-মধ্যে কুলবধূগণ কখনও গমন করেন না।’ এই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ তোরণ দিয়া রাজপথ-অভিমুখে ছুটিতে লাগিলেন। ‘কি দুষ্ট! এখন কিনা সে গৃহের বাহিরেই চলিয়া যাইতেছে!’—মা যশোদার উদ্বেগের আর সীমা রহিল না। ‘বলা যায় না, সে ভয়ে এবং চাঞ্চল্যবশে আবার কিনা করিয়া ফেলে!—এই শঙ্কা আসিয়া মাতার হৃদয়ে পুত্রকে ধরিবার বাসনা দৃঢ়তর করিয়া দিল। এবং অত্যন্ত দ্রুত একটী বিচার তাঁহার মনে উদিত হইল, এই সময় এত ভোরে রাজপথে নিশ্চয়ই কেহ নাই, সুতরাং সেখানে গেলে কেহই জানিতে পারিবে না—এই চিন্তা করিয়া তিনিও সেই রাজপথ ধরিয়া প্রাণপণে পুত্রের পশ্চাতে দৌড়াইতে লাগিলেন। এদিকে কৃষ্ণ পথে নামিয়া, মাতা আর পশ্চাতে আসিতেছেন কি না, ইহা দেখিতে পশ্চাৎদিকে চাহিয়া চাহিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু মাতার বাৎসল্য-প্রেমের তীব্র গতির নিকট কৃষ্ণ পর্য্যুদস্ত হইলেন—যশোদা আসিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন✶—(বল, যশোদা মাতা কী জয়, প্রেমবৎসল শ্রীভগবান্ কি জয়)। যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্রগণ শত কোটী বৎসর ধরিয়া বহু কৃচ্ছ্র-সাধন, বহু যম-নিয়ম-প্রাণায়াম অনুশীলন করিয়া অথবা জ্ঞানচর্চ্চায় ‘অতন্নিরসনে’ নিযুক্ত থাকিয়া অবশেষে যাঁহার চরণকমলের নখজ্যোতি মাত্র

✶‘আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূ’-গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে—মা যশোদা কৃষ্ণের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তর্জ্জন করিতে থাকিলে, কৃষ্ণ দূরে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—‘মা যদি তুমি হাত হইতে লাঠি ফেলিয়া দাও আর আমাকে প্রহার না কর, তবে আমি আর দৌড়াইব না।’ তাহা শুনিয়া মাতা বলিলেন,—তোমার যদি এতই ভয়, তবে কেন দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছ? উত্তর—‘আর এরূপ করিব না, তুমি হাত হইতে লাঠি ফেলিয়া দাও, তবেই আমি তোমার কাছে যাইব।’ এই কাতরবাক্য শুনিয়া মাতা লাঠি ফেলিয়া দিলে, পুত্র পলায়ন হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং মাতা দৌড়াইয়া গিয়া পুত্রের হাত ধরিলেন।

দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন—মা যশোদা সেই 'পূর্ণব্রহ্ম সনাতনম্' বস্তুকে নিজের গর্ভজাত সন্তান জানিয়া লালন পালন করিবার তীব্র বাসনায় তাঁহাকে নিজের করায়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

কৃষ্ণের দক্ষিণহস্ত ধারণ করিয়া পরিশ্রান্তা মাতা যশোমতী হাঁপাইতে লাগিলেন। ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাসে তাঁহার কাঁচুলীর বসন কাঁপিতেছে, কেশকলাপ খসিয়া পড়িয়াছে, ঘর্ম্মবিন্দুতে সমগ্র মুখমণ্ডল সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'মাতা নিশ্চয়ই খুবই রুষ্টা হইয়াছেন, সুতরাং এখন প্রহার করা অসম্ভব কিছুই নহে।'—এই ভাবিয়া প্রহারভয়ে কৃষ্ণ কাঁদিতে লাগিলেন, দুই চোখ দিয়া অশ্রুজল প্রবাহিত হইতে লাগিল। দক্ষিণহস্ত তাঁহার মাতার মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ, তাই বাম হস্ত দিয়া দুই নয়ন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন,—তাহাতে সেই নয়নের অঞ্জনে সমস্ত মুখমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দধিভাণ্ড ভাঙ্গা, চুরি করিয়া নবনীত খাওয়া, ধরা পড়িয়া পলাইয়া যাওয়া —এত প্রকারে মাতাকে উদ্বেগদানের অপরাধে তাঁহার জন্য কি যে শাস্তি অপেক্ষা করিতেছে, এই ভয়ে কৃষ্ণ অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন—মাতার সহিত গৃহের অভিমুখে চলিতে চলিতে বারম্বার ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া মাতার মুখের দিকে দেখিতে লাগিলেন। গৃহাঙ্গনে পৌঁছিয়াই মাতা পুত্রকে ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলেন—যাঁহাকে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি সমস্ত দেবতাগণ নিরন্তর দিব্যস্তবদ্বারা স্তুতি করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে তিনি লাঠির দ্বারা ভয় দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"মহাদুষ্ট! লোভী! বানরদের বন্ধু! দস্যু! দধিমন্থনের ভাণ্ড তুমি ভাঙ্গিয়া দিয়াছ—আজ মাখন কোথায় পাইবে? দাঁড়াও, আজ ঘরের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিব—কোথাও গিয়া খেলিতে পারিবে না, এমনকি কোন খেল্‌নাও তোমাকে দেওয়া হইবে না, খেলার বন্ধুও পাইবে না। দুষ্টামি! হাতে এই লাঠি দেখিয়াছ?" মাতার তর্জ্জন-গর্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িলেন—এই বুঝি মাতা প্রহার আরম্ভ করেন। অত্যন্ত কাতরভাবে বলিলেন,—"মা, আমি আর এরূপ করিব না; তুমি আমাকে মারিও না—লাঠিটী ফেলিয়া দাও।" বলিতে বলিতে কমলদল হইতে যেরূপ শিশির-বিন্দু পতিত হয়, সেইরূপ তাঁহার নয়নকমল হইতে অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। মন্দ মন্দ গদ্‌গদ অব্যক্ত মধুর বচন-সুধায় তাঁহার মুখচন্দ্র

পরিপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। পুত্রকে ভয়কাতর দেখিয়া ব্রজেশ্বরী হাত হইতে দূরে লাঠি ফেলিয়া দিলেন। কৃষ্ণ একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্তি লাভ করিলেন—'মাতা আমাকে আর যাহা হউক্ প্রহার করিবেন না।'

মনে মনে হাস্য করিতে করিতে মাতা যশোমতী কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তুমি হইলে চোর-শিরোমণি—সমস্ত চোরদের রাজা।' শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অধর স্ফীত করিয়া বলিলেন,—"তোমারই ত' পিতার বংশের সকলে চোর।" "তাই!"—যশোমতী হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন,—"আমি ত' দধিভাণ্ডের নিকটে ছিলাম না, তাহা হইলে উহা কিভাবে খণ্ড হইল?" উত্তর—"এটী পরমেশ্বরের দণ্ড।" মাতা—"আর কে বানরগুলিকে মাখন দিয়াছে?" পুত্র—"যে তাহাদের সৃষ্টি করিয়াছে।" মাতা—"আমার মনে হয়, তুমিই তাহা ঐসব করিয়াছ—আর সমস্ত যজ্ঞের মাখনও তুমিই ঐভাবে ভোজন করিয়া থাক।" বাৎসল্যভরে মাতা তাঁহার প্রতি ক্রমশঃ স্নেহার্দ্রচিত্ত হইতে লাগিলেন। বলিলেন,—"বাপ্, দুষ্টামি করিও না। সত্য করিয়া বলত'—দধিভাণ্ড কিরূপে ভাঙ্গিয়াছ? তাহা হইলে আমি আর কিছু বলিব না।" পুত্র কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"তুমি যখন আমাকে কোল হইতে নামাইয়া অত্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া ছুটিয়া যাইতেছিলে, তখনই তোমার পায়ে যে ভারী অলঙ্কার আছে, তাহাতে আঘাত লাগিয়া ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহাতে আমার দোষ কোথায়? আর ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট, তাই বানরেরা মাখন চুরি করিতে ঘরে ঢুকিয়াছিল, আমি কেবল ভাণ্ড মাত্র ধরিয়াছিলাম—ইহাতে আমি কি দুষ্টামি করিলাম? তথাপি তোমার হাতে লাঠি দেখিয়া, আমি আর কি করিব, ভয়ে চোরের মত পলাইতেছিলাম। আমাকে ভীত দেখিয়াও তুমি আমাকে অকারণে ভর্ৎসনা করিতেছ—অথচ আমার কোন দোষ নাই।" শুনিয়া মাতা যশোদা বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেলেন—'এইটুকু শিশু, অথচ দেখ, কিপ্রকার বাক্‌চাতুর্য্য! কোথা হইতে সে এত বুদ্ধি লাভ করে।"—মা যশোদা কিছুতেই তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারেন না। বলিলেন,—"তুমি খুবই চতুর হইয়াছ—আর যুক্তি বানাইয়া বলিতেও খুব শিখিয়াছ। ব্রজরাজের ঘরে জন্মিয়াও একটি চোর-শিরোমণি হইয়াছ—বানরদের প্রিয় হইয়া বানর-স্বভাব

হইয়াছ।" শুনিয়া অভিমান-ভরে কৃষ্ণ অধর স্ফীত করিয়া মাতাকে বলিলেন,—"কি, আমার বানর-স্বভাব? ঠিক আছে, আমি তাহলে বনেই চলিয়া যাইব। এখন হইতে আমি বনেই থাকিব।" 'সর্ব্বনাশ, বলে কি!'—মাতা হায় হায় করিয়া উঠিলেন। 'সে যেরূপ অভিমানী, বলা যায় না, সত্য সত্যই সে বনে চলিয়া যাইতে পারে। গৃহে কেহ নাই, সুতরাং কিরূপে গৃহ এবং এই চঞ্চল বালকের তত্ত্বাবধান একই সাথে সম্ভব হইবে!'—মা যশোদার দুশ্চিন্তার আর সীমা রহিল না। অবশেষে 'নাহ্, ইহাকে বাঁধিয়াই রাখিতে হইবে'—এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিলেন।

"দুষ্ট! চঞ্চল!"—মা যশোদা ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। "আমার নিষেধ মানিতেছ না, আবার, নিজ চঞ্চল-চোখের শোভা দিয়া আমাকে মোহিতও করিতে চাহিতেছ! আর বলিতেছ কিনা—'বনে চলিয়া যাইব'? দাঁড়াও আমি তোমাকে বাঁধিয়া রাখিব। দেখি, তোমার কি শক্তি? আরও চুরি কর।"—এই বলিয়া মাতা তাঁহাকে সত্য সত্যই বন্ধন করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। দেখিয়া কৃষ্ণ আরও কাঁদিতে লাগিলেন—রোষভরে উচ্চৈঃস্বরে মাতা রোহিণীকে ডাকিতে লাগিলেন,—"মা রোহিণি! তুমি কোথায় গিয়াছ? শীঘ্র আইস! দেখ, মা আমাকে লইয়া কি করিতেছেন!" কিন্তু মাতা রোহিণী বলরামকে লইয়া উপনন্দ-মহাশয়ের গৃহে গিয়াছেন—কৃষ্ণের আর্ত্ত নিবেদন তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। কিন্তু গৃহের নিকটে অন্য যে-সকল ব্রজরমণী ছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণকে ঐরূপ বিপদ্গ্রস্ত দেখিয়া তাঁহারা একত্রে হাসিতে লাগিলেন—"এই তো সেই চোর! ব্রজেশ্বরি! তোমার ঘরেও কি সে কিছু চুরি করিয়াছে নাকি?" যশোমতী তাঁহাদের কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া নিরুত্তর থাকিলেন। খুব ব্যস্ততা দেখাইয়া তিনি মস্তকে কবরী হইতে পট্টডোরী খুলিয়া লইতে লইতে তাঁহাদিগকে অঙ্গুলী দেখাইয়া উদূখলের দিকে নির্দ্দেশ করিলেন। দক্ষযজ্ঞে শ্রীরুদ্রের অনুচরগণ যেরূপ দক্ষপ্রজাপতিকে গলদেশে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই উদূখলকেও বাঁধিয়া নিকটে আনা হইল। মাতা যশোদা উদূখলের সহিতই তাঁহার পুত্রকে বন্ধন করিয়া রাখিতে উদ্যত হইলেন।

ইতিমধ্যে রবাহুত হইয়া কিছু ব্রজবালকও কৌতূহল-বশে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা যশোদা পট্টডোরী লইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—হাঁ, তাঁহার গোপালকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য উহা যথেষ্ট কোমল। ডোরী লইয়া পুত্রের কটিদেশ বেষ্টন করিয়া গ্রন্থি দিতে গিয়া দেখিলেন—দুই অঙ্গুলি কম পড়িয়াছে। কবরী হইতে আর একটী পট্টডোরী উন্মোচন করিলেন,—পূর্ব্বের ডোরীর সহিত সংযোজন করিয়া পুনরায় উদর বেষ্টন করিলেন, দেখিলেন,—আবার দুই অঙ্গুলি পরিমাণে ছোট। 'কি ব্যাপার'—দধি-মন্থনের রজ্জু আনা হইল, পুনরায় তাহাতে সংযোগ করিয়া বন্ধনের চেষ্টা হইল—'সেকি, আবার কম!' বিস্ময়ে সকলে পরস্পরের মুখের দিকে দেখিতে লাগিলেন—'আচ্ছা! গৃহের আরও কিছু মন্থন রজ্জু আনা হউক্ দেখি।' তাহাই হইল, কিন্তু আশ্চর্য্য, একই ফল! দূরবর্ত্তি পর্ব্বতে মেঘমালা যেমন পর্ব্বতের সহিত সংলগ্ন দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা যেমন পর্ব্বত হইতে পৃথক্ই থাকে—সেইপ্রকার।

মা যশোদা কিছুতেই ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছেন না—কি হইতেছে! পূর্ব্বে তিনি কতবার সুবর্ণের কত অলঙ্কার দিয়াই না পুত্রের কটিদেশ ভূষিত করিয়াছেন—অথচ, গৃহের সমস্ত রজ্জু দিয়াও আজ ঐ এক মুষ্টি উদরের পরিমাপ করা যাইতেছে না! সখীর ক্ষোভ নিবারণের জন্য একজন বলিলেন,—"যশোদে, বিধি আজ তাহার অনুকূল হইয়াছে, নতুবা এমন কি কখনও হইতে পারে? তুমি বরং আজ তাহাকে ছাড়িয়াই দাও।" অপর একজন বলিলেন,—"ব্রজেশ্বরি! আমার মনে হয়, তোমার পুত্রের কোন উন্নত মোহিনী বিদ্যা জানা আছে। আর সেই বিদ্যাবলে 'কফল্লক' নামের আদি-চোরটাকেও সে অনায়াসে অতিক্রম করিয়াছে।" যশোমতী শুনিয়া তৎক্ষণাৎ 'না, না' করিয়া উঠিলেন,—"আরে সে একটি বালক, আর কুক্ষণে তাহার জন্ম—সুতরাং কোন মায়াবিদ্যাই তাহার জানা থাকিতে পারে না। আমার ত' মনে হইতেছে—তোমাদেরই কাহারও কোন মায়াবিদ্যার প্রভাবে আজ এইপ্রকার অসম্ভব কিছু ঘটিতেছে। তোমরা মুখেই কেবল তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ কর, কিন্তু অন্তরে অন্তরে এই দুষ্টের পক্ষপাতই করিয়া থাক।" শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন,

—"না না, কখনও নয়—আমরা তাহার পক্ষপাত করি না। আর, সত্যই আমাদের কোন মায়াবিদ্যাই জানা নাই। তুমি ব্রজেশ্বরী—আমাদের পূজনীয়া, তোমাকে স্পর্শ করিয়াই তাহা শপথ করিতেছি।"

'তাহা হইলে ইহা কিরূপে হইতেছে?' ব্রজেশ্বরী মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন। 'গর্গমুনি আমার এই পুত্রের নামকরণের সময় তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কথা বলিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই অনুসারেই কোন ভাগবতী শক্তি আসিয়া এইপ্রকার বিরোধ সাধিতেছে—নতুবা, আমার এই দুগ্ধপোষ্য শিশু, সে আর কি জানিবে?' যশোমতীর স্বাভাবিক বাৎসল্যভাব উচ্ছলিত.হইয়া উঠিল। 'কিন্তু এই চঞ্চল বালক,—ইহাকে না বাঁধিয়া রাখিলেও ত' চলে না। নতুবা পুত্র যদি বনে-------'—না না, মা যশোদা তাহা আর মনে আনিতে চাহেন না। সখীগণকে তিনি কাতরভাবে বলিলেন,—"শুন, তোমরা আমাকে একটু সাহায্য কর, দেখি! ঘরে ত' আর এরূপ কোন রজ্জু নাই। তাই তোমরাই বরং তোমাদের ঘরে ভাল রজ্জু থাকিলে, তাহা লইয়া এখানে সকলে আইস।" ব্রজেশ্বরীর কাতর নিবেদন সকল ব্রজরমণীর মর্ম্মে গিয়া লাগিল—তখন সকলের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। আবার, 'কি হয়, না কি হয়'—এক অলৌকিক কিছু দর্শনের লালসাতেও সকলেই একযোগে অত্যন্ত উৎসাহিনী হইয়া উঠিলেন। 'ঠিক আছে',—বলিয়া গোপীগণ নিজ নিজ ঘর হইতে ভাল ভাল সমস্ত রজ্জু আনিয়া নন্দালয়ে একত্র করিতে লাগিলেন—'ব্রজের এই মহাচোরকে আজ বাঁধিতেই হইবে।'

ব্রজগোপীগণের এইপ্রকার আয়োজন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মৃদু স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—চক্ষু হইতে অশ্রুমোচন হইতে লাগিল, মুর্হুমুহুঃ চক্ষু-মার্জ্জনে শ্রীহস্ত অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া বালক-সখাগণও সকলে কাঁদিতে লাগিলেন। এদিকে মাতা যশোদা কৃত্রিম কোপ সহকারে সমস্ত রজ্জু লইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাহার পর কৃষ্ণের কটিদেশে যতটুকু রজ্জু ছিল, উহার সহিত অপর রজ্জুগুলি সংযুক্ত করিয়া বন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। ওদিকে ব্রজাঙ্গনাগণ অতিগোপনে হৃদয়ের আনন্দে হাসিতে লাগিলেন,—'আজ কৃষ্ণ যাইবে কোথায়?' কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদের হাসি অন্তর্হিত হইয়া মুখমণ্ডলে

এক প্রবল বিস্ময়ের চিহ্নই প্রকট হইতে লাগিল—'কি ব্যাপার! আবার দুই অঙ্গুলি কম!' সেই পূর্ব্বের মতোই সমস্ত রজ্জুতে দুই অঙ্গুলিই করিয়া কম হইতে লাগিল। ক্ষোভে-দুঃখে নিঃশ্বাস-বেগে যশোমতীর বক্ষঃস্থল দ্রুত কাঁপিতে লাগিল; সমগ্র দেহ-পল্লবী হইতে ঘর্ম্মজল-বিন্দু বর্ষিত হইতে লাগিল; কবরীভার খসিয়া পড়িল। আর গোপবধূগণ নিঃস্পন্দ-নেত্রে বিস্ফারিত বদনে মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন—গৃহে ফিরিয়া যাইবেন, এরূপ ইচ্ছা বা শক্তি তাঁহাদের আর নাই। বাঁধিতে আসিয়া নিজেরাই যেন এক অদৃশ্য রজ্জুতে বন্ধনের মধ্যে পড়িয়া গেলেন।

সত্যই ত' যিনি আব্রহ্ম-স্তম্ব সকলকে নিজ মায়া-রজ্জুর দ্বারা বাঁধিয়া থাকেন, তাঁহার আবার কিসের বন্ধন? সীমাবদ্ধ বস্তুকেই বাহির দিয়া বাঁধিতে পারা যায়,—কিন্তু যিনি স্বয়ং বিভু বস্তু, যাঁহার ভিতর বা বাহির বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কিছু নাই, সেখানে কোথায় বা রজ্জু থাকিবে, আর কি প্রকারেই বা তাঁহার বন্ধন হইবে? ব্যাপক বস্তুর দ্বারাই ব্যাপ্য বস্তুকে বন্ধন করা সম্ভব,—সেস্থলে যিনি স্বয়ংই সর্ব্বব্যাপক তাঁহাকে আবার ব্যাপ্য রজ্জুর* দ্বারা কিরূপে বাঁধিতে পারা যাইবে? কারণই কার্য্যকে নিয়মিত করিতে পারে, কার্য্য দ্বারা কারণকে নিয়মন করা সম্ভব নয়—সুতরাং যিনি অখিল জগতের আদি কারণ, তাঁহাকে সেই জগতেরই অংশের অংশের অংশ কিছু রজ্জুর দ্বারা কিরূপে নিয়মিত করা যাইবে? তাহার উপর, শ্রীকৃষ্ণের যখন এরূপ ইচ্ছা হইল,—'মাতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িলে সখাগণের সহিত খেলা যাইবে না, দধিচুরি প্রভৃতি কার্য্য সাধিত হইতে পারিবে না, অতএব আমার সেই বন্ধন না হউক্', তখন তাঁহার 'বিভূতা-শক্তি' সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। ফলে মাতা যশোদার সমস্ত প্রয়াসের কেবল শ্রম মাত্রই সার হইতে থাকিল।

গোপীগণ এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া অবশেষে সকলে হাসিতে লাগিলেন—তাহাতে মা যশোদাও আর না হাসিয়া পারিলেন না। 'কি আশ্চর্য্য! দেখ, কালকের এই বালক, আর এক মুষ্টি পরিমাণ তাঁহার কটিদেশ—অথচ তাহাকে

---

*ভগবান্ সর্ব্বব্যাপক—জগতের সকল কিছু ব্যাপিয়া তিনি অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং জগতে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত সকল চরাচর বস্তুই 'ব্যাপ্য'।

শত হস্ত পরিমাণ রজ্জুতেও কিনা বন্ধন করা গেল না! এমন নয় যে তাহার উদর প্রসারিত হইয়া যাইতেছে অথবা রজ্জুও সঙ্কুচিত হইতেছে। সখি! আরও আশ্চর্য্য দেখ, প্রতিবারই কিনা দুই অঙ্গুলি করিয়াই কম হইতেছে—তিন বা চারি অঙ্গুলি নহে!'—এইরূপে গোপীগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পরস্পর বিচার করিতে লাগিলেন। 'বাস্তবিকই বিধাতা আজ ইহার ললাটে কোন বন্ধন লিখেন নাই, সুতরাং ইহাকে কোন চেষ্টা-দ্বারাই বন্ধন করিতে পারা যাইবে না।'—সখীগণ মা যশোদাকে নানাযুক্তি-দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

কিন্তু মা যশোদা তাঁহাদের কোন যুক্তিই মানিয়া লইতে পারিলেন না। 'কি আমার পুত্র—তাহাকে আমি বাঁধিতে পারিব না! শাসন করিতে পারিব না! অসম্ভব।'—কোন প্রকারেই তিনি তাঁহার সঙ্কল্প হইতে চ্যুত হইলেন না। "না, না, আজ সন্ধ্যা হইয়া গেলেও এই ব্রজমণ্ডলে যত রজ্জু আছে, সব একত্র করিয়া দেখিতে চাই—ইহার উদরের কতদূর সীমা!" পুত্রকে বাঁধিবার দৃঢ়সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়া তিনি শতগুণ উদ্যমে উদ্‌যোগ আরম্ভ করিলেন। 'আজ দেখিতেছি, সত্যই মাতা আমাকে না বাঁধিয়া ছাড়িবেন না—এমনকি অগণিত সন্ধ্যা গত হইলেও তিনি তাঁহার সুদৃঢ় সঙ্কল্প হইতে চ্যুত হইবেন না'—যশোমতীর এইরূপ পর্ব্বত অপেক্ষাও অচল সঙ্কল্প দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিজ সঙ্কল্প শিথিল হইতে থাকিল। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত থাকে—এইটীই নিয়ম। সেই রীতি অনুসারে প্রেমবৎসল শ্রীভগবান্ নিজ হঠ (জেদ) পরিত্যাগ করিলেন,—'মাতা আমাকে বন্ধন করিবার যে দৃঢ়-সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা এখন সিদ্ধ না হইলে তাঁহার অযশ সর্ব্বত্র ছড়িয়া পড়িবে। তিনি ব্রজেশ্বরী—সুতরাং অন্যান্য সকল গোপীগণ অপেক্ষা তাঁহার বৈশিষ্ট্য সর্ব্বপ্রকারেই অধিক। তিনি যদি আমাকে বন্ধনে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি যে সাধারণী-মধ্যে পরিগণিতা হইয়া পড়িবেন—ইহা আমি কখনই সহ্য করিতে পারিব না।' মা যশোদার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী কৃপা উথলিয়া উঠিল—তখন শ্রীকৃষ্ণের 'বিভূতা-শক্তি' অন্তর্হিতা হইল।

'পরিশ্রম' ও 'কৃপা'—এই দুইটীর ন্যূনতাই রজ্জুতে দুই অঙ্গুলি করিয়া কম হইবার কারণ। যশোমতীর অশেষ চেষ্টা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপা উচ্ছলিত
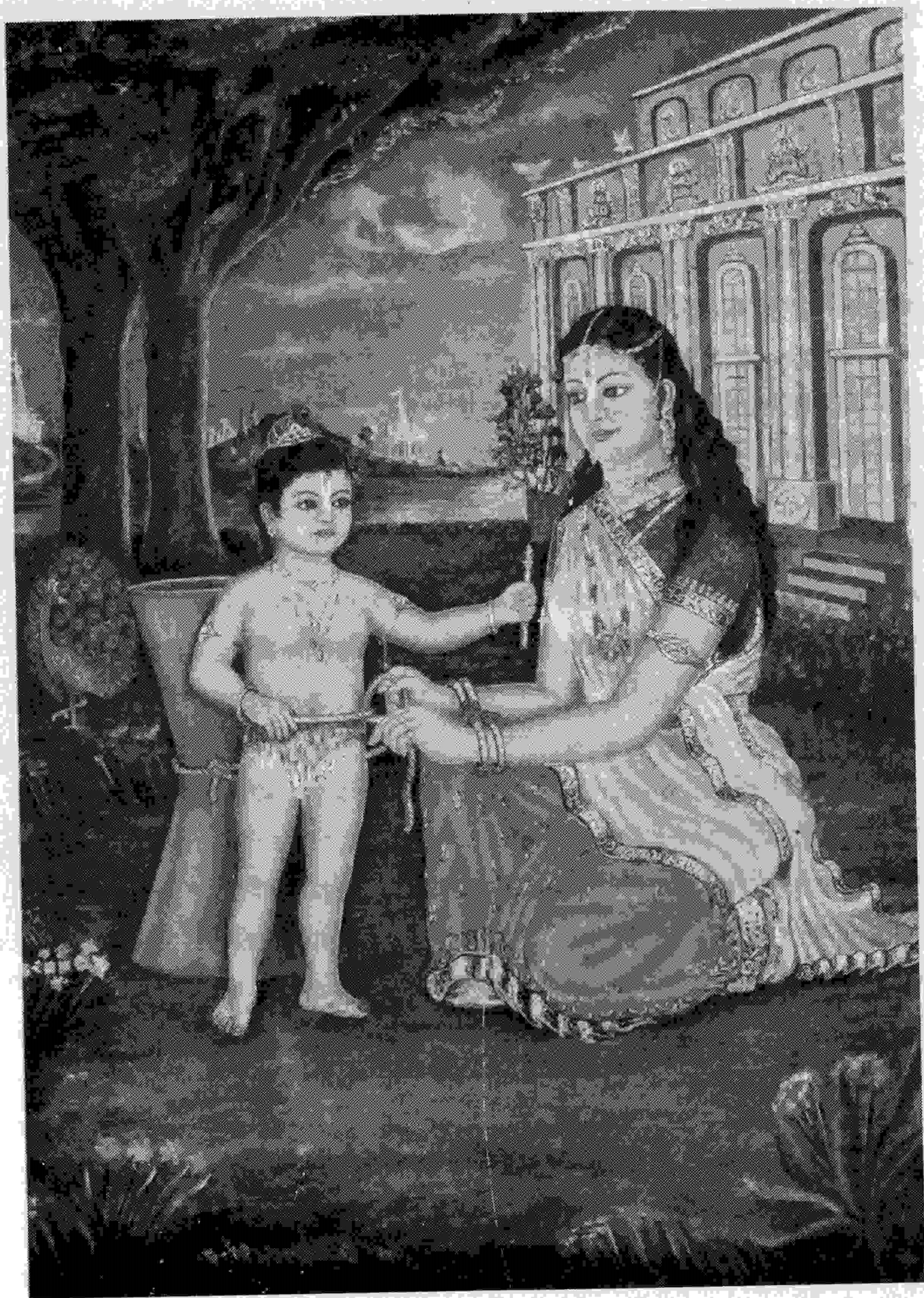
হইলে সেই দুই অঙ্গুলির অভাব প্রপুরিত হইল—কৃষ্ণ যশোমতীর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। আর তখন সমস্ত গোপীগণ আনন্দে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন—হর্ষে একে অপরকে জড়াইয়া ধরিলেন। (বল, মাতা যশোদা কী জয়! শ্রীশ্রীযশোদা-দামোদর-জীউ কী জয়।) ব্রহ্মা-শিবাদিসহ নিখিল বিশ্ব যাঁহার বশীভূত, সেই শ্রীপরমেশ্বরের এই 'প্রেমবশ্যতা'-ধর্ম্মই তাঁহার সমস্ত পরমৈশ্বর্য্য-মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ-রূপে জ্বলজ্বল করিতে থাকিল। সত্যই যশোমতীর প্রতি যে ভগবৎ-প্রসাদ বিস্তার হইয়াছিল, তাহার তুলনায় ভগবৎকৃপাপাত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ব্রহ্মা, মহেশ্বর এমনকি ভগবানের অর্দ্ধাঙ্গিনী সেই লক্ষ্মীদেবীরই বা স্থান কোথায়! এই যশোদানন্দন কেবলা ভক্তির দ্বারা যেরূপে সহজপ্রাপ্য সেইরূপে নিশ্চয়ই দেহাভিমান-যুক্ত কর্ম্মিগণের, অথবা দেহাভিমান-মুক্ত জ্ঞানিগণের এমনকি আত্মভূত ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী প্রভৃতিরও নিকট নহেন।

মা যশোদা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল দেখিয়া পরম নিশ্চিন্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেইসময় তাঁহার যোগমায়া বিস্তার করিলে, তাঁহার প্রভাবে পূর্ব্বের সেই অত্যাশ্চর্য্য সমস্ত ঘটনা মাতার নিকট ভ্রম বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পুত্রকে বন্ধন করিয়া উহাতে আরও একটী রজ্জুর সংযোগে মাতা উদূখলকেও পুত্রের সঙ্গী করিয়া দিলেন,—'এই ভারী উদূখল লইয়া নিশ্চয়ই তাঁহার এই শিশুপুত্র কোথাও পলাইয়া যাইতে পারিবে না।' সহচর বালকগণকে ডাকিয়া বলিলেন, —"তোমরা সকলে শুন, কৃষ্ণকে তোমরা সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিবে। যদি সে রজ্জুর গ্রন্থি খুলিয়া বা কোনভাবে পলাইতে চাহে তৎক্ষণাৎ আমাকে তোমরা সংবাদ দিবে—কেমন?" বালকসখাগণ সকলে মস্তক দুলাইয়া সম্মতি জানাইলেন। ব্রজেশ্বরী অন্যান্য সখীগণের সহিত হাসিতে হাসিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আর যেমনই যশোদা চলিয়া গেলেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণের ক্রন্দন থামিয়া গেল—মলিন মুখচন্দ্র নির্ম্মল হইল। বালকসখাগণও সকলে হাততালি দিয়া আনন্দে হাসিয়া উঠিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উদূখলের সহিত আবদ্ধ হইয়া আছেন—ইহা তাঁহাদের নিকট যেন নূতন একটী খেলারূপে পরিগণিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দে সমগ্র অঙ্গন জুড়িয়া উদূখল চালনা করিতে লাগিলেন, আর

সখাগণও হাসিতে হাসিতে তাঁহার সহিত উদূখল লইয়া নানা খেলায় মাতিয়া উঠিলেন। আবার, যেসকল ব্রজবধূগণ শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিতে নিজ নিজ গৃহ ছাড়িয়া নন্দালয়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই অরক্ষিত গৃহ হইতে সখাগণ কৃষ্ণের নির্দ্দেশে নবনীত চুরি করিয়া আনিলেন। এইরূপে শ্রীযশোদানন্দন সখাগণের সহিত আনন্দে মত্ত হইয়া উঠিলেন।

ইতিমধ্যে গৃহের অঙ্গনের মধ্যে অবস্থিত বিশাল দুইটী অর্জ্জুনবৃক্ষের উপর শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল—তখন তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত শ্রীনারদ মুনির বাক্য স্মরণ হওয়ায় তাহা সত্য করিবার ইচ্ছা উদয় হইল। এই দুই অর্জ্জুন-বৃক্ষ পূর্ব্বে 'নলকুবর' ও 'মণিগ্রীব' নামে যক্ষরাজ-কুবেরের দুই পুত্র ছিলেন। তাঁহারা দুইজন একসময় কৈলাস পর্ব্বতের উপকণ্ঠে অবস্থিত এক সুরম্য পদ্মশোভিত বনের মধ্যে গঙ্গার ধারায় কিছু দেবকন্যাগণকে লইয়া বিহার করিতেছিলেন। 'বারুণী'-মদিরার প্রভাবে উন্মত্ত হইয়া তাঁহারা বিবস্ত্র হইয়া সেই কন্যাদের সহিত বিলাসে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। এমন সময় দৈবক্রমে শ্রীনারদঋষি সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত। ঋষিকে দেখিয়াই দেবকন্যাগণ লজ্জিতা এবং ভীতা হইয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন। কিন্তু দুই ভ্রাতার মত্ততা আর দূর হইল না। ইহা দেখিয়া দেবর্ষির মনে এক করুণার উদ্রেক হইল,—'দেখ, দেখ, ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া ইহাদের জ্ঞানচক্ষু কিপ্রকার আবৃত হইয়া আছে! সত্যই, জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও রূপ—এই চারিপ্রকার মদের মধ্যে ঐশ্বর্য্য-মদেই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিনাশ হইয়া থাকে। তখন কোন সদুপদেশই তাহাদের জন্য কার্য্যকর হয় না—তাই সাধুগণও সেকালে তাহাদের উপেক্ষা করিয়া থাকেন। সেইজন্য ঐশ্বর্য্যমদে যাহারা অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাদের পক্ষে দারিদ্র্যই শ্রেষ্ঠ অঞ্জন তুল্য। আর এই দুই ভ্রাতা এমনই চৈতন্যহারা হইয়াছে যে, তাহারা নিজশরীর নগ্ন বলিয়াও বুঝিতে পারিতেছে না! দেখিতেছি, ইহারা স্থাবরত্ব লাভেরই উপযুক্ত।'

ইহা স্থির করিয়া পরমকারুণিক ঋষিবর নলকূবর ও মণিগ্রীবকে অভিশাপ প্রদান করিলেন,—"তোমাদের বৃক্ষযোনি লাভ হউক্—কিন্তু তথাপি ইহাতে তোমাদের পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট হইবে না। এইভাবে দিব্য শতবর্ষ পরে স্বয়ং ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তোমরা উদ্ধার লাভ করিবে—তখন তাঁহার প্রতি ভক্তি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে।” এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া দুই ভ্রাতা গোকুলে নন্দালয়-প্রাঙ্গনে যমজ অৰ্জ্জুনবৃক্ষ-রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ‘সৎ’ ও ‘অসৎ’—এই স্থূল ও সূক্ষ্মতত্ত্বের যেরূপ একই মূল, সেইরূপ এই বৃক্ষদুইটিরও একই মূল—জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের মত সেই মূলেরও দুইটী কাণ্ড—সামবেদ ও যজুর্বেদের ন্যায় ইহাদের বহু শাখা—মহারাজাধিরাজের সুদূর বিস্তৃত কীৰ্ত্তি ও প্রতাপের মত সেই বৃক্ষশাখাগুলিরও অতিদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি—গিরিবর ও ঘনবরের মহাসারের মত (বৃহৎ পর্ব্বতের যেরূপ ‘মহাসার’ অর্থাৎ অতিস্থিরতা এবং বৃহৎ মেঘের যেরূপ ‘মহাসার’ অর্থাৎ অত্যন্ত আসার বা বৃষ্টিপাত, সেইরূপ) এই দুইটীরও ‘মহাসার’ অর্থাৎ বিশাল মজ্জা—বর্ষা ও শরৎকালের অসংখ্য অব্দের (মেঘের) ন্যায় ইহাদেরও অনেক ‘অব্দ’ অর্থাৎ অনেক বৎসর বয়স্—ব্রহ্মাণ্ড ও ‘বিরাট্‌মূৰ্ত্তি’র মত এই বৃক্ষদুইটীও প্রকাণ্ড—ভীমানুজ (ভীমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ও কাৰ্ত্তবীর্য্যের মত ইহাদেরও ‘অর্জ্জুন’-নাম—নকুল ও সহদেবের মত ইহারাও যমজ*।

শ্রীকৃষ্ণ ‘হামাগুড়ি’ দিয়া উদূখল আকর্ষণ করিতে করিতে বৃক্ষদুইটীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকিলেন। সখাগণ ভাবিলেন,—‘কৃষ্ণ হয়ত সূর্য্যের কিরণ সহ্য করিতে না পারিয়াই বৃক্ষদুইটীর তলদেশে আশ্রয় লইতে যাইতেছে।’ কিন্তু কৃষ্ণ মন্থর গতিতেই চলিতে চলিতে অবশেষে দুই বৃক্ষের মধ্যদেশ দিয়া নির্গত হইয়া গেলেন। কিন্তু সেই পথ অতিসঙ্কীর্ণ—উদূখলের জন্য কিছুমাত্র প্রশস্ত নহে। সুতরাং বৃক্ষের কাণ্ডদুইটীর কাছে আসিয়া পৌঁছাইলে তাহা আটকাইয়া গেল; যেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার অনুচরটিকে যাইতে দিবেন না—যেন বলিতেছেন, ‘ভাই উদূখল! তুমিও আমাদের বৃক্ষজাতীয়, সুতরাং তুমি আমাদের জন্মজন্মের বান্ধব, অতএব আমাদের দুইভাইকেও শ্রীকৃষ্ণের ‘অনুচর’-রূপে নিযুক্ত করিয়া তুমি আমাদের উদ্ধার কর। কারণ শাস্ত্রে (পদ্মপুরাণে) আছে,—“**বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষং**

---

*—বৃক্ষদুইটীর গঠন, আকৃতি, বয়স প্রভৃতি এইরূপে বিভিন্ন উপমার সহিত ‘আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ’-গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ইহাতে বৃক্ষদুইটীর অত্যন্ত বিশালতা চিত্রিত হইয়াছে।

প্রাহুর্মনিষিণঃ।" আর শ্রীকৃষ্ণ নিজের অভিলাষ এবং যুগপৎ বৃক্ষদুইটীর অভিলাষ ও উদূখলটীর অভিলাষ পূর্ণ করিতে উদূখল সবলে আকর্ষণ করিলেন—

বৃক্ষ দুইটী হইতে প্রথমে 'মড়্ মড়্' শব্দ হইতে লাগিল—কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা সমস্ত ভীষণভাবে কাঁপিতে লাগিল, অবশেষে প্রচণ্ড শব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রকম্পিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দুইপার্শ্বে বৃক্ষদুইটী ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত প্রকার শব্দকে অতিক্রমকারী 'মহাশব্দের' মত অথবা প্রলয়কালীন মহাবজ্ররাশির 'ভৈরব-নাদে'র মত সেই শব্দ ধ্বনিত হইল। দূর হইতেও ব্রজবাসিগণ সেই প্রচণ্ড শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বধিরপ্রায় হইয়া পড়িলেন—যে যে-স্থানে ছিলেন, সেই সেই স্থানে তাঁহারা প্রায় এক'দণ্ড' কাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষদুইটীর মধ্যে প্রফুল্লবদনেই বিরাজ করিতে লাগিলেন। আর বালকসখাগণও সেই ধ্বনিতে কোনরূপ প্রভাবিত হইলেন না। তাঁহারা কেবল বিস্ফারিত নেত্রে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন,—'দেখ দেখ, কি আশ্চর্য্য! কৃষ্ণ বজ্রের মত কঠিন এই অর্জ্জুন বৃক্ষদুইটীকে ভূপাতিত করিয়া দিল, কিন্তু তথাপি মা যশোদার প্রবল বাৎসল্যের যে-নির্ব্বন্ধময় বন্ধন, তাহা কিনা ছেদন করিতে পারিল না!' অত্যন্ত বিস্ময়ে তাঁহারা আরও দেখিলেন,—সেই দুই ভগ্ন বৃক্ষ হইতে প্রদীপ্ত অগ্নির মত দিব্যশরীরধারী দুইজন পুরুষ নির্গত হইলেন,—মুকুট, কুণ্ডল, ইত্যাদি নানা অলঙ্কারে তাঁহারা বিভূষিত। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা মুহুর্মুহুঃ প্রণাম করিতে করিতে কত প্রকারেই না স্তবস্তুতি করিতেছেন। আর কৃষ্ণও তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কি যেন এক নির্দ্দেশ করিলেন—তখন সেই দুই দিব্যপুরুষ কৃষ্ণকে পরিক্রমা করিয়া উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে পর নন্দমহারাজ ও অন্যান্য সকল ব্রজবাসী দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া নন্দালয়-অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিলেন। দূর হইতে নন্দভবনের সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষদুইটীকে ভূমিতে পতিত দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন,—'কি ব্যাপার! কোন বায়ু নাই, বৃষ্টি বজ্রপাত কিছুই নাই, তবে কিরূপে এই দুই বিশাল বৃক্ষ ভূপাতিত হইল? কোন উন্মত্ত হস্তীর আক্রমণও এস্থানে সম্ভব নয়, অথবা যদি বহুলোকের চেষ্টাতেও এই কার্য্য হইয়া থাকে—

তবে এইস্থান জনশূন্য কেন?' কোনপ্রকারেই তাঁহারা কোন কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহারা দুই বৃক্ষের মধ্যস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। 'কি হইয়াছে, কি হইয়াছে?'—বলিতে বলিতে সকলে কৃষ্ণের নিকট ছুটিয়া চলিলেন। আর কৃষ্ণও পিতাকে আসিতে দেখিয়া অভিমান-ভরে অধর স্ফীত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

নন্দমহারাজ নিকটে আসিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—'কি ব্যাপার! কে যেন তাঁহার পুত্রকে একটী ভারী উদূখলের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে—এবং নিকটেই সেই প্রাচীন অর্জ্জুন বৃক্ষ দুইটী ভগ্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে—কিরূপে হইল!' কিন্তু পুত্রকে কাঁদিতে দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সংযত হইয়া হাসিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন এবং তাঁহার ক্রন্দনরত মুখকমল বারম্বার চুম্বন করিতে করিতে বিভিন্নভাবে প্রবোধ দিতে লাগিলেন—"বাপ্ আমার, কোন্ দুষ্ট তোমাকে এইভাবে বাঁধিয়াছে? কে এইপ্রকার অন্যায় করিয়াছে? সে কোথায় গিয়াছে?" কৃষ্ণ পিতার কানে মুখ লাগাইয়া গদ্‌গদস্বরে বলিলেন,—"মাতাই আমাকে উদূখলের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে।"

এদিকে যশোমতী পূর্ব্বেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গ হইতেই পুত্রের কথা স্মরণ হইতে পুনরায় অচেতন হইয়া পড়িলেন। পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া হৃদয়-বিদারক নানা অনুতাপ করিতে করিতে আবার ঢলিয়া পড়িলেন। নন্দমহারাজ ব্রজেশ্বরীর এইরূপ ঘন ঘন মূর্চ্ছা শুনিয়াও অবজ্ঞা ভরে তাঁহার নিকটে গমন করিলেন না। 'এই একটি শিশুপুত্র—ভাল-মন্দ যাহার জ্ঞান উদয় হয় নাই। কিছু দোষ যদি করিয়াই থাকে, সেইজন্য তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে? আজ যদি সত্যই তাহার কিছু হইয়া যাইত! না, না'—ব্রজরাজ তাহা কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিলেন না। কেবল ঘটনাস্থলে উপস্থিত সেই বালকগণকে সস্নেহে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তোমরা ঠিক ঠিক করিয়া বলত' কি হইয়াছে?" তাঁহারা সাগ্রহে তখন মাতা-যশোদা-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন, উদূখল-আকর্ষণদ্বারা কৃষ্ণের যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন, বৃক্ষদ্বয় হইতে দুই দিব্যপুরুষের প্রকাশ, তাঁহাদের দ্বারা কৃষ্ণকে নানাপ্রকার স্তব-স্তুতি এবং পরিশেষে

তাঁহাকে পরিক্রমা ও নমস্কার করিয়া তাঁহাদের উত্তর দিকে যাত্রা—এইরূপে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। কিন্তু ব্রজরাজ শুনিয়া তাহা বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না। অন্যান্য সব ব্রজবাসীও নিকটে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিন্তু অবিশ্বাস করিতে চাহিলেন না—'গর্গমুনি এই বালকের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কিন্তু ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে না।'

ব্রজরাজের স্থির বিশ্বাস—কোন অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন দানব আসিয়াই তাঁহাদের এতদিনের প্রাচীন সেই প্রকাণ্ড দুইটী বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া তাঁহার গোপালের অনিষ্টই করিতে চাহিয়াছিল। ভগবানের অপার করুণা, তাই পুত্র তাঁহার রক্ষা পাইয়াছে। সেই কারণে পুত্রের জন্য স্বস্ত্যয়ন-অনুষ্ঠান করিতে তিনি ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। সকল ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য সব ব্রজবাসীগণকে তিনি আহ্বান করিলেন। সকলে আসিয়া মিলিত হইলে তিনি কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া মাঙ্গলিক বাদ্য সহকারে যমুনার তটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর পুত্রসহ তিনি যমুনার জলে স্নান করিলেন—ব্রাহ্মণগণ দধি, দুর্ব্বা, আতপ চাউল প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য দিয়া কৃষ্ণকে প্রচুর স্বস্তি বাচন করিলেন। ব্রজরাজও তাঁহাদিগকে অনেক প্রকার দান বিধান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। 'নারায়ণের কৃপা ও ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই আমার পুত্রকে রক্ষা করুন'—এই প্রার্থনা করিতে করিতে নন্দবাবা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

অপরদিকে মা-যশোদার পুত্রের অদর্শনে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল—ক্রন্দন করিতে করিতে ঘন ঘন বাহ্যহারা হইতে লাগিলেন। পুত্রকে বন্ধনের দুঃখে, লজ্জায়, অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়া নিজ ঘর হইতেও বাহির হইলেন না—এমনকি যে-সকল ব্রজগোপী সমবেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিতও তিনি কোন সম্ভাষণ করিলেন না। তাঁহার কষ্টের ভারের কিছু অংশও তিনি কাহাকেও দিয়া দুঃখী করিতে চাহিলেন না। এদিকে পূর্ব্বাহ্ন-ভোজনের সময় হইয়া আসিল। ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে সাথে লইয়া ভোজনালয়ে বসিলেন। রোহিণী মাতা যশোমতীর অভিপ্রায় বুঝিয়া আজ একাকীই তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতে অগ্রসর হইলেন—

রন্ধন-শালার জ্যেষ্ঠা পরিচারিকাগণের দ্বারা পরিবেশন করাইলেন। আর দুই ভ্রাতা পিতার সহিত স্নিগ্ধ অব্যক্ত মধুর কোলাহল-শব্দে সমস্ত ভোজনালয় পরিপূর্ণ করিয়া পরমানন্দে ভোজন করিলেন। তাহার পর ব্রজরাজ দুই পুত্রকে লইয়া বিছানায় দুই দণ্ডকাল বিশ্রাম করিলেন। এই সময় দুই ভ্রাতা স্তন্যপান করিয়া থাকে—তাই নন্দমহারাজ মিছরী ও ধারোষ্ণ দুগ্ধ (দোহনের ধারায় উষ্ণ দুগ্ধ) আনাইয়া তাঁহাদেরকে পান করাইলেন। ইহার পর পুত্রগণকে লইয়া পত্রে লিপি লিখিবার শিক্ষা দিতে বসিলেন।

এইরূপে সন্ধ্যাকালীন ভোজনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। বংশের সকল কুলবধূগণ একত্র হইয়া রোহিণী-মাতার সহিত নন্দমহারাজের নিকট আর্ত্তস্বরে নিবেদন করিতে লাগিলেন—"মহারাজ! কৃষ্ণের মাতা আজ সমস্ত দিন কিছুই ভোজন করেন নাই। কাহারও সহিত কথাও বলিতেছেন না। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া আমাদেরও সকলের একই দশা হইয়াছে।" শুনিয়া ব্রজরাজ দুঃখ ও হাস্যের সহিত বলিলেন,—"ত' আমরা কি করিব? সে ত' ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়াছে—এখন নিজের দোষ নিজেই দেখুক্।" কুলবধূগণ সজলনয়নে বলিলেন,—"আপনার এই কথা ভীষণ কষ্টদায়ক। যশোদা অন্তরে-বাহিরে কত কোমলস্বভাব, সে ত' আপনি নিজেও জানেন। আপনি এইভাবে বলিলে তাঁহার কি আর কষ্টের সীমা থাকিবে?" ব্রজরাজ তাহা বুঝিলেন, পুত্রকে মৃদুহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা! তুমি তোমার মা'র কাছে যাইবে?" "না, না, যাইব না",—পুত্রের তৎক্ষণাৎ উত্তর—"আমি তোমার সাথেই থাকিব।" শুনিয়া উপনন্দ-পত্নী কৃষ্ণকে সহাস্যে বলিলেন,—"তাহা হইলে তুমি কাহার স্তন পান করিবে?" "কেন, ধারোষ্ণ দুগ্ধ আছে, তাহাই মিছরী দিয়া পান করিব।" অপর একজন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ত' কাহার সহিত খেলিবে?" কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তর দিলেন—"আমি বাবার সাথে খেলিব, দাদার সাথে খেলিব।" শুনিয়া ব্রজরাজের প্রশ্ন—"তাহা হইলে তুমি দাদার মায়ের কাছে কেন যাইতেছ না?" অভিমান-ভরে অশ্রুসিক্ত হইয়া কৃষ্ণ বলিলেন,—"তিনিও ত' আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কাছে কেন যাইব?" শুনিয়া রোহিণী বাষ্পাকুল নেত্রে গদগদ্ভাবে বলিলেন,—"বাপ আমার! তুমি কেন

এত নিষ্ঠুর হইয়াছ বল ত'? তোমার মা কত কষ্ট পাইতেছেন, তাহা তুমি বুঝিতেছ না?" কৃষ্ণ যেন তাহা না শুনিয়াই সজলনয়নে পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মাতা রোহিণী পুত্র বলরামকে ইঙ্গিত-দ্বারা কৃষ্ণকে তাঁহার নিজের কাছে ধরিয়া আনিতে বলিলেন। বলরাম তাহা বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণের হাত ধরিয়া তাঁহাকে মাতার কাছে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ তখন হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া গিয়া পিতার কোলে উঠিলেন,—দুই বাহু দিয়া তাঁহার গলদেশ সজোরে ধারণ করিয়া থাকিলেন, পাছে কেহ যেন তাঁহাকে ছাড়াইয়া না লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ব্রজরাজ পুত্রকে জানেন—সে যে তাঁহার মাতার প্রতি কিপ্রকার অনুরক্ত! তাহা দেখিতেই তিনি কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া পুত্রকে বলিলেন,—"বাবা! তোমার মা ভয়ানক অন্যায় করিয়াছে। তুমি যদি বল, চল, তাহাকে প্রহার করি"—বলিয়া প্রহারের ভঙ্গীতে সবেগে হস্ত উঠাইলেন। কৃষ্ণ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না—তৎক্ষণাৎ পিতার হস্তখানি চাপিয়া ধরিলেন। ব্রজরাজ হাসিয়া উঠিলেন—পুত্রকে স্নেহে বাৎসল্যধারায় অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু পুত্রের বিরহে যশোদার যে মরণাপন্ন দশা হইয়াছে, তাহা নন্দ-বাবার হৃদয়ে মুহুর্মুহুঃ উদিত হইয়া তাঁহাকে যার পর নাই ব্যথিত করিয়া তুলিল।

পুত্রকে তাহার মাতার অবস্থা কিছুটা জানাইতে বলিলেন,—"বাবা! তোমার মা তোমার জন্য খুবই কাঁদিতেছে। আচ্ছা, কাঁদিতে কাঁদিতে তোমার মা'র যদি 'এই' হইয়া যায়"—ভঙ্গীদ্বারা 'এই'-এর সঙ্কেত করিলেন অর্থাৎ যদি তাঁহার মৃত্যুবরণ হয়! 'অসম্ভব'—কৃষ্ণ তাহা কখনও ভাবিতে পারেন না। 'কিন্তু সত্যই যদি এরূপ হয়'—ভাবিয়া কৃষ্ণ রোদন করিয়া উঠিলেন। "মা কোথায়?"—বলিয়াই পিতার কোল হইতে লাফ দিলেন। অধীর হইয়া দৌড়িয়া রোহিণী-মাতার কোলে গিয়া উঠিলেন—কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে বলিলেন,—"আমার মা কোথায়? আমাকে মা'র কাছে এখনই লইয়া চল, দেরী করিও না।" একক্ষণ বিলম্ব আর কৃষ্ণের সহ্য হইতেছে না। তাহা দেখিয়া অকস্মাৎ হাস্য-কোলাহলে তখন সমগ্র নন্দালয় পরিপূরিত হইয়া গেল।

রোহিণী-মাতা কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া মা যশোদার নিকটে লইয়া গেলেন। বিরহে মুহ্যমানা মাতাকে দেখিবা মাত্র কৃষ্ণ রোহিণী-দেবীর কোল হইতে লাফ দিয়া নামিয়া মা যশোদার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—রোদন করিতে করিতে দুই হাতে মাতার গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন। পুত্রের বিচ্ছেদ-দুঃখ প্রতিক্ষণ তিল তিল করিয়া ঘনীভূত হইতে হইতে যশোদার যে-হৃদয় প্রবল ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সূর্য্যের উদয়ে যেমন তুষাররাশি বিগলিত হইতে থাকে, সেইপ্রকার পুত্রের স্পর্শমাত্রে তাহা দ্রবীভূত হইতে লাগিল। পুত্রের চিবুক ধারণ করিয়া তিনি কতপ্রকার স্নেহময় বাক্যে তাঁহাকে সিঞ্চিত করিতে চাহিলেন, কিন্তু হৃদয়ে রাশি রাশি কান্না আসিয়া সকল বাক্য তাঁহার অবরুদ্ধ করিয়া দিল। তিনি নবপ্রসূতা গাভীর মত কেবল ঘর্ঘর-শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন—তাহাতে এক অপূর্ব্ব 'করুণরস' প্রবাহিত হইয়া প্রেমবন্যা উচ্ছলিত হইতে লাগিল—সকল পরিজনগণও তাহাতে তাঁহাদের বহুক্ষণের জমাট বাঁধিয়া থাকা রোদনাবেগ আর ধারণ করিতে না পারায় তাহা বাঁধভাঙ্গা নদীর মত যেন সমগ্র ব্রজধাম প্লাবিত করিয়া দিল।

এইরূপে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হইল—কুলবধূগণ ক্রমশঃ সম্বিত পাইয়া সকলে যশোদাকে বহুপ্রকারে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণবিরহে নিমেষই যেস্থলে যুগে পরিণত হয়, সেস্থলে যশোমতীর কতকোটি যুগের স্তূপীকৃত দুঃখের মেঘমালা কিরূপে কিছুক্ষণের বর্ষণে নিঃশেষ হইয়া যাইবে? প্রবল অশ্রুবারিধারায় তাহা বিগলিত হইতে হইতে সমগ্র নন্দভবন সিক্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে দীর্ঘ বর্ষাশেষে যেমন নম্ররৌদ্র-কিরণে সর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ মা যশোদার সুদীর্ঘকাল অশ্রুবর্ষণ শেষ হইলে তাঁহার মুখকান্তি পরম শোভিত হইয়া দীপ্তিময় হইয়া উঠিল। পুত্রকে তিনি বহুপ্রকারে কল্যাণবাক্যে অভিসিঞ্চিত করিতে করিতে স্তনপান করাইলেন। তাহার পর তিনি বলরাম এবং কৃষ্ণকে লইয়া পরমহিতৈষী কুলবধূগণের সাথে ভোজন করিলেন।

সেইদিন হইতে মাতা যশোদা এক প্রবল সঙ্কোচ-বশতঃ নন্দবাবার সম্মুখে যাইতে পারিতেন না। এইরূপে তিন দিন গত হইলে নন্দবাবা কৃষ্ণকে

বলিলেন, "বাবা! তোমার মাতাকে এখানে লইয়া আইস ত'।" শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখনই মাতাকে তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া পিতার নিকট লইয়া আসিলেন। বন্ধনদিন হইতে ব্রজবধূগণ পরিহাস করিয়া সেই শ্যামমনোহর শ্রীকৃষ্ণকে 'দামোদর' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন।

"যশোদয়া গাঢ়মুলূখলেন,
গোকণ্ঠপাশেন নিবধ্যমানঃ।
রুরোদ মন্দং নবনীতভোজী,
গোবিন্দ-দামোদর-মাধবেতি॥
গৃহে গৃহে গোপবধূকদম্বাঃ,
সর্ব্বে মিলিত্বা সমবায়যোগে।
পুন্যানি নামানি পঠন্তি নিত্যং,
গোবিন্দ-দামোদর-মাধবেতি॥"*

---

*গাভিবন্ধন-রজ্জুদ্বারা উলূখলের সহিত নবনীতভোজী শ্রীকৃষ্ণকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করায় মাতা যশোদা "গোবিন্দ! দামোদর! মাধব!" বলিয়া ধীরে ধীরে কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের গোপবধূগণ নিজ নিজ গৃহে একত্র মিলিত হইয়া মনোযোগ-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের 'গোবিন্দ' 'দামোদর' 'মাধবা'দি পবিত্র নাম নিত্য পাঠ করেন।
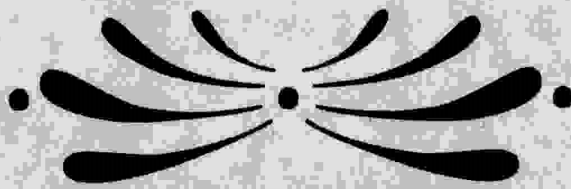
পরিশিষ্ট-২

আশ্রয়বিগ্রহ-বন্দনা

নন্দপ্রণাম—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।
বন্ধুকারুণ-বসনং সুন্দরকূর্চ্চং মুকুন্দ-হৃতনয়নম্।
নন্দং তুন্দিলবপুষং চন্দনগৌরত্বিষং বন্দে॥

(পদ্যাবলী ১২৭, ১২৮)

—সংসারভয়ে ভীত ব্যক্তিগণ কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করেন করুন, কিন্তু আমি সেই শ্রীনন্দ-মহারাজকে বন্দনা করি, যাঁহার গৃহের অলিন্দে স্বয়ং পরমব্রহ্ম নিত্য বিরাজমান। যাঁহার বসন 'বান্ধুলি'-পুষ্পের মত অরুণবর্ণযুক্ত, যাঁহার ভ্রু-দুইটীর মধ্যভাগ পরম সুন্দর, যাঁহার নয়নদুইটী শ্রীকৃষ্ণ হরণ করিয়া লইয়াছেন, যাঁহার শরীর বিশাল উদরবিশিষ্ট, সেই চন্দনসম গৌরকান্তি নন্দমহারাজকে আমি বন্দনা করি।

যশোদা-প্রণাম—

অঙ্কগ-পঙ্কজনাভাং নব্যঘনাভাং বিচিত্র-রুচিসিচয়াম্।
বিরচিত-জগৎপ্রমোদাং মুহুর্যশোদাং নমস্যামি॥

(পদ্যাবলী-১২৯)

—যাঁহার ক্রোড়ে পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ-কান্তি নূতন মেঘের মত, যাঁহার বসন বিচিত্র মনোহর এবং যিনি জগতের আমোদ সম্পাদন করেন, সেই শ্রীযশোদা মাতাকে বারম্বার নমস্কার করি।

বিষয়বিগ্রহ-বন্দনা

উৎফুল্ল-তাপিঞ্ছ-মনোরম-শ্রীর্মাতুঃ স্তন-ন্যস্ত-মুখারবিন্দঃ।
সঞ্চালয়ন্ পাদসরোরুহাগ্রং কৃষ্ণঃ কদা যাস্যতি দৃক্ পথং মে॥
(পদ্যাবলী-১০৮)

—যাঁহার কান্তি প্রফুল্ল তমালের ন্যায় মনোরম, যিনি মাতৃস্তন্যে মুখপদ্ম ন্যস্ত করিয়া চরণপদ্মের অগ্রভাগ সঞ্চালন করিতেছেন, সেই কৃষ্ণ কবে আমার নয়নপথে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

কদা দ্রক্ষ্যামি নন্দস্য বালকং নীপমালকম্।
পালকং সর্ব্বসত্ত্বানাং লসত্তিলক-ভালকম্॥
(পদ্যাবলী-১০৫)

—যিনি কদম্বমালা-পরিহিত, যিনি সর্ব্বপ্রাণীর পালক, যাঁহার ললাটে তিলক শোভমান, কবে আমি সেই নন্দগোপের বালককে দর্শন করিব।

গোপেশ্বরী-বদনফুৎকৃতি-লোলনেত্রং
জানুদ্বয়েন ধরণীমনুসঞ্চরন্তম্।
কিঞ্চিন্নবস্মিত-সুধা-মধুরাধরাভং
বালং তমালদল-নীলমহং ভজামি॥ (পদ্যাবলী-১৩২)

—গোপেশ্বরী যশোদা-মাতার বদন-ফুৎকারে যাঁহার নয়ন চঞ্চল হইতেছে, যিনি জানুদ্বয়-দ্বারা ভূমিতে সঞ্চরণ করিতেছেন, যাঁহার কিঞ্চিৎ নবীন স্মিতহাসির সুধায় শ্রীমুখমণ্ডল অতিশয় মধুর হইয়াছে, সেই তমালদলের ন্যায় নীলকান্তি বালককে আমি ভজনা করি।

ক্বাননং ক্ব নয়নং ক্ব নাসিকা ক্ব শ্রুতিঃ ক্ব চ শিখেতি দেশিতঃ।
তত্র তত্র নিহিতাঙ্গুলীদলো বল্লবীকুলমনন্দয়ৎ প্রভুঃ॥ (পদ্যাবলী-১৩৩)

—মুখ কোথায়, নয়ন কোথায়, নাসিকা কোথায়, কর্ণ কোথায়, শিখা কোথায়—এইরূপে গোপীগণ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই স্থানে অঙ্গুলি নিহিত করিয়া গোপীগণকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।

পঞ্চবর্ষমতিলোলমঙ্গনে ধাবমানমলকাকুলেক্ষণম্।
কিঙ্কিণী-বলয়-হার-নূপুরৈঃ রঞ্জিতং নমত নন্দনন্দনম্॥

(পদ্যাবলী-১৩৫)

—যিনি পঞ্চবর্ষ, অতি চঞ্চল, অঙ্গনে ধাবমান, অলকাদ্বারা আকুল নয়ন এবং কিঙ্কিণী, বলয়, হার ও নূপুরদ্বারা ভূষিত সেই নন্দনন্দনকে নমস্কার করি।

দূরদৃষ্ট-নবনীতভাজনং জানুচংক্রমন্ জাতসম্ভ্রমম্।
মাতৃভীতি-পরিবর্ত্তিতাননং কৈশবং কিমপি শৈশবং ভজে॥

(পদ্যাবলী-১৪১)

—যিনি দূর হইতে নবনীত পাত্র দেখিয়া জানুদ্বারা শীঘ্র চলিতে চলিতে আবার মাতৃভয়ে পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিতেছেন, সেই কোনও আশ্চর্য্য শৈশবসম্পন্ন কেশবকে ভজনা করি।

সংমুষ্ণন্ নবনীতমন্তিক-মণিস্তম্ভে স্ববিম্বোদগমং
দৃষ্ট্বা মুগ্ধতয়া কুমারমপরং সঞ্চিন্তয়ন্ শঙ্কয়া।
মন্মিত্রং হি ভবান্ ময়াত্র ভবতো ভাগঃ সমঃ কল্পিতো
মা মাং সূচয় সূচয়েত্যনুনয়ন্ বালো হরিঃ পাতু বঃ॥

(পদ্যাবলী-১৪২)

—শ্রীকৃষ্ণ নবনীত চুরি করিতে করিতে নিকটবর্ত্তি মণিস্তম্ভে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া অন্য এক বালক মনে করিয়া শঙ্কিত হইয়া কহিলেন,—"অহে, তুমি আমার মিত্র, অতএব আমি ইহাতে তোমার সমভাগ স্থির করিলাম, তুমি মাতার নিকট আমাকে প্রকাশ করিও না, প্রকাশ করিও না"—এই বলিয়া যিনি অনুনয় করিতেছিলেন, সেই বাল হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

দধিমথন-নিনাদৈস্ত্যক্ত-নিদ্রঃ প্রভাতে
নিভৃতপদমগারং বল্লবীনাং প্রবিষ্টঃ।
মুখকমল-সমীরৈরাশু নির্ব্বাপ্য দীপান্
কবলিত নবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ॥ (পদ্যাবলী-১৪৩)

—যিনি প্রভাতকালে দধিমন্থনের ধ্বনিতে জাগরিত হইয়া নিঃশব্দে পদসঞ্চারে গোপীগণের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং মুখকমল-বায়ুদ্বারা দীপ নির্ব্বাপিত

করিয়া শীঘ্র নবনীত কবলিত করিয়াছিলেন, সেই বালকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন।

সব্যে পাণৌ নিয়মিত-রবং কিঙ্কিণীদাম-ধৃত্বা
কুব্জীভূয় প্রপদগতিভির্মন্দমন্দং বিহস্য।
অক্ষ্ণোর্ভঙ্গ্যা বিহসিতমুখীর্বারয়ন্ সম্মুখীনা-
মাতুঃ পশ্চাদহরত হরির্জাতু হৈয়ঙ্গবীনম্॥ (পদ্যাবলী-১৪৪)

—কোন দিবস শ্রীকৃষ্ণ বাম হস্তে কিঙ্কিণীর রজ্জু ধারণপূর্ব্বক কিঙ্কিণীরব নিয়মিত করিয়া কুব্জ-আকারে, চরণকমলের অগ্রভাগদ্বারা চলিতে চলিতে ও মন্দ মন্দ হাসিতে হাসিতে নেত্রভঙ্গীর দ্বারা সম্মুখস্থা হাস্যমুখী গোপীগণকে ('মাতাকে তোমরা বলিয়া দিও না', এইরূপে) নিবারণ করিয়া মাতার পশ্চাৎদিকে নবনীত হরণ করিয়াছিলেন।

পদন্যাসান্ দ্বারাঞ্চল-ভুবি বিধায় ত্রিচতুরান্
সমন্তাদালোলং নয়নযুগলং দিক্ষু বিকিরন্।
স্মিতং বিভ্রদ্ব্যক্তং দধিহরণলীলা-চটুলধীঃ
সশঙ্কং গোপীনাং মধুরিপুরগারং প্রবিশতি॥ (পদ্যাবলী ১৪৫)

—গৃহের দ্বারদেশের ভূমিতে তিন-চারি পদ অগ্রসর হইয়া চতুর্দ্দিকে চঞ্চল নয়নযুগলের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে ঈষৎ হাস্য ব্যক্ত করিয়া দধি হরণ-লীলায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ সভয়ে গোপীদিগের গৃহে প্রবেশ করিতেছেন।

মৃদ্নন্ ক্ষীরাদি-চৌর্য্যান্মসৃণ-সুরভিণী-সৃক্কণী-পাণিমর্ষৈ-
রাঘ্রায়াঘ্রায় হস্তং সপদি পরুষয়ন্ কিঙ্কিণীমেখলায়াম্।
বারং বারং বিশালে দিশি দিশি বিকিরন্ লোচনে লোলতারে
মন্দং মন্দং জনন্যাঃ পরিসরময়তে কূটগোপাল বালঃ॥
(পদ্যাবলী-১৪৬)

—কপট বালগোপাল ক্ষীরাদি চুরি করিয়া সেবন-হেতু মসৃণ ও সুগন্ধি ওষ্ঠের প্রান্তদ্বয় হস্তদ্বারা মার্জ্জন করিতে করিতে এবং বারম্বার হস্তদ্বয় আঘ্রাণপূর্ব্বক হস্তে নবনীতের গন্ধ আশঙ্কায় শীঘ্র কিঙ্কিণীসহিত মেখলাতে ঘর্ষণ করিতে করিতে, (আবার, কেহ তাহা দেখিতেছেন কিনা, এইভয়ে) মুহুর্মুহুঃ চতুর্দ্দিকে

বিশাল ও চঞ্চল তারাযুক্ত নয়নের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে জননীর নিকট গমন করিতেছেন।

শম্ভো স্বাগতমাস্যতামিত ইতো বামেন পদ্মোদ্ভব
ক্রৌঞ্চারে কুশলং সুখং সুরপতে বিত্তেশ নো দৃশ্যসে।
ইত্থং স্বপ্নগতস্য কৈটভরিপোঃ শ্রুত্বা জনন্যা গিরঃ
কিং কিং বালক জল্পসীত্যনুচিতং থু-থু-কৃতং পাতু বঃ॥

(পদ্যাবলী-১৪৭)

—'হে শম্ভো! সুখে আসিয়াছ ত', এইস্থানে উপবেশন কর, হে ব্রহ্মণ! তুমি বাম দিকে উপবিষ্ট হও, আর কার্ত্তিকেয়! কুশল ত', দেবরাজ! সুখে আছ ত', কুবের! তোমাকে আর দেখিতে পাই না কেন?' মাতা যশোদা স্বপ্নগত পুত্র-শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 'একি, একি! বালক! কি সব অনুচিত বাক্য বলিতেছ!'—এই বলিয়া পুত্রবক্ষে যে 'থু-থু করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদের রক্ষা করুক।

বৎস স্থাবরকন্দরেষু বিচরন্ দূর-প্রচারে গবাং
হিংস্রান্ বীক্ষ্য পুরঃ পুরাণপুরুষং নারায়ণং ধাস্যসি।
ইত্যুক্তস্য যশোদয়া মুররিপোরব্যাজ্জগন্তি স্ফুরদ্
বিম্বোষ্ঠদ্বয়-গাঢ়পীড়ন-বশাদব্যক্তভাবং স্মিতম্॥ (পদ্যাবলী-১৫০)

—'বৎস! তুমি যখন বন ও পর্ব্বত-গুহায় এবং দূরে গোচরণ করিবে, সে-সময় যদি সম্মুখে হিংস্র জন্তু দেখিতে পাও, তাহা হইলে পুরাণ-পুরুষ শ্রীনারায়ণকে ধ্যান করিও।' যশোদা এইকথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণের স্ফুরিত বিম্ব[illegible]্য ওষ্ঠদ্বয়ের গাঢ়পীড়ন-বশতঃ অব্যক্ত-ভাবযুক্ত যে-মন্দহাস্য প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা সমস্ত জগৎকে রক্ষা করুক।

রামোনাম বভুব হুং তদবলা সীতেতি হুং তাং পিতু-
র্বাচা পঞ্চবটীবনে নিবসতস্তস্যাহরদ্রাবণঃ।
কৃষ্ণস্যেতি পুরাতনীং নিজকথামাকর্ণ্য মাত্রেরিতাং
সৌমিত্রে ক্ব ধনুর্ধনুর্ধনুরিতি ব্যগ্রা গিরঃ পান্তু বঃ॥

(পদ্যাবলী-১৫১)

—"রাম নামে এক ব্যক্তি ছিলেন", কৃষ্ণ কহিলেন—'হুঁ', "সীতা নামে তাঁহার স্ত্রী ছিলেন", কৃষ্ণ কহিলেন—'হুঁ', "পিতৃবাক্যে তিনি যখন পঞ্চবটী বনে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সীতাকে রাবণ হরণ করিয়াছিল"—মাতা যশোদা-কথিত নিজ পুরাতনী কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ "হে লক্ষ্মণ! ধনু কোথায়, ধনু কোথায়?" এইরূপে যে ব্যগ্র-বাক্যসকল প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক্।

শ্যামোচ্চন্দ্রা স্বপিষি ন শিশো নৈতি মামম্ব নিদ্রা
নিদ্রাহেতোঃ শৃণু সুত কথাং কামপূর্ব্বাং বদস্ব।
ব্যক্তঃ স্তম্ভান্নরহরিভূদ্দানবং দারয়িষ্য-
ন্নিত্যুক্তস্য স্মিতমুদয়তে দেবকীনন্দনস্য॥ (পদ্যাবলী-১৫২)

—"বৎস! চন্দ্রালোকিত রাত্রি, নিদ্রা যাইতেছ না কেন?" কৃষ্ণ কহিলেন, —"মা, আমার নিদ্রা আসিতেছে না।" যশোদা বলিলেন,—"পুত্র! নিদ্রাজন্য কোন অপূর্ব্ব কথা বলি, শুন।" কৃষ্ণ কহিলেন,—"বল"। যশোদা বলিলেন, —"এক দানবকে বিদীর্ণ করিবার জন্য স্তম্ভ হইতে নৃসিংহ বহির্গত হইয়াছিলেন।" এই কথায় যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের মুখে ঈষৎ হাস্য উদয় হইল।

সমাপ্ত